শ্রীশ্রীশোজয়তি ।

সেবেন্ ওয়াইজ মাষ্টরস্ অব্ রোম ।

অর্থাৎ

রোমীয় সপ্তাচার্য্য উপাখ্যান ।

শ্রীযুত বাবু বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও
শ্রীযুত বাবু হরিহর মুখোপাধ্যায় প্রিয় বয়স্যদ্বয়ের আদেশানু-
সারে শ্রীরমানাথ চট্টোপাধ্যায়কর্ত্তৃক অনুবাদিত ।

শ্রীরামপুরের "তমোহর" যন্ত্রে
শ্রীযুত জে এচ্ পিটর্স সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল ।
সম্বৎ ১৯১২, শকাব্দাঃ ১৭৭৭ ।
বাং সন ১২৬২ সাল, ইং সন ১৮৫৫ সাল ।

এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি উত্তরপাড়া নিবাসি
শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে
তত্ত্ব করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ।

ভূমিকা।

দুরূহ নীতিবিষয়ক পুস্তকে সাধারণ জনগণের মনোনিবেশ হয় না, অতএব গ্রন্থকর্ত্তার এরূপ ইতিহাস সম্বলিত গ্রন্থ করিবার অভিপ্রায় এই যে উক্ত জনগণের মনোহর উপন্যাসদ্বারা স্বভাবতঃ মন আকর্ষিত হইলে তাঁহারা তদাস্বাদন গ্রহণচ্ছলে উপদেশপ্রাপ্ত ও ধর্ম্ম পথাবলম্বনে যত্নবান হইতে পারিবেন।

এতৎ পুস্তকের সারার্থ এই যে পৃথ্বী পৃথ্বীপতিস্বরূপ হইয়া স্বভাব প্রদর্শনপূর্ব্বক তৎপুত্র মনুষ্যকে জ্ঞান উপার্জ্জনের অসীম উপায় দিয়াছেন, কিন্তু উক্ত পুত্র জ্ঞানপ্রসূহীন হইয়া সুতরাং অজ্ঞানতা বিমাতার হস্তগত হইলেন, এবং তৎপ্রভাবে অহর্নিশি অসৎকর্ম্মে অবিরত রত রহিয়াছেন, অনন্তর সহসা সাত্ত্বিক ভাব নক্ষত্রের আবির্ভাব হইলে জ্ঞানেন্দ্রিয় কতিপয় আচার্য্যস্বরূপ হইয়া সর্ব্বদা সদুপদেশ দিতে লাগিলেন, ইহাতে ভূঅঙ্গজের হৃদয় আকাশে বোধ সুধাকরের উদয় হইলে অজ্ঞানতা মহান্ধকার বিমাতার বিক্রম বিনষ্ট হইল।

এইরূপ সদসদ্ বিবেচনাপূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া অন্তে নির্ব্বাহিতা বিধাতার প্রিয়ভাজন হইতে পারিবেন।

যেমন শিশুর শশি ধরিবার ইচ্ছা, আমারও তাদৃশ স্পৃহা হইলে আমি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনায় বিমূঢ় হইয়া এই পুস্তক বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, পরিশেষ যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া পরমেশ্বর প্রসাদাৎ ইহাতে একপ্রকার কৃতকার্য্য হইয়াছি।

ভূমিকা।

এইক্ষণে ভরসা এই যে গুণগ্রাহক মহাশয়েরা দোষের প্রতি দ্বেষ না করিয়া কেবল গুণই গ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব পাঠক মহাশয়-দিগের নিকট প্রার্থনা এই, যে মম রচনার দোষাদোষ গ্রহণ না করিয়া গ্রন্থকর্ত্তার গুণপণার বিষয় বিবেচনা করিলে শ্রম সফল ও অর্থব্যয় সার্থক বোধ করিব।

উত্তরপাড়া।
শকাব্দাঃ ১৭৭৭,
২৫ শ্রাবণ।

শ্রীরমানাথ চট্টোপাধ্যায়।

নির্ঘণ্ট।

নিঘণ্ট।

পৃষ্ঠা।

সপ্তাচার্য্য উপাখ্যান।

রোমনগরাধিপতি রাজার সহিত লম্বার্ডি দেশাধিপতির কন্যার বিবাহ, ও তৎসম্ভূত এক সন্তানের জন্ম, এবং রাণীর পীড়িতাবস্থায় রাজার নিকট প্রার্থনা ও মৃত্যু।

প্রসিদ্ধ রোমনাম নগরীতে পন্টাইনস নামা এক প্রবল প্রতাপ নরপতি ছিলেন, তিনি লম্বার্ডি দেশের রাজার এক পরম রূপবতী এবং গুণবতী কন্যা বিবাহ করিলেন, কালক্রমে তাঁহার ডাওক্লিসিয়াননামক এক পুত্র জন্মিল। তাহাতে কেবল যে পিতা মাতা আহ্লাদপ্রবাহে নিমগ্ন হইলেন এমত নহে, প্রত্যুত সেই পুত্র রাজ্যস্থ সমস্ত লোকেরও আশারূপ যষ্ঠীর স্বরূপ হইলেন। তাঁহার শৈশবাবস্থাতেই জ্ঞান এবং দয়ার লক্ষণ প্রকাশ হইল, এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত শারীরিক এবং আন্তরিক প্রতিভারও বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

কিন্তু সৌভাগ্য কাহারওপ্রতি সর্ব্বসময় সানুকূল থাকে না, সুতরাং তাঁহার দৃষ্টির চপলতা হইলে রাজ্যের নানা প্রকার অমঙ্গল ঘটিতে লাগিল।

রাজকুমারের সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে রাণীর এক উৎকট পীড়া উপস্থিত হইলে তিনি সেই বিকারপ্রতিকারে নিরাশ হইয়া রাজার নিকট নিম্নলিখিত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "হে স্বামিন্! আমার যে এই বিষম বিকারহইতে নিস্তার

হইবে এমত আর বোধ হইতেছে না, কিন্তু আপনার এবং পুত্রের মঙ্গল সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেছি, তন্নিমিত্তে আমি বোধ করি যে অধিনীর প্রার্থনাতে আপনি অসম্মত হইবেন না," অনন্তর রাজা স্বীকার করিলে মৃতকল্পা রাজ্ঞী কহিলেন, "মহারাজ! আমার অনুভব হইতেছে যে মম মরণানন্তর রাজ্যের মঙ্গলার্থ আপনি পুনর্ব্বার বিবাহ করিবেন, কিন্তু তনয়কে তাহার নিকট না রাখিয়া নগরান্তরে ধর্ম্মবিষয় এবং বিদ্যাশিক্ষা করাইবেন, কারণ বিমাতা কদাচ সপত্নীপুত্রকে আপন পুত্রসম স্নেহপূর্ব্বক প্রতিপালন করে না"।

রাজা প্রেয়সী মহিষীর প্রস্তাব প্রকৃত বোধে সম্মত হইলে রাণীর তৎক্ষণাৎ প্রাণবিয়োগ হইল, তাহাতে রাজ্যস্থ সমস্ত লোকেই বিলাপ এবং পরিতাপ করিতে লাগিল।

রাজা কিপ্রকারে তাঁহার পুত্রকে সপ্তজ্ঞানি শিক্ষকের নিকট নিযুক্ত করেন তাহার বিবরণ।

রাণীর দাহক্রিয়া সমাধা করণানন্তর, মহীপাল মহিষীর প্রার্থনা পূর্ণ করণার্থ মনেং চিন্তা করিতে লাগিলেন, "সন্তানকে বাল্যকালে রাজনীতি এবং চরিত্র শিক্ষা দেওয়া অত্যাবশ্যক তাহা হইলে আমার মরণানন্তর অনায়াসে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবে," এবং এবিষয়ের সৎপরামর্শার্থ সভার প্রধান অমাত্যগণকে আহ্বান করিলেন। তাহারা সকলে একৈক্য হইয়া কহিল, "মহারাজ! রোমনগরে সপ্তবিচক্ষণ আচার্য্য আছেন, তাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, অতএব তাঁহাদের নিকট রাজকুমারকে নিযুক্ত করিলে তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইতে পারিবেন।" রাজা তাঁহা-

দের পরামর্শে সম্মত হইয়া শিক্ষকগণকে আনয়নার্থ শীঘ্র দূত প্রেরণ করিলেন।

অনন্তর তাঁহারা রাজাজ্ঞানুসারে উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, "হে আচার্য্যগণ! আমার এক সন্তান মাত্র, অতএব তাহাকে সর্ব্ববিদ্যায় নিপুণ করণার্থ আপনাদের নিকট সমর্পণ করিতে অভিলাষ করিয়াছি, যাহা হইলে সে আমার অবর্ত্তমানে অনায়াসে রোমরাজ্য শাসন করিতে সক্ষম হইবে, আমার এই অভীষ্টসিদ্ধি হইলে আমি আপনাদের সমুচিত পারিতোষিক প্রদান করিব," পণ্ডিতেরা এই ভার হর্ষপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন, এবং রাজপুত্রের রাজশ্রীযুক্ত মেধাশক্তি দর্শন করিয়া মর্য্যাদা পাইবার আশা করিতে লাগিলেন, এবং এই মানস সফল করণার্থ রোম নগরের প্রান্তভাগে এক সুরম্য স্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন, ঐ স্থান জলাশয় উদ্যান ইত্যাদি দ্বারা পরম রমণীয় ছিল।

রাজা সভাস্থ প্রধান মন্ত্রিগণের এবং অন্যান্য রাজাদিগের পরামর্শানুসারে পুনর্ব্বার বিবাহ করেন।

পার্শ্ববর্ত্তি রাজারা এবং অমাত্যগণ ভূপতির বিবাহ দিবার কল্পনা করিয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ যদি নৃপনন্দনের কোন অমঙ্গল হয় তবে রাজ্য করিবার আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, একারণ আপনার বিবাহ করা কর্ত্তব্য হইয়াছে, ইহাতে রাজা অগত্যা সম্মত হইলেন, এবং কিয়দ্দিনানন্তর কষ্টীল রাজ্যেশ্বরের এক পরমসুন্দরী দুহিতা বিবাহ করিলেন।

এই নবোঢা রাজ্ঞী প্রথমাবস্থায় রাজার এমত প্রণয়ভাগিনী

হইলেন যে তাহাতে তিনি মৃতা স্ত্রীর সকল শোক বিস্মৃত হইলেন, এইরূপে বহুকাল গত হইল কিন্তু তথাপি তাঁহাদিগের সন্তান হইল না, পরে রাণী শ্রুত হইলেন যে রাজার প্রথমা স্ত্রীর গর্ব্ভজাত এক পরমসুন্দর পুত্র আছে তাহাকে নয়নগোচর না করিয়াও তিনি তৎপ্রেমাসক্তা হইলেন, এবং মনোভীষ্ট সিদ্ধি করণার্থ রাজকুমারকে কিপ্রকারে গৃহে আনয়ন করিবেন অহর্নিশি এই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এক দিবস নিশীথ সময়ে রাজা যৎকালীন রাণীর নিকট শয়ন করিয়া নানাপ্রকার গুপ্তভাব প্রকাশ করিতেছিলেন, এই অবসরে তিনি নৃপতিকে কহিলেন, মহারাজ! আমার এক প্রার্থনা আছে যদি আপনি স্বীকার করেন তবে ব্যক্ত করি, রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! আমার ক্ষমতাতীত না হইলে আমি অবশ্য করিব, অনন্তর মহিষী কহিলেন, হে স্বামিন্! আমার সন্তানসন্ততি কিছুই হইল না, অতএব আমার অভিলাষ এই যে আপনার এক পুত্র সপ্তজ্ঞানি শিক্ষকদিগের নিকট নিযুক্ত আছে, তাহাকে আনয়ন করিয়া আপন সন্তানসদৃশ প্রতিপালন করি, আর তাহাকে নয়নগোচর করিলে আমার সর্ব্বদুঃখ দূরে যাইবে ও তৎসম্বন্ধে মহারাজারও প্রণয় বৃদ্ধি হইবে।

ভূপতি যুবতীর প্রার্থনাতে আহ্লাদিত হইয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং কহিলেন, তুমি যে পরামর্শ দিলে আমার মনেও এইরূপ কল্পনা ছিল, আমি প্রায় ষষ্টদশ বৎসর পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করি নাই, অতএব হৃষ্টচিত্তে তোমার মানস পূর্ণ করিব। পরদিবস প্রভাত হইলে আগত পেন্টিকোষ্টনামক পর্ব্বদিবসোপলক্ষে রাজপুত্রকে আনয়নার্থ শিক্ষকদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন।

রাজ-আজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য কি না ইহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আচার্য্যগণ গ্রহনক্ষত্রাদি গণনা করেন।

বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া গ্রহনক্ষত্রাদি দর্শনার্থ প্রদোষকালে উদ্যান প্রবেশ করিলেন। এবং এক নক্ষত্র দেখিয়া স্থির করিলেন, যে নৃপনন্দনের রাজভবন গমনে মৃত্যুশঙ্কা আছে এবং তৎপরে এক ক্ষুদ্র নক্ষত্রদ্বারা নিশ্চয় করিলেন, যে ঐ নির্দ্ধারিত সময়ে রাজপুত্র সমভিব্যাহারে নৃপ সমীপে উপস্থিত না হইলে তাঁহাদিগের প্রাণদণ্ড হইবে।

যৎকালীন তাঁহারা এই উভয় সঙ্কটের উপরে বিষন্নমনে চিন্তা করিতেছিলেন, ইত্যবসরে রাজকুমার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগের বিমর্শের কারণ জিজ্ঞাসু হইলে তাঁহারা উত্তর করিলেন, "হে ভূপনন্দন! পেণ্টিকোষ্ট পর্ব্বদিবসে রাজা তোমাকে বাটী লইয়া যাওনার্থ আদেশ করিয়াছেন, তন্নিমিত্তে নক্ষত্রগণনা করিয়া দেখিলাম, যে যদি আমরা রাজাজ্ঞানুসারে তোমাকে উক্ত সময়ে উপস্থিত করি, তবে তোমার জীবন সংশয় হইবে, এবং আর এক নক্ষত্র দ্বারা স্থির করিলাম, যে রাজাজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইলে আমাদিগের প্রাণ নষ্ট হইবে," তৎশ্রবণে নৃপকুমার কহিলেন, আজ্ঞা করিলে আমি একবার আকাশমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া দেখি, পরে গ্রহনক্ষত্রাদির আকার প্রকার দেখিয়া কহিলেন, "আমি এক নক্ষত্র নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চয় করিলাম যদি আমি সপ্ত দিবস মৌনাবলম্বন করিয়া কথা না কহি, তবে আপনাদিগের এবং আমারও প্রাণ রক্ষা হইবে, আর আপনারা সপ্তাচার্য্য বাক্পটুতা এবং সদ্বক্তৃতা শক্তিতে অদ্বিতীয়, অতএব তদ্দ্বারা সপ্তদিবসের নিমিত্ত যে আমার

প্রাণ রক্ষা করিবেন ইহা বিচিত্র নহে, পরে অন্টম দিবসে আমি স্বয়ং বক্তৃতা করিয়া মহাশয়দিগের এবং আমার প্রাণ রক্ষা করিব।”

ইহা শুনিয়া শিক্ষকেরা বিশেষ বীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে তাঁহাদিগের শিষ্যের কথা যথার্থ বটে, অনন্তর তাহার অসামান্য বিদ্যা বুদ্ধিতে অশেষ প্রকার প্রশংসা করিয়া অভীন্ট সিদ্ধি নিমিত্ত পরমেশ্বরকে অসঙ্খ্য ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, ইহাতে আমরা যে কেবল ধন মান প্রাপ্ত হইব এমত নহে, প্রত্যুত রোম রাজ্যেরও সুখসমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইতে পারিবে।

অনন্তর আচার্য্যেরা* এক২ জন এক২ দিবসের নিমিত্ত নৃপনন্দনের জীবন রক্ষার্থে বাদানুবাদ এবং অদ্ভুত গল্প করিতে নিযুক্ত হইবার উপায় স্থির করিলেন।

রাজার মহাসমারোহে পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা।

ভূপতি রাজকুমারের আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র সর্ব্ব সভাস্থ সমস্ত অমাত্য সমভিব্যাহারে সমুচিত পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক অগ্রসর হইলেন, শিক্ষকেরা রাজাগমন শ্রুত হইয়া কুমারকে কহিলেন, আপনার অনুমতি হইলে আমরা গুপ্তবেশে নগর প্রবেশ করিয়া এবিষয়ের সদুপায়চেন্টা করি।

রাজপুত্র সম্মত হইয়া কহিলেন, এবিপদ পরমেশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে অতএব তাঁহার মনে যাহা আছে তাহা অবশ্য

* উক্ত আচার্য্যদিগের নাম পন্টিলাস, লেমটিউলস, ক্লেটনমান, মুইড্রেক, যেশিফস, ক্রিওফিস, এবং শোলন।

হইবে, অনন্তর শিক্ষকেরা বিদায় লইয়া গুপ্ত পথাবলম্বনে রাজধানী প্রবেশ করিলেন, রাজপুত্র অন্যান্য সহচর সংহতি রাজসভায় গমন করিতে লাগিলেন, পরে নগরের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন যে মহীপাল সকল সভাসদ সমভিব্যাহারে আগমন করিতেছেন, তদ্দৃষ্টে সম্মুখীন হইয়া যথা বিধি নিয়মানুসারে পিতার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন, কিন্তু কোন বাক্য প্রয়োগ করিলেন না ইহাতে রাজা তনয়কে লজ্জিত বোধে আহ্লাদপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া আপন যানের দক্ষিণপার্শ্বে বসিতে আদেশ করিলেন।

অনন্তর ধরণীধর পুত্রের বিদ্যা বুদ্ধি পরীক্ষার্থ আত্মশ্লাঘাপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "দেখ আমি এমত জনপদের অধিপতি হইয়াছি যে এই সকল নৃপতিরাও আমার আজ্ঞাবহ হইয়া কালযাপন করিতেছে"। কিন্তু রাজকুমার গ্রহবৈগুণ্য স্মরণ করিয়া কিছুই উত্তর করিলেন না, ইহাতে রাজা এবং সভাজন সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, তাঁহাদিগের অন্তরে এই আশা ছিল যে রাজপুত্র অদ্বিতীয় বিদ্বান হইয়াছেন অতএব অচিরে ইহার সমুচিত উত্তর দিবেন।

রাণী রাজপুত্রের আগমন বার্ত্তা শ্রবণমাত্র অমূল্য অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া সহচরীবর্গ সংহতি রাজসভায় আগমন করিলেন, এবং নৃপতনয়ের নিকট উপবিষ্টা হইয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! আপনি যে পুত্রকে সপ্তাচার্য্যের নিকট বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত করিয়াছিলেন সে কি এই তনয়"? রাজা কহিলেন প্রেয়সি! সে এই সন্তান বটে, কিন্তু ইহাকে নিরুত্তর দেখিয়া অত্যন্ত সাশ্চর্য্য হইলাম।

এই কথা শ্রবণ করিয়া মহিষী কহিলেন, "মহারাজ! বোধ

হয় এই মৌনাবলম্বনের কোন আশ্চর্য্য কারণ থাকিবে, অতএব আপনি অনুমতি প্রদান করিলে আমি রাজপুত্রকে এক বিজন গৃহে লইয়া ইহার বিশেষ বিবরণ জিজ্ঞাসা করি, ভূপতি তাঁহার অসম্ভাবিত প্রণয়ের প্রতি কোন সন্দেহ না করিয়া রাজপুত্রকে রাণীর গৃহে যাইতে আজ্ঞা করিলেন।

রাণী রাজপুত্রকে প্রেমজালে বদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু নৃপকুমার অসম্মত হইলে মহিষী তাহাকে মিথ্যা অপবাদের দোষী করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠেন।

মদন-উন্মাদিনী নৃপপত্নী গৃহে প্রবেশমাত্র দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাজকুমারের হস্ত ধারণপূর্ব্বক আপন পর্য্যঙ্কে বসাইলেন, এবং রাজপুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমার রূপ গুণ শ্রবণ করিয়া তব আনয়নার্থ অধিপতিকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমাকে নয়ন গোচর করিয়া নয়নদ্বয় সার্থক করিলাম আমি তোমার আসার আশাতেই এ জীবন রাখিয়াছি, অতএব আইস, উভয়ে শয়ন করিয়া যৌবনকাল চরিতার্থ করি।

রাণী এইরূপ নানা প্রকার প্রণয় বাক্যে নৃপনন্দনের মন আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সৌজন্যতার অন্যথা হইল না, অধিকন্তু তিনি এক বাক্যও প্রয়োগ করিলেন না, তৎপরে রাণী কহিলেন, হে নৃপতনয়! তুমি আমার জীবন সর্ব্বস্ব, যদিও তুমি মৌনাবলম্বন প্রতিজ্ঞা করিয়াছ আমার সহিত একবার কথা কহিলে কি হানি আছে অতএব সকল আশঙ্কা ত্যাগ করিয়া তোমার মৌনের বিবরণ প্রকাশ করিয়া কহ, এমত নিষ্ঠুর হওয়া উচিত নহে, তুমি যুবা পুরুষ এবং আমিও পূর্ণযৌবনা-

নারী, আর তুমি সুন্দর এবং মম সদৃশ অনুপমা সুন্দরী এই রোমরাজ্যে নাই অতএব একবার বদন উত্তোলন করিয়া এদাসীর প্রতি দৃষ্টি কর।

ইহা কহিয়া স্মরশরে অধীরা হইয়া রাজপুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং কহিলেন যদি অধিনীর প্রতি প্রতিকূল হইয়া কথা না কহ তবে নিতান্ত প্রাণ ত্যাগ করিব, দেখ আমি তোমার পদতলে প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া পতিতা আছি, এদশা দেখিয়া লৌহ প্রস্তরও আর্দ্র হয়, আমার এতদিবস জ্ঞান ছিল যে আমি নিতান্ত নিষ্ঠুরের মনও নম্র করিতে পারি, কিন্তু এইক্ষণে তোমার নিকট হেয় হইলাম।

অনন্তর নৃপনন্দন নিরুত্তর থাকিলে মহিষী মসাধার লেখনী ও কাগজ আনয়ন করিয়া কহিল, "নাথ! যদি তুমি বাক্যে ব্যক্ত করিতে লজ্জিত হও তবে লিপি দ্বারা মনের মানস প্রকাশ কর," ইহাতে রাজপুত্র লেখনী গ্রহণ করিয়া নিম্ন লিখিত লিপি লিখিলেন।

"হে রাজ্ঞি! আমি পিতৃপাত্র অপবিত্র করিতে পারি না, যাহাতে পরমেশ্বরের নিকট নিতান্ত অপরাধী এবং জনকের কোপানলে পতিত হইব, অতএব তোমাকে বিনতি করিতেছি তুমি এই দুষ্টাচার হইতে বিরতা হও"।

রাণী এই লিপি পাঠ করিয়া ক্রোধপূর্ব্বক দন্তদ্বারা খণ্ড২ করিলেন, এবং আপন পরিচ্ছদ বসন ভূষণ খণ্ড২ করিয়া নখাঘাত দ্বারা নিজমুখে রক্তপাত করিলেন, তৎপরে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া কহিলেন, "হে রাজন্! আমাকে রক্ষা কর, তোমার এই দুরাচার কৃতঘ্ন পুত্র আমার স্ত্রীধর্ম্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে।"

রাণী রাজপুত্রকে এই ব্যভিচার অপবাদের দোষী করিলে রাজা তাহাকে বধ করিতে আজ্ঞা দেন, এবং রাজসভার মুখ্য মন্ত্রিগণের পরামর্শে নিবৃত্ত হয়েন।

মহীপাল সভাহইতে মহিষীর ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাহার তথ্যানুসন্ধানহেতু সঙ্গিগণসংহতি শীঘ্র গৃহিণীর গৃহে গমন করিলেন, প্রবেশমাত্র রাণী উচ্চৈঃস্বরে রোদনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে স্বামিন্! মম প্রতি সানুকূল হইয়া বিচার করুন, আপনার লম্পটাধম পুত্রের ব্যবহার এবং বিদ্যার ফল দেখুন, আপনি যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহার কিছুই উত্তর করিতে পারিল না, আর আমার সহিত এই অকথ্য কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে উপক্রম করিয়াছিল, অনন্তর আমি অসম্মতা হইলে আমাকে বিবশা করিয়া মুখে দন্তাঘাত দ্বারা শোণিত নির্গত করিয়াছে, আপনি আর কিঞ্চিৎকাল বিলম্ব করিলে আমার স্ত্রীধর্ম্ম সতীত্ব নষ্ট করিয়া অভিপ্রেত আশা পূর্ণ করিত।

রাজা এই কথা শ্রবণমাত্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হুতাশন সদৃশ ভীষণ হইয়া সিংহাসনে আরোহণপূর্ব্বক পুত্রকে বধ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন, এবং এমত কহিয়া দিলেন যেন তিন ঘটিকার মধ্যে তাহাকে নিষ্ঠুরতা এবং লজ্জিতরূপে বধ করে।

অমাত্য এবং সভাসদগণ রাজার এই দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! অবিচারে প্রাণ দণ্ড করা উচিত নহে তাহা হইলে সকলে কহিবে রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া নিজ নিরাপরাধি পুত্রকে বধ করিলেন। রাজা মন্ত্রিগণের বাক্যে নিবৃত্ত হইয়া বিচারপূর্ব্বক আজ্ঞা দেওনার্থ তৎকালে রাজকুমারকে কারারুদ্ধ রাখিতে আদেশ করিলেন।

নৃপনন্দন নিধন না হইলে রাণী হরিষে বিষাদিতা হইয়া এক ঔষধি বৃক্ষের গল্প দ্বারা পুনর্ব্বার রাজাকে পুত্র বধে প্রবৃত্ত করেন।

রাজকুমারের জীবিত বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহিষী ম্লান বদনে আপন গৃহে শয়ন করিয়া রহিলেন, রজনী উপস্থিতা হইলে রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশিবামাত্র রাজ্ঞীকে বিমর্শী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়ে! অদ্য কি নিমিত্তে তোমাকে এমত বিসন্নমনা দেখিতেছি, রাণী উত্তর করিলেন, মহারাজ! রাজপুত্র আমাকে অপমানিতা করিলে আপনি তাহাকে বিনাশ করিতে আজ্ঞা করিলেন, কিন্তু সে এপর্য্যন্ত আমার অপমান এবং অধর্ম্মের মূল কারণ হইয়া জীবিত রহিয়াছে. নৃপতি কহিলেন, রাজ্ঞি! ধৈর্য্য হও কল্য প্রাতে নিশ্চয় তাহাকে নিধন করিব।

রাণী কহিল, আপনি তাহাকে নিধন না করিলে এই রোমনগরনিবাসি কোন ব্যক্তির এক অসামান্য গুণবিশিষ্ট বৃক্ষ নষ্ট হওয়াতে যে রূপ দুর্দ্দশাঘটনা হইয়াছিল, আমাদিগেরও তদ্রূপ ঘটিবে। রাজা এই শাখির বিস্তারিত গুণ শ্রবণে ব্যগ্র হইলে, রাণী কহিতে আরম্ভ করিলেন।

ইতিহাস।

রোম নগরবাসি এক সাধুর উদ্যানে এক মনোহর বৃক্ষ ছিল, তাহার প্রতিবৎসরে আশ্চর্য্য ফল হইত, ঐ ফলের ফল এই যে তাহা ভক্ষণ মাত্রে নর অজর হয়।

সাধু এই বৃক্ষমূলহইতে এক অঙ্কুরের অঙ্কুর দেখিয়া পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন, এবং মনেং আশা করিলেন, যে কালক্রমে বৃদ্ধবৃক্ষের সদৃশ উপকার প্রাপ্ত হইব।

এই অঙ্কুর প্রথমতঃ উত্তমরূপে বৃদ্ধি হইতে লাগিল, পরে পুরাতন শাখিশাখার বাহুল্যপ্রযুক্ত দিনকর কর আচ্ছাদন হইলে নূতন অঙ্কুরের তেজোহ্রাস হইতে লাগিল, সাধু, নববৃক্ষের ঈদৃশী দশা দেখিয়া উদ্যান রক্ষককে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, মহাশয় বৃদ্ধবৃক্ষের বিটপ দ্বারা সূর্য্যের কিরণ এবং বায়ুর গতি রোধ হইয়াছে, তদ্ধেতু ইহার বৃদ্ধি হইতেছে না, ইহা শুনিয়া তিনি ঐ বৃক্ষের বিটপ শাখা চ্ছেদনে আদেশ করিলে মালী তাহাই করিল।

কতিপয় দিবসানন্তর সাধু উদ্যানে আসিয়া দেখিলেন, যে বৃক্ষ পূর্ব্বের ন্যায় রহিয়াছে, তদ্দৃষ্টে মালিকে কহিলেন, এইক্ষণে কি নিমিত্ত ইহার বৃদ্ধি হইতেছে না? সে কহিল প্রভো! বোধ হয় বৃদ্ধমহীরুহের উচ্চতাপ্রযুক্ত রৌদ্রের এবং জলের ব্যাঘাত হইয়াছে, ইহাতে তাহার প্রভু কহিল, এই বৃক্ষকে সমূলে নির্ম্মূল কর তাহা হইলে এই অঙ্কুর পুরাতন অপেক্ষাও উত্তম হইবে, উদ্যানপালক স্বামির আদেশানুসারে মূলচ্ছেদন করিলে ঐ অঙ্কুর তাহার রস না পাইয়া এককালে শুষ্ক হইয়া গেল, এইরূপে অমূল্য বৃক্ষ নষ্ট হইলে, দুঃখি দরিদ্র লোক সকলেই তাহাকে অভিশাপ করিতে লাগিল, কারণ তাহাদের অর্থব্যয়ের সামর্থ্য না থাকাতে তাহারা কেবল এই ফল ভক্ষণ করিয়া আরোগ্য হইত, রাণী এই উপাখ্যান সমাপ্ত করিয়া তাৎপর্য্যরূপে পশ্চাল্লিখিত কতিপয় পঙ্ক্তি আরম্ভ করিলেন।

তাৎপর্য্য।

"মহারাজ! আপনি এই বৃক্ষসদৃশ হইয়াছেন, এবং আপনার সুবিচার ও বদান্যতা দ্বারা দুঃখি দরিদ্র অন্ধ ইত্যাদি সকলেই

সুখী হইয়াছে, আর দুর্বৃত্ত রাজপুত্র এই বৃক্ষের অঙ্কুরস্বরূপ হইয়া আপনার ক্ষমতারূপ শাখা ছেদন করিয়া সাধারণ জনগণের প্রিয়ভাজন হইতে সচেষ্টিত হইয়াছে অবশেষে মহারাজার জীবন নাশ করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইবে, তাহাতে দীন দরিদ্রাদি সর্ব্ব সাধারণেই নৃপকুমার রক্ষাহেতু দুর্নাম করিবে, তন্নিমিত্তে আমার পরামর্শ এই, যে আপনার প্রতাপ থাকিতেং আপনি নন্দনকে নষ্ট করুন, নচেৎ আপনাকে উক্তরূপে দীনদরিদ্র জনগণের অভিশাপগ্রস্ত হইতে হইবে, ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার সদুপদেশে আমার জ্ঞান জন্মিল, অতএব কল্য প্রাতে আমি পুত্রকে অবশ্য বিনষ্ট করিব।

পরদিবস মহীপাল সন্তানের বধার্থ সেনাপতিদিগকে অনুমতি প্রদান করিলেন, এবং রাজপুত্রের মৃত্যু সমাচার ঘোষণার্থ ডিমডিম প্রচার করিলেন।

পণ্টিলাসনামা প্রথম শিক্ষক এক কুক্কুরের ইতিহাস বলিয়া রাজকুমারের প্রাণ রক্ষা করেন (ঐ কুক্কুর তাহার প্রভুর সন্তানকে সর্পগ্রস্ত হইতে রক্ষা করে, এবং এক স্ত্রীর মিথ্যা অপবাদদ্বারা তৎ প্রভুকর্ত্তৃক নিহত হয়)

পরদিবস দিনকর কর প্রকাশ না হইতে সেনাপতিরা নৃপাদেশানুসারে নৃপতনয়ের বধার্থ সকল প্রয়োজনীয় বস্তুর আয়োজন করিল, ইহা দেখিয়া প্রথমাচার্য্য পণ্টিলাস সেনাপতিদিগকে কিয়ৎকাল নিমিত্ত স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিয়া রাজপুত্রের রক্ষার্থ মহীপালসমীপে উপস্থিত হইয়া নৃপনন্দনের নির্দোষ প্রতীতি করণার্থ বক্তৃতা করিতে ইচ্ছা করিলেন।

মহীপাল ক্রোধপূর্ব্বক কহিলেন, এতদিন সন্তানকে সুশিক্ষার্থ যে তোমাদিগকে অর্পণ করিয়াছিলাম তাহার প্রতিফল এই যে সে মাতৃহরণে প্রবৃত্ত হইল, অতএব অগ্রে তনয়কে তপনতনয় গৃহে পাঠাইয়া তোমাদের বিহিত দণ্ড প্রদান করিব।

পন্টিলাস কহিলেন, মহারাজ! বিচার না করিয়া আশু কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বিচক্ষণব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে, তাহা হইলে পশ্চাৎ পরিতাপ করিতে হয়, রাজপুত্রের যে এমত কুমতি হইবে ইহা আমার কদাচ বিশ্বাস হইতেছে না, অতএব আমি মহাশয়কে বিনতি করিতেছি, মহাশয় স্ত্রৈণ স্বভাববশতঃ রাজপুত্রকে বিনষ্ট করিবেন না, তাহা হইলে, এক যোদ্ধকুলীনাধিক-দুর্দশাগ্রস্থ হইবেন, যিনি আপনার ভার্য্যার বাক্যানুসারে মহোপকারি পুত্র রক্ষক কুক্কুরের প্রাণ নাশ করিয়াছিলেন।

ভূপতি এই ইতিহাস শ্রবণাকাঙ্ক্ষী হইলে পন্টিলাস কহিলেন, "হে রাজন্! যদি অদ্যকার নিমিত্তে নৃপতনয়ের প্রাণ রক্ষা করেন, তবে আমি এই উপাখ্যান আরম্ভ করি," রাজা সম্মত হইলে এই ইতিহাস কহিতে লাগিলেন।

ইতিহাস।

রোমনগরবাসি এক যোদ্ধকুলীনের সন্তানরক্ষক এক উত্তম কুক্কুর ছিল, তিনি তাহাকে আশ্চর্য্য গুণপ্রযুক্ত অত্যন্ত প্রশংসা এবং প্রাণাধিক স্নেহ করিতেন।

এক দিবস তথায় অস্ত্রক্রীড়া আরম্ভ হইলে সাধু তদ্দর্শনে গমন করিয়াছিলেন, অনতিবিলম্বে তাঁহার গৃহিণী ও সহচরীবর্গ সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিলেন, এবং ধাত্রীও কৌতুকাবিষ্ট

হইয়া সন্তানকে হিন্দোলোপরি শয়ন করাইয়া গুপ্তভাবে তাহা দেখিতে গেলেন।

মহাজনের বাটী অপরিস্কার থাকাতে ঐ গৃহগর্ত্তহইতে এক অজগর সর্প বিহর্গত হইয়া পুত্রকে দংশন করিতে গমন করিতেছিল, তদ্দৃষ্টে কুক্কুর শিশুর প্রাণরক্ষার্থ বিষধরকে আক্রমণ করিল, ইহাতে এমত সংগ্রাম উপস্থিত হইল যে তাহার বেগে শিশুসহিত দোলা অধঃপতিতা হইল, কিন্তু সন্তান বস্ত্রাবৃত থাকাতে কোন আঘাত পাইল না, পরে সর্পের দংশনজ্বালায় অত্যন্ত ক্রোধিত হইয়া তাহাকে খণ্ড২ করিল, এবংশোণিতাভিষিক্ত হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিল।

অস্ত্রক্রীড়া ভঙ্গ হইলে ধাত্রী গৃহপ্রবিষ্টমাত্র হিন্দোলক বিকৃত এবং কুক্কুরকে রক্তাবৃত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনপূর্ব্বক তাহার ঠাকুরাণীকে কহিল, যে কুমারকে কুক্কুরে নষ্ট করিয়াছে, এই কথা শ্রবণমাত্র গৃহিণী এবং তৎসহচরীগণ হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাহারও দোলা অনুসন্ধান করিতে বুদ্ধি হইল না।

গৃহস্বামী গৃহে উপস্থিত হইলে তাহার পত্নী ধাত্রীপ্রমুখাৎ যাহা শ্রবণ করিয়াছিল তাহাই অবিকল তাঁহাকে কহিলেন, তিনি সেই বজ্রসদৃশ বাক্য শ্রবণে ক্রোধে পরিপূর্ণ এবং বিষাদপ্রবাহে নিমগ্ন হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, কুক্কুর পূর্ব্ববৎ আহ্লাদে লম্ফ প্রদান করত প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে শোণিতলিপ্ত দেখিয়া নিশ্চয় দোষিবোধে তৎকণ্ঠদেশে এক করাল করবাল আঘাতপূর্ব্বক তাহার প্রাণ নাশ করিলেন, অনন্তর হিন্দোল নিকটবর্ত্তী হইয়া উত্তোলন করিয়া দেখিলেন, যে কুমার জীবিত রহিয়াছে, এবং মৃত সর্প দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, যে

সন্তানের প্রাণরক্ষার্থ কুক্কুর ইহার প্রাণ সংহার করিয়াছে, ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপস্বরে কহিতে লাগিলেন, "হায় জীবনাধিক প্রিয় কুক্কুর! তোমার জীবন হিংসা করিয়া কি আমি এই মহোপকারের প্রত্যুপকার করিলাম ইত্যাদি বহুবিধ বিলাপ করিয়া তরবারি পরিত্যাগপূর্ব্বক সংসারাশ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া পুণ্য তীর্থে কালযাপন করিতে লাগিলেন," দেখ সাধু স্ত্রীর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া এই দুরবস্থাগ্রস্ত হইলেন।

তাৎপর্য্য।

এই উপস্থিত উপাখ্যান সমাপ্ত করিয়া পন্টিলাস কহিলেন, মহারাজ! মহিষীবাক্যে বিশ্বাস করিয়া প্রাণাধিক পুত্রের প্রাণ নাশ করিলে যোদ্ধৃকুলীন অপেক্ষাও আপনি দুরদৃষ্টভাগী হইবেন, তন্নিমিত্তে এ অধীনের বাক্য অবহেলন না করিয়া ইহার তথ্যানুসন্ধান করা আপনকার কর্ত্তব্য, দেখুন, ঐ ব্যক্তি বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিলে ভার্য্যার কথায় কদাচ কুক্কুরকে নিধন করিতেন না, রাজা সুবিজ্ঞ আচার্য্যের আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া পুত্রকে বধ করিতে নিষেধ করিলেন, এইরূপে নৃপনন্দনের প্রথম দিবসে প্রাণ রক্ষা হইল।

রাণী এক রম্য বরাহ এবং রাখালের গল্প করিয়া পৃথিবী পতিকে পুনর্ব্বার অপত্যবধে উৎসাহ প্রদান করেন।

মহিষী রাজকুমারের প্রাণ রক্ষা পাওয়া শ্রুতমাত্র অশ্রুমুখী হইয়া সম্রাট সম্মুখীন হইলেন, এবং কহিলেন, "মহারাজ! বোধ হয় আপনি এ অধিনীর প্রতি প্রতিকূল হইয়াছেন, নচেৎ রাজপুত্রকে দণ্ডাজ্ঞা দিয়াও রক্ষা করিতেন না, যাহা হউক, আশু

ইহার প্রতিফল পাইবেন, যেমত এক রম্য শূকর রাখালের প্রবঞ্চনাদ্বারা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তদ্রূপ শিক্ষকেরদের ধুর্ত্ততাও চাতুরীদ্বারা আপনারও সর্ব্বনাশ হইবে।

রাজা এই ইতিহাস শ্রবণে ব্যগ্রচিত্ত হইলে মহিষী কহিল, আমি মহারাজাকে পূর্ব্বে যে এক উদাহরণ দর্শাইয়াছি, তাহা যদিও বিফল হইয়াছে, তথাপি আপনার অনুরোধপ্রযুক্ত এই গল্প আরম্ভ করি, শ্রবণ করুন।

ইতিহাস।

আড়েনিস্ দেশের নিবিড় বন প্রদেশে এক ভয়ঙ্কর বরাহ বাস করিত, তাহার অত্যন্ত অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব হইলে তত্রস্থ রাজা রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিলেন যে, যে এই বরাহকে বধ করিতে সক্ষম হইবে তাহার সহিত নিজ দুহিতার পরিণয় দিব, এবং আমার লোকান্তরে সে রাজ্যেশ্বর হইবে।

রাজা এই অসাধারণ পারিতোষিক প্রদানে স্বীকৃত হইলেও কেহ এই দুঃসহ কার্য্যে সাহস করিতে পারিল না, এইরূপে বহুকাল গত হইলে পরিশেষে এক মেষপাল মনেং বিবেচনা করিল, যদি বরাহহস্তে মৃত্যু হয় তবে এই সংসার যন্ত্রণা-হইতে পরিত্রাণ পাইব, আর যদি অভীষ্টসিদ্ধি হয় তবে অসংখ্য ধনাধিপতি হইব।

মনেং এই সঙ্কল্প করিয়া যষ্ঠীগ্রহণপূর্ব্বক ঐ গহনবিপিন গমন করিতে লাগিল, বনপ্রবেশমাত্র শূকরের দৃষ্টিগোচর হইলে সে তাহার প্রতি ধাবমান হইল, মেষপালক প্রাণভয়ে ভীত হইয়া এক ভূরুহে আরোহণ করিল, ইহাতে বরাহ নিতান্ত হতাশ হইয়া ক্রোধপ্রযুক্ত দন্তদ্বারা বৃক্ষমূলোৎপাটন করিতে লাগিল, তদ্দৃষ্টে বৃক্ষপতন সম্ভাবনায় বনের মেষরক্ষক উভয়

সঙ্কটাপন্ন হইল, কিন্তু তাহার সৌভাগ্যবশতঃ ঐ বিটপী ফলে পরিপূর্ণ ছিল, সে ঐ সকল ফল সঙ্কলন করিয়া ভূতলে নিঃক্ষেপ করিতে লাগিল, এবং বরাহ ক্ষুধাপ্রযুক্ত তৎ সমুদায় ভক্ষণ দ্বারা উদর পুর্ত্তি করিয়া শাখাতলে শয়ন করিয়া রহিল।

এই অবসরে ধূর্ত্ত মেষপাল অল্পেঃ বৃক্ষহইতে অবতরণ করিল, এবং এক হস্তে বৃক্ষ ধারণ করিয়া অপর হস্তদ্বারা শূকরের গাত্রে হস্ত বুলাইতে লাগিল. বরাহ ইহাতে স্বাস্থ্য পাইয়া নিদ্রিত হইলে মেষপালক স্বীয় ইষ্টসিদ্ধি করণার্থ এক ছুরিকা বাহির করিয়া তাহার কণ্ঠচ্ছেদ করিল, পরে তন্মস্তক লইয়া নরেশ্বরকে প্রদান করিলে তিনি স্বীয় অঙ্গীকারানুসারে নিজদুহিতার সহিত তাহার পরিণয় প্রদান করিলেন, এবং রাজার মরণানন্তর সেই মেষপাল রাজ্যেশ্বর হইল।

তাৎপর্য্য।

ইহা কহিয়া রাণী কহিলেন, "মহারাজ! আপনি ঐ বরাহস্বরূপ হইয়াছেন, মহাশয়ের দোর্দণ্ড প্রতাপে কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষে প্রতিকুলাচরণ করিতে পারে না, আর আপনার দুরাত্মা অঙ্গজ মেষপালক সদৃশ হইয়া মহারাজের কুল, মান সম্ভ্রম নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে, রাখাল যেরূপে শূকরের অঙ্গে হস্ত বুলাইয়া নিদ্রিত করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করিয়াছিল, তদ্রূপ আচার্য্যেরা তোষামোদ এবং মনোহর ইতিহাসদ্বারা মনঃ হরণ করিয়া রাজপুত্রকে রাজাকরণার্থ মহারাজের প্রাণ হরণ করিবে, রাজা উত্তর করিলেন, প্রিয়ে! তুমি যাহা কহিলে তাহা বিচিত্র নহে, এ আসন্ন বিপদহইতে উদ্ধারহেতু কল্যই সুতকে বরিস্থতালয়ে প্রেরণ করাইব, ইহা শুনিয়া মহিষী প্রফুল্লবদনে স্বসদনে গমন করিলেন।

এক স্ত্রী তাহার নিরপরাধি স্বামিকে পিলোরিদণ্ডে দণ্ডিত করাইয়াছিল, এই ইতিহাসদ্বারা দ্বিতীয় শিক্ষক লেন্টিউলস্ রাজপুত্রের জীবন রক্ষা করেন।

লেন্টিউলসনামা দ্বিতীয় আচার্য্য নৃপনন্দনের নিধনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র শীঘ্র রাজচক্রবর্ত্তির সম্মুখবর্ত্তী হইয়া আবেদন করিল, " হে রাজন্ ! পত্নীর পরামর্শানুসারে প্রাণাধিক পুত্রের প্রাণ নষ্ট করিলে এক সাধুসদৃশ দুরদৃষ্টভাগী হইবেন, ঐ সাধু তাহার ভার্য্যার প্রবঞ্চনাদ্বারা পিলোরি দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ভূপতি এই উপাখ্যান শ্রবণে পিপাসু হইলে লেন্টিউলস্ কহিল, "মহারাজ ! নৃপতনয়ের দণ্ডাজ্ঞা স্থকিত রাখিলে আমি এই গল্প করিতে প্রবৃত্ত হই, অনন্তর রাজা সম্মত হইলে এই ইতিহাস আরম্ভ করিলেন।

ইতিহাস।

প্রসিদ্ধ মেন্টুয়ানগরবাসি কোন মহাজনের এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী পূর্ণযৌবনা ভার্য্যা ছিল, তিনি তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, কিন্তু তাঁহার বার্দ্ধক্য দশাপ্রযুক্ত তিনি উক্ত কামিনীর দুশ্চার্য্যা হইবার আশঙ্কায় নিরন্তর তাহাকে অন্তঃপুরে বদ্ধ করিয়া রাখিতেন, এবং যামিনীযোগে স্বহস্তে চাবী বদ্ধ করিয়া তাহা আপন মস্তকনিম্নে রাখিতেন, কিন্তু এমত পূর্ণ সাবধান হইয়াও তিনি পত্নীকে এই দুশ্চরিত্রতাহইতে রক্ষা করিতে পারিলেন না। মহাজন নিদ্রিত হইলে ঐ দুষ্টা স্ত্রী তাঁহার মস্তকের নিম্নহইতে চাবী লইয়া দ্বারমোচনপূর্ব্বক উপপতির নিকট গমনাগমন করিতেন, এবং প্রত্যাগমনকালীন পূর্ব্ববৎ বদ্ধ করিয়া নিঃশব্দে স্বামির নিকট শয়ন করিয়া থাকিতেন।

এইরূপ গোপনভাবে কিয়দ্দিবস গত হইলে এক দিবস নিশীথ সময়ে সে জার নিকট গমন করিলে সাধু নিদ্রাচ্যুত হইয়া দেখিলেন, যে প্রিয়া নিকটে নাই, ইহাতে সন্দেহপ্রযুক্ত চাবী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাও পাইলেন না, পরে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দেখিলেন, যে চাবী দ্বারে লগ্ন রহিয়াছে, তদ্দৃষ্টে দ্বারে খিল দিয়া প্রেয়সীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঐ নগরের নিয়ম এই ছিল, যে নির্দ্ধারিত রজনীর ঘণ্টাধ্বনি পরে নগরপালগণ কোন স্ত্রী কিম্বা পুরুষকে রাজপথে দেখিলে তাহাকে তৎকালীন কারারুদ্ধ রাখিয়া পরদিবস পিলোরি দণ্ড প্রদান করিত।

কিয়ৎকাল পরে তাহার স্ত্রী উপপতির নিকটহইতে আগমন করিল, এবং দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল, মহাজন গবাক্ষহইতে পত্নীকে নিরীক্ষণ করিয়া এইরূপে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।

ও রে দুষ্টা নারি! তুমি আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া প্রত্যহ এই-রূপ জারনিকটে গমন কর, অতএব যেপর্য্যন্ত ঘণ্টাধ্বনি না হয় তদবধি তুমি ঐ স্থানে দণ্ডায়মানা থাক, পরে প্রহরিকর্ত্তৃক ধৃত হইলে তোমার যেমত কর্ম্ম তদুপযুক্ত প্রতিফল হইবে।

ইহা শুনিয়া তাহার স্ত্রী কহিতে লাগিল, হে স্বামিন্! আমি নির-পরাধিনী, এবিধায় আমাকে কলঙ্কিনী করিয়া এরূপ দণ্ড করি-বেন না, আমি যেরূপ পতিব্রতা তাহা পরমেশ্বরই জানেন। জননী বিষম বিকারে স্বীয় মরণ নিশ্চয় করিয়া আমাকে দেখিবার জন্য এক দূত পাঠাইয়াছিলেন, অতএব আপনাকে নিদ্রাভঙ্গ না করিয়া অল্পেং উঠিলাম, এবং চাবী লইয়া দ্বার মুক্ত করত মাতার নিকট গমন করিয়াছিলাম, আর তাঁহার

এমত প্রবল পীড়া দেখিলাম বোধ হয় অদ্য রাত্রিতেই তাঁহার মৃত্যু হইবে, কিন্তু তোমাকে না দেখিয়া আমি ক্ষণমাত্র জীবন ধারণ করিতে পারি না, সুতরাং তাঁহার চরমদশা দেখিয়াও আমাকে আসিতে হইল, আমি তোমার নিতান্ত অনুগতা এতজ্জন্য আমাকে অপমানভাগিনী না করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে দিউন, কিন্তু মহাজন তাহার প্ররোচক বাক্যে বিশ্বাস না করিয়া কোন ক্রমেই বাটীতে প্রবেশ করিতে দিলেন না, পরে সে হতাশা হইয়া কহিল, দেখ প্রহরিকর্ত্তৃক ধৃত হইলে আমিই যে কেবল অপযশঃ ও অপমানভাগিনী হইব এমত নহে, তোমার এবং তব জ্ঞাতিবর্গেরও কুলে কলঙ্ক হইবে, ইত্যাদিরূপ বহুবিধ বিনতিদ্বারা পতির মনঃ আয়ত্ত করিতে অক্ষম হইয়া পরিশেষে এক যুক্তি স্থির করিলেন, এবং পশ্চাল্লিখিত কৌশলদ্বারা কৃতকার্য্য হইলেন।

"হে নাথ! আপনি আমাকে গৃহে প্রবেশ হইতে দিলেন না, অতএব আমি এই অসত্য কলঙ্ক কল্লোলনী উদ্ধারহেতু এই কূপমগ্না হইয়া প্রাণ ত্যাগ করি"।

কিন্তু বৃদ্ধ ভার্য্যার এই দুরাচরণ পরিত্যাগ করাইবার নিমিত্ত আর কিঞ্চিৎকাল রাখিয়া যথোচিত তিরস্কারপূর্ব্বক গৃহে আসিতে দিবেন তদ্ধেতু অপেক্ষা করিয়া রহিলেন, এই সময় নিশানাথ অস্তাচলচূড়াবলম্বন করিবাতে গগনমণ্ডল তিমিরাবৃত হইল, তদ্দৃষ্টে দুষ্টা পরম আহ্লাদপ্রাপ্তা হইয়া ইষ্টসিদ্ধি করণার্থ কূপের নিকটবর্ত্তিনী হইল, এবং বিলাপ স্বরে এইরূপ খেদ করিতে লাগিল।

হে পরমেশ্বর! আমি এই পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিলন করিতেছি এইক্ষণে আমার প্রার্থনা এই, যে প্রিয় স্বামির যেন

কোন অমঙ্গল হয় না, ইহা বলিয়া তন্নিকটস্থ একশিলা উত্তোলন-পূর্ব্বক ঐ কূপে নিঃক্ষেপ করিলেন, তৎপরে আপনি দ্বার পার্শ্বে লুক্কায়িতা হইয়া রহিলেন।

ইহাতে তাহার অভিপ্রেত আশা সফলা হইল, সাধু প্রিয় পত্নীর মরণ নিশ্চয় করিয়া স্বাভাবিক স্নেহের প্রবলতাপ্রযুক্ত ক্রন্দন করিতে২ কূপের নিকট গমন করিলেন।

এইক্ষণে দুষ্টা ব্যভিচারিণী স্ত্রীর চরিত্র দেখুন সে এই ঘৃণীত দুরাচরণ পরিত্যাগ না করিয়া অধিকন্তু তাহার ধবকে লম্পট অপবাদদ্বারা পিলোরি দণ্ডে দণ্ডিত করিতে প্রবৃত্তা হইল, এই রূপে পতির প্রতি প্রতিহিংসা করিয়া লজ্জা কলঙ্ক ইত্যাদি দুর্নামহইতে বিমুক্তা হইল।

সাধু গৃহবহির্গত হইবামাত্র দুষ্টা গৃহ প্রবেশপূর্ব্বক দ্বার বদ্ধ করিয়া গবাক্ষহইতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, এদিগে মহাজন প্রিয়পত্নীর প্রাণ বিয়োগে যূথভ্রষ্ট হরিণসদৃশ ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া নানাবিধ বিলাপ করত কহিতে লাগিলেন, হায়! আমি কেন এমত ক্রোধান্ধ হইয়া প্রিয়াকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিলাম, তাহাতেই সে আত্মঘাতিনী হইল, তৎপত্নী তাহার ঈদৃশী দশা দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিল, পরে বহুবিধ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া কহিল, ও রে লম্পটাধম পুরুষ, তুমি প্রত্যহ যামিনীতে আমাকে এইরূপ একাকিনী রাখিয়া বেশ্যালয় গমনাগমন কর।

বৃদ্ধ সাধু ভার্য্যার কথা শুনিয়া জীবিত বোধে এমত অপার আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন যে এই বিষসদৃশ বাক্য তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল না, বরং কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার অদর্শনে আমার

প্রাণ বিয়োগ হইতেছে, অতএব বিনতি করিতেছি, দ্বার মোচন কর, নয়নগোচর করিয়া জীবন প্রাপ্ত হই।

কিন্তু তাঁহার অনুনয় বিফল হইল, তাঁহার স্ত্রী কহিল, যেপর্য্যন্ত প্রহরী না আইসে তাবৎ তুমি ঐ স্থানে দণ্ডায়মান থাক, নগরপাল উপস্থিত হইলে আমাকে যেরূপ ক্লেশ দিয়াছিলে তদুপযুক্ত প্রতিফল পাও, সাধু কহিল, প্রেয়সি! তব প্রেমানুরাগপ্রযুক্ত এই ঘোর রজনীতে রাজপথে রহিয়াছি, আমার ত্রিকাল গত হইয়াছে শেষ দশায় আমাকে আর এ লজ্জাপমানভাগী করিও না, দুর্বৃত্তা স্ত্রী কহিল, তুমি যেমত কর্ম্ম করিয়াছ পরমেশ্বর তাহার দণ্ড বিধান করিয়াছেন, অতএব এ বিষয়ে তোমার অনুতাপ করা উচিত নহে, সাধু উত্তর করিল, দেখ পরমকারুণিক জগদীশ্বর কেবল পূর্ব্বকৃত পাপ স্মরণদ্বারা মনুষ্যদিগকে মনোদুঃখ দেন, তদ্ব্যতীত তাঁহার আর দণ্ড নাই, অতএব তোমাকে কৃতাঞ্জলি করিতেছি আমাকে গৃহপ্রবিষ্ট হইতে দেও, সে কহিল এখন আর সুধাসিক্ত বাক্যদ্বারা আমার মনঃ আর্দ্র করিতে পারিবা না, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি কোন ক্রমেই তোমাকে পুরীপ্রবেশ হইতে দিব না, সাধু নানা প্রকার প্রবোধবাক্যে প্রিয়ার মনঃ আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন ইত্যবসরে প্রহরী সম্মুখীন হইয়া কহিল, তুমি কি নিমিত্ত এঘোর রজনীতে রাজবর্ত্মে দণ্ডায়মান থাক? তুমি নগরের নিয়মবহির্গতাচরণ করিলে তো প্রধান নগরবাসী বলিয়া এ দোষহইতে নিষ্কৃতি পাইবা না।

এই কথা শুনিয়া তাহার স্ত্রী পুরীরক্ষককে কহিল, দেখ এই দুর্বৃত্ত লম্পট আমাকে একলা রাখিয়া প্রত্যহ বারাঙ্গণাসঙ্গে রসরঙ্গে যামিনীযাপন করে, আমি উহার স্বভাব পরিবর্ত্তনের প্রত্যাশায় এতদিবসপর্য্যন্ত সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু দেখি-

লাম কোন ক্রমেই এই ব্যভিচারাচরণ পরিত্যাগ হইল না অত- এব এইক্ষণে ইহাকে বিহিত দণ্ডবিধান করিয়া পারদারিক সকল- কে সতর্ক কর। পরে প্রহরিরা তৎপত্নীর পরামর্শানুসারে উক্ত নিশাতে তাহাকে কারারুদ্ধ রাখিয়া পরদিবস প্রভাতে পিলোরিনামক শূল প্রদান করিল।

তাৎপর্য্য।

এই আখ্যায়িকা সমাধা করিয়া আচার্য্য কহিলেন, মহারাজ! মহিষীর মন্ত্রণানুসারে রাজপুত্রকে নষ্ট করিলে সাধুসদৃশ সঙ্কটা- পন্ন হইবেন।

রাজা স্ত্রীজাতিকে নিতান্ত অবিশ্বাসিনীবোধে ডাওক্লিসিয়ানের প্রাণদণ্ডে পরাঙমুখ হইলেন, ইহাতে শিক্ষক অসঙ্খ্য ধন্যবাদ পুরঃসর নির্দ্দিষ্ট আবাস গমন করিলেন।

এক পুত্র তাহার মাতাপিতাকে বধ করিয়াছিল এই উদাহরণ- দ্বারা রাণী ডাওক্লিসিয়ানের মস্তকচ্ছেদনার্থ মহীপালকে মন্ত্রণা দিয়া মতান্তর করেন।

রাজপুত্র নিধন না হইলে রাজ্ঞী ক্রন্দনপূর্ব্বক ভূপালকে কহিলেন, হে রাজন্! এতদিনাবধি আমার এই অভিমান ছিল, যে আমি তোমার প্রাণাধিক প্রিয়া, কিন্তু এইক্ষণে উক্ত গর্ব্ব খর্ব্ব হইল, আপনি আচার্য্যগণের অনর্থক গল্পে মনোনিবেশ করি- তেছেন, যেমত বায়ু সঞ্চারে ধ্বন্যাত্মক শব্দ ইতস্তত ভ্রমণ করে

তাদৃশ তাহাদের ইতিহাসদ্বারা আপনার অন্তঃকরণ অস্থির হইয়াছে মহারাজ এমত রাজার লক্ষণ কুত্রাপি দেখি নাই এবং কোন ইতিহাসেও শ্রবণ করি নাই, সে যাহা হউক, এইক্ষণে মহারাজার মঙ্গলার্থ আমি কায়মনোবাক্যে যত্নবতী হইয়াছি, কিন্তু অন্য সকলে আপনার সর্ব্বনাশ করিতে সচেষ্টিত হইয়াছে, অতএব যেমন ইজিপ্ট দেশের এক ব্যক্তি এবং তৎপত্নী পুত্রের পরামর্শানুবর্ত্তী হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন আপনারও তদ্রূপ ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছে, রাজা এই ইতিহাস শ্রবণে ব্যগ্রচিত্ত হইলে, রাণী আরম্ভ করিলেন।

ইতিহাস।

রোম নগরে এক শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন, তিনি দ্যূত ক্রীড়া এবং অপরিমিত ব্যয়দ্বারা অল্পকাল মধ্যেই দরিদ্রদশা প্রাপ্ত হইলেন, পরে পুত্রকে আহ্বান পুরঃসর জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস এমত কি উপায় আছে যে তদ্দ্বারা পূর্ব্ববৎ সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে, ঐ সন্তানেরও পিতার সদৃশ স্বভাব ছিল, সে কহিল, পিতঃ! আপনি যদি মম মতাবলম্বী হইয়া কর্ম্ম করেন তবে আমাদিগকে এ দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিতে হয় না, শ্রেষ্ঠী এই উপায় শ্রবণেচ্ছুক হইলে তাহার পুত্র কহিল, "অক্টেভিমান মহীপালের কোষ স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি ধনে পরিপূর্ণ আছে, অতএব আইস, আমরা কৌশলক্রমে উক্ত প্রাচীর ভেদ করিয়া সকল ধন সংগ্রহের উপায় চেষ্টা করি," ইহাতে তাহার জনক সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, উত্তম যুক্তি কহিয়াছ, অনন্তর অভিপ্রেত আশা পূর্ণ করণার্থ প্রাচীরভেদক যন্ত্র, অর্থাৎ শিঁদকাঠী প্রস্তুত করিয়া পিতাপুত্রে এক নিশীথসময়ে ঐ ধনাগারে প্রবিষ্ট হইলেন,

এবং যথা শক্তি ধনাপহরণপূর্ব্বক গৃহবহির্গত হইলেন, এবং এই ব্যাপার গোপন রাখিবার জন্য ঐ ছিদ্র মৃত্তিকাদ্বারা অপ্রকাশ করিয়া রাখিলেন, অনন্তর নিজ নিকেতনে প্রত্যাগমন করিয়া মহাসমারোহে কাল যাপন করিতে লাগিলেন, এইরূপে কতিপয় দিবস মধ্যে ধন সকল ব্যয় হইলে, তাঁহারা দেখিলেন যে এই চৌর্য্যের কোন জনরব হয় নাই, ইহাতেই পুনর্ব্বার সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার মানস করিলেন।

এদিগে কোষাধ্যক্ষ ধন হ্রাসে সন্দেহপ্রযুক্ত ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া প্রাচীরমধ্যে এক গর্ত্ত দেখিলেন, এবং দস্যুগণকে ধৃত করণ জন্য এক বৃহৎ কাষ্ঠাধারে স্বর্ণরাশি পরিপূর্ণ করিয়া ঐ প্রাচীরের ছিদ্রমধ্যে এমত করিয়া রাখিলেন যে কোন ব্যক্তি গৃহ প্রবেশিবামাত্র নিঃসন্দেহ উক্ত আধারে পতিত হইবে।

শ্রেষ্ঠী এবং তৎপুত্র নিতান্ত নিঃসম্বল হইয়া একদিবস অন্ধকারাবৃতা রজনীতে পুনর্ব্বার চৌর্য্যাভিলাষে যাত্রা করিলেন, প্রথমতঃ পিতা প্রবিষ্ট হইবামাত্র ঐ পাত্রে পতিত হইলেন, এবং উদ্ধার উপায় না দেখিয়া পুত্রকে প্রবেশ হইতে নিষেধ করিলেন. অঙ্গজ কহিল, তাত! এইক্ষণে এবিপদহইতে কি প্রকারে তোমাকে মুক্ত করি, তাহার উপায় বল, তিনি কহিলেন, আমাদিগের কুল মান সম্ভ্রম রক্ষার্থ আমার মস্তকচ্ছেদন কর তাহা হইলে আমার দেহ পরিচিত হইবে না, ইহাতে পুত্র উভয় সঙ্কটাপন্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, পরিশেষে নিরুপায় দেখিয়া জনকের উত্তমাঙ্গচ্ছেদন করিল, এবং তাহা এক গুপ্ত স্থানে মৃত্তিকাচ্ছাদন করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তাবদ্বৃত্তান্ত বর্ণন করিল,

এবং এবিষয় প্রকাশাশঙ্কায় তাহার জননী এবং সহদোরা-গণকে ক্রন্দন করিতে নিষেধ করিল।

রজনী প্রভাতা হইলে কোষাধ্যক্ষ কোষান্তর্গত হইয়া দেখিলেন যে তাহার মধ্যে এক মস্তকহীন দেহ পতিত রহিয়াছে, তদ্দৃষ্টে অত্যন্ত সাশ্চর্য্য হইয়া ভূপতিসমীপে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

অনন্তর রাজা ঐ দেহ অশ্বপুচ্ছে বন্ধন করত রাজমার্গে চালনার্থ আজ্ঞা দিলেন, এবং দূতগণকে কহিলেন, তোমরা রাজ্য-মধ্যে ঘোষণা কর, যে "রাজভাণ্ডারে যে তস্কর চুরি করিয়া-ছিল তাহার দেহ এই, ইহাতে যদি কোন বাটীতে ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ কর তবে তাহাদের সপরিবারকে আমার নিকট ধৃত করিয়া আনিবা" আজ্ঞাবাহকেরা তাহাই করিল, পরিশেষে ঐ চোরের বাটীর নিকট আসিবামাত্র তাহার জননী এবং ভগ্নী-গণ সাশ্চর্য্যা হইয়া রোদন করিতে লাগিল, তৎ শ্রবণে সেনাপতি গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসু হইলে ঐ ধূর্ত্ত তনয় তৎক্ষণাৎ এক কুঠার দ্বারা মাতার পদে আঘাত করিয়া কহিল, মহাশয়! মাতা দুর্ভাগ্যক্রমে অকস্মাৎ এই আ-ঘাত পাইয়াছেন, এজন্য আমরা রোদন করিতেছি।

সেনাপতি ইহাতে কোন সন্দেহ না করিয়া কহিলেন, "বৃথা বিলাপ না করিয়া উপসম উপায় চেষ্টা কর," ইহা বলিয়া বিদায় হইলেন, কিয়ৎকাল পরে ঐ ঘা উত্তরং বৃদ্ধা হইয়া প্রসূর প্রাণ নষ্ট করিল, এইরূপে দুরাচার নিষ্ঠুর সন্তান তাহার পিতামাতা উভয়ের প্রাণ সংহার করিল।

তাৎপর্য্য।

এই আখ্যায়িকা সমাপন করিয়া মহিলা কহিলেন, মহারাজ! আপনি পাছে এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হয়েন এই আমার অত্যন্ত আশঙ্কা, অতএব সতর্কতাপূর্ব্বক রাজ্য না করিলে মহাধম নন্দন-সদৃশ দুর্বৃত্ত ডাওক্লিসিয়ান মান প্রাণ নষ্ট করিবে।

রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি উত্তম উদাহরণ দর্শাইয়াছ, এ আসন্ন বিপদহইতে উদ্ধারহেতু কল্য প্রত্যূষে সুতকে সমন ভবন প্রেরণ করাইব।

ক্রেটননামক তৃতীয় শিক্ষক, (এক সাধু তাহার স্ত্রীর মিথ্যাপবাদে বিশ্বাস করিয়া গুণার্ণব শুক পক্ষিকে নষ্ট করেন) এই ইতিহাস কহিয়া ডাওক্লিসিয়ানের প্রাণ রক্ষা করেন।

ক্রেটননামা তৃতীয় শিক্ষক শিষ্যের শিরশ্ছেদন বার্ত্তা শ্রুত হইয়া অচিরে অধীশ্বরসমীপে উপস্থিত হইলেন, দৃষ্টিমাত্র রাজা ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন, তুমি কি সাহসে আমার সম্মুখীন হইলা, পুত্রকে তোমাদের নিকট সুশিক্ষার নিমিত্তে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তাহার প্রতিফল এই হইল যে সে মাতৃ হরণে উদ্যুক্ত হইল, পণ্ডিত কহিল, মহারাজ! নৃপতনয়ের যে এমত লাম্পট্য স্বভাব হইবে ইহা আমার কদাচ বিশ্বাস হয় না, স্ত্রীজাতি অতি অবিশ্বাসিণী দ্বেষিণী তাহাদের বাক্যে বিশ্বাস করিলে, এক সাধু সদৃশ বিপদাপন্ন হইবেন, রাজা এই উপন্যাস শ্রবণেচ্ছুক হইলে আচার্য্য আরম্ভ করিলেন।

ইতিহাস।

রোম রাজ্যান্তঃপাতি এক নগরে এক সাধু বাস করিতেন,

তাঁহার এমত উত্তম এক শুকসারিকা ছিল যে সে যাহা দেখিত কিম্বা শ্রবণ করিত তাহা অবিকল বর্ণন করিতে পারিত।

আর তাঁহার এক অলৌকিক রূপলাবণ্যযুক্তা যে যুবতী ভার্য্যা ছিল, তিনি তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, কিন্তু যুবতী পতিকে ঘৃণা করিয়া তাঁহার অবর্ত্তমানে গৃহে জার আনিয়া বিহার করিত, ইহা দেখিয়া সারিকা প্রভুর প্রত্যাগমনকালীন সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত করাইল, এইরূপে তাহার কুযশঃ প্রচার হইলে সাধু তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিলেন, সে কহিল, নাথ! আমি নিতান্ত নিরপরাধিনী, অতএব এক পক্ষিণীর কথায় বিশ্বাস করিয়া এরূপ অপমান করা উচিত নহে, ইহাতে কেবল পরস্পর অপ্রণয় হইবে, তিনি কহিলেন, সারিকা স্বচক্ষুতে দৃষ্টি করিয়াছে সুতরাং তোমার কথা অপেক্ষা তাহার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে হইবে।

ইহার কতিপয় দিবস পরে মহাজন কোন কর্ম্মোপলক্ষে নগরান্তরে গমন করিলে সাধুপত্নী উপপতিকে গুপ্তভাবে গৃহে আসিতে শঙ্কেত করিল, অনন্তর সে উপস্থিত হইয়া কহিল, প্রিয়ে! পাছে সারী ইহা প্রকাশ করে এই আমার অত্যন্ত আশঙ্কা, সে কহিল, প্রাণনাথ! ভয় নাই, এ অন্ধকার নিশিতে সারিকা আমাদিগকে দেখিতে পাইবে না, ইহা শুনিয়া সারী কহিল, আমি তোমাদিগকে দেখিতে পাই নাই বটে, কিন্তু সকল কথা শুনিতেছি, অতএব এই সকল প্রভুসমীক্ষে নিবেদন করিব, ইহাতে তাহার উপপতি ভীত হইলে সে কহিল, সখে ধৈর্য্য হও, আমি সারীকে সমুচিত প্রতিফল দিতেছি, ইহা বলিয়া অর্দ্ধরাত্র সময়ে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সহচরীকে এক সোপান আনিতে আদেশ করিল।

তৎপরে তদ্দ্বারা প্রাসাদোপরি উঠিয়া সারিকার মস্তক উপরি এক ছিদ্র করিল, এবং তন্মধ্য দিয়া বারি ও প্রস্তর কণা নিঃক্ষেপ করিতে লাগিল, ইহাতে ঐ পক্ষিণী প্রায় মৃত্যুবৎ হইয়া রহিল।

অনন্তর গৃহস্বামী গৃহে উপস্থিত হইয়া সবিশেষ জ্ঞাত হইবার জন্য সারীর নিকট গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "সারিকে! তুমি আমার অবর্ত্তমানে কি দেখিয়াছ? সে কহিল, মহাশয় সকল বিস্তারিয়া কহিতেছি শ্রবণ কর, যে দিবস আপনি এস্থানহইতে গমন করেন ঐ যামিনীতে তব কামিনী আপন উপপতিকে গৃহে আনয়নপূর্ব্বক এক পর্য্যাঙ্কে শয়ন করিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন তৎ শ্রবণে আমি তাঁহার প্রতি কহিলাম, এই সকল স্বামিকে সুগোচর করাইব, আর আমার শারীরিক কুশলের কথা কি কহিব উক্ত রজনীযোগে শিলাবৃষ্টি ও প্রচণ্ড বায়ুদ্বারা আমার প্রাণ সংশয় হইয়াছিল।"

এই কথা কর্ণগোচর হইবামাত্র তাঁহার স্ত্রী কহিল, হে স্বামিন্! এতদ্দিবসাবধি আপনি সারিকার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া আমাকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা ও ভর্ৎসনা করিতেন, এইক্ষণে দেখুন সে কহিতেছে যে, যে দিবস মহাশয় গ্রামান্তরে গমন করিয়াছিলেন, ঐ নিশিতে শিলা বৃষ্টির প্রাদুর্ভাবপ্রযুক্ত মৃত্যুবৎ হইয়াছিল, কিন্তু উক্ত যামিনী সদৃশ নির্ম্মল আকাশ প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় নাই, ইহাতে সাধু সত্য অনুসন্ধানার্থ প্রতিবাসিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিল, ঐ নিশা নক্ষত্র ও নিশানাথদ্বারা শোভিতা ছিল মেঘের লেশ মাত্র ছিল না।

পরে মহাজন ভার্য্যার নিকট আসিয়া কহিল, প্রিয়ে! আমি সারীবাক্যে বিশ্বাস করিয়া তোমার প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা

চরণ প্রকাশ করিয়াছিলাম এক্ষণে ঐ সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর, আর সারীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, ও রে দুশ্চরিত্রে পক্ষিণি! তুমি পত্নীকে মিথ্যা অপবাদে অপরাধিনী করিয়া আমাদের উভয়ের প্রণয় ভেদ করিতে চেষ্টা করিয়াছ, ইহা বলিয়া তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন, অনন্তর ছাদোপরি ছিদ্র, জলাধার, প্রস্তরকণা ইত্যাদি দেখিয়া তাহার স্ত্রীর ধূর্ত্ততা জ্ঞাত হইলেন, এবং অকৃতাপরাধি বিহঙ্গমের বিনাশ জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন, এবং সংসারাশ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্বস্ব বিক্রয়পূর্ব্বক পুণ্য তীর্থে যাত্রা করিলেন।

তাৎপর্য্য।

ইহা কহিয়া শিক্ষক কহিলেন, হে রাজন্! দেখ সাধু পত্নীবাক্য ইষ্টজ্ঞানে নির্দ্দোষিণী সারিকার প্রাণ বধ করিলেন, রাজা কহিলেন, অশেষ গুণসালিনী সারীর নিধনে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, অতএব আমি বিশ্বাসঘাতিনী নারীর কথায় কদাচ পুত্রকে বধ করিব না, অনন্তর আচার্য্য অধীশ্বরকে অশীর্ব্বাদ করিয়া আপন আবাস আগমন করিলেন।

এক রাজা তাঁহার সপ্ত পণ্ডিতের কৌশলদ্বারা অন্ধ হইয়াছিলেন, এবং মারলিননামক এক বালকের পরামর্শানুসারে তাহাদের মস্তকচ্ছেদন করিয়া পুনর্ব্বার দৃষ্টি প্রাপ্ত হয়েন, এই উদাহরণদ্বারা মহিষী মহীপালকে পুত্র বধে উৎসাহ প্রদান করেন।

নৃপনন্দন নিধন হয় নাই শ্রবণমাত্র রাণী পাগলিনী প্রায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, রাজা প্রেয়সীর ঈদৃশী দশা দর্শন করিয়া

কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, মহারাজ! আপনার অপত্যকর্ত্তৃক যেরূপ অপমানিতা হইয়াছি তাহাতে আমার ক্ষণমাত্র জীবিত থাকিতে বাসনা নাই, আর আপনি পুত্রকে বধ করিবেন স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সে সকল বিস্মৃত হইলেন, ইহাতে আমার বোধ হইতেছে যে রোমাধিপতি এক রাজা তাঁহার সপ্তাচার্য্যের বশীভূত হইয়া যেরূপ অন্ধ হইয়াছিলেন, আপনারও সেইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিবে।

রাজা এই উপাখ্যান শ্রবণে কৌতুকাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, পুত্রকে কেবল এক দিবসের জন্য জীবিত রাখিয়াছি, এজন্য যে তাহার প্রাণ দান করিয়াছি এমত বোধ করিও না, ইহাতে রাণী পরম আহ্লাদ প্রাপ্তা হইয়া কহিলেন, মহারাজকে সতর্ক করণার্থ আমি এই ইতিহাস আরম্ভ করি, শ্রবণ কর।

ইতিহাস।

রোম নগরে এক রাজার সপ্ত সভাপণ্ডিত ছিলেন, তিনি তাহাদের পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্য্য করিতেন না, সুতরাং তাহারাই রাজ্যশাসন করিতেন এবং কৌশলদ্বারা রাজাকে এক প্রকার অন্ধ করিলেন, রাজা রাজপুরীহইতে বহির্গত হইলে অন্ধ হইতেন, এইরূপে রাজাকে দৃষ্টিরহিত করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যস্বামী হইলেন, কিন্তু প্রতিকার উপায় জানিতেন না, সুতরাং ভূপতি এইরূপ অবস্থায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

এতদ্ভিন্ন তাহারা ধন উপার্জ্জনের আর এক উপায় করিয়াছিলেন, রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিলেন যে যাহার কোন দুরূহ

প্রশ্ন থাকে আমাদিগকে এক গিনি অর্থাৎ দশ তঙ্কা মূল্য মুদ্রা পারিতোষিক দিলে উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিব।

এক দিবস রাজা নির্জ্জনে বিষন্নমনে বসিয়া রহিয়াছেন, ইতমধ্যে রাণী উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনাকে অদ্য কেন বিমর্শ দেখিতেছি, তিনি কহিলেন, রাজ্ঞি! আমার এই অত্যন্ত দুঃখ যে আমি পুরী পরিত্যাগ করিলেই দৃষ্টিহীন হই, কিন্তু ইহার কোন উপসামক ঔষধি পাই নাই, মহিষী কহিলেন, আপনি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক অধিনীর পরামর্শ গ্রহণ করেন, তবে আমি ব্যক্ত করি, রাজসভাস্থ সপ্ত সভাপণ্ডিতেরা আপনার উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া রাজকার্য্য সম্পাদান করিতেছে, আমার বোধ হয় উহারাই আপনাকে এই দুরবস্থাগ্রস্থ করিয়াছে, অতএব তাহাদিগের ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক বলুন, যে আমার এই উপস্থিত পীড়া শান্তি না করিলে তোমাদের সকলেরই প্রাণ সংহার করিব।

অনন্তর রাজা মহিষীর মন্ত্রণানুসারে তাহাদের প্রতি কহিলেন, আমার এই চক্ষুর পীড়া উপসম না করিলে তোমাদের সকলকে হত করিব, ইহাতে তাহারা কহিল, মহারাজ! একপক্ষ সময় পাইলে আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখি, পরে রাজা সম্মত হইলে তাহারা নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া ভেষজ অন্বেষণার্থ সাম্রাজ্য ভ্রমণ করিতে লাগিল, এবং পথিমধ্যে দেখিল, যে কতগুলিন বালক ক্রীড়া করিতেছে, ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি স্বর্ণ গিনি হস্তে দ্রুত আগমনপূর্ব্বক কহিল, হে আচার্য্যগণ! আমি গত নিশিতে এক স্বপ্ন দেখিয়াছি, অতএব ঐ স্বপ্ন এবং তাহার ফলাফল বল।

ইহা শুনিয়া মারলিননামক এক বালক কহিল, আমি

তোমার নিকট কিছু গ্রহণ না করিয়া ঐ স্বপ্ন এবং তৎ ফলাফল বর্ণন করিতেছি, "গত রাত্রে তুমি স্বপ্ন দেখিয়াছ যে গৃহে বসিয় এমত তৃষ্ণাতুর হইয়াছ যে গৃহজাত সকল জল পান করিয়াও তাহাতে তোমার তৃষ্ণা নিবারণ হইল না, ইতিমধ্যে ভবনমধ্যহ-ইতে নির্ম্মল স্নিগ্ধ বারি পরিপূর্ণ এক উৎস উঠিল, সেই বারি পান করিবামাত্র তোমার পিপাসা নিবৃত্তি হইল, পরে তুমি ঐ জল লইয়া পরিবারগণকে দিলা, তাহারা পান করিয়া তব সদৃশ তৃপ্ত হইল, আর ঐ স্বপ্নের ফল এই, যে তুমি অচিরে বাটীতে গমন করিয়া যে স্থানে জলাসয় দেখিয়াছিলে সেই স্থানে গমন করিলে তাহা হইতে অসঙ্খ্য ধন পাইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিবা।"

অনন্তর ঐ ব্যক্তি মারলিনের মন্ত্রণানুসারে উক্ত স্থানে গমন করিবামাত্র অসঙ্খ্য স্বর্ণ প্রাপ্ত হইল, এবং তাহার কিয়দংশ মারলিনকে দিতে উদ্যত হইল কিন্তু সে এক মুদ্রাও গ্রহণ করিল না।

তদ্দর্শনে আচার্য্যেরা সাশ্চর্য্য হইয়া কিয়ৎক্ষণ চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া পরে কহিলেন, বৎস! তোমার বিদ্যা বুদ্ধি দেখিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম, আমাদের এক দুরূহ বিষয়ে প্রশ্ন আছে, মারলিন কহিল, মহাশয়েরা ব্যক্ত করুন, অনন্তর তাহারা কহিল, রোম রাজ্যেশ্বর রাজবাটীতে থাকিয়া সকল দেখিতে পান কিন্তু পুরী বহির্গত হইবামাত্র দৃষ্টি-হীন হয়েন অতএব তুমি যদি তাঁহাকে এই পীড়াহইতে মুক্ত করিতে পার তবে সমুচিত পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবে, মারলিন কহিল, আমি ইহার কারণ এবং উপসম উপায় উভয়ই জানি।

পরে তাঁহারা কুমার সংহতি রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া

কহিলেন, মহারাজ! এই শিশু আপনার অন্ধের কারণ, এবং প্রতিকার ভেষজ জানেন, রাজা বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তুমি কি আমার অন্ধের হেতু এবং শান্তির উপায় বলিতে সক্ষম হইবে? মারলিন উত্তর করিল, মহারাজ! আমাকে আপনার শয়নাগারে লইয়া চলুন, তথায় গিয়া তাবদ্বৃত্তান্ত জ্ঞাত করাইব, শয়নাগারে উপস্থিত হইলে মারলিন কহিল, মহারাজ! আপনার পালঙ্গের শয্যা স্থানান্তর করুন এক আশ্চর্য্য দেখাইতেছি, পরে পালঙ্গ উত্তোলন করিবামাত্র দেখিলেন, এক কূপহইতে ধূমনির্গত হইতেছে এবং তাহার চতুর্দ্দিগ সপ্ত কুণ্ডেতে বেষ্টিত রহিয়াছে, তদ্দৃষ্টে রাজা বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, মারলিন কহিল, এই কূপ না শুষ্ক হইলে আপনি কদাচ দৃষ্টিপ্রাপ্ত হইবেন না, রাজা কহিলেন, তাহা কি প্রকারে হইবে? সে কহিল, মহারাজ! ইহার কেবল এক উপায় আছে, রাজা কহিলেন, প্রকাশ কর, যদি আমার সাধ্য হয় তবে অবশ্য করিব, বালক কহিল, মহারাজ! এই কূপের সপ্ত কুণ্ড সপ্ত আচার্য্যের অনুরূপ, তাহারা প্রজাদিগের প্রতি প্রতিকূলতাচরণ করণার্থ আপনাকে এইরূপে অন্ধ করিয়াছে। তাহারা কোন উপায়দ্বারা আপনাকে অন্ধ করিয়াছে বটে কিন্তু ইহার উপসম ঔষধি জানে না. অতএব আমার আদেশানুসারে কর্ম্ম করিলে এই কূপ শুষ্ক হইবে এবং আপনিও দৃষ্টিপ্রাপ্ত হইবেন।

"মহারাজ আপনার এক পণ্ডিতকে আহ্বান করুন, সে উপস্থিত হইলে তাহার শিরশ্চেদন করিবেন, তাহা হইলে ইহার এক কুণ্ড শুষ্ক হইবে," রাজা মারলিনের মন্ত্রণাতে তাহাই করিলেন, এইরূপে একে২ সকলের মস্তকচ্ছেদন করিবামাত্র ঐ কূপ এবং সপ্তকুণ্ড তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল এবং রাজাও পূর্ব্ববৎ দৃষ্টি প্রাপ্ত

হইলেন পরে মারলিনকে রাজ্যের কিয়দংশ দান করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যস্বামী করিলেন।

অনন্তর রাণী কহিলেন, মহারাজ! আমি যাহা বলিলাম তাহা অবধান করিয়াছেন কি না? ভূপতি কহিলেন, রাজ্ঞি! আমি আদ্যন্ত সমস্ত মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়াছি।

তাৎপর্য্য।

মহারাজ! এই সপ্তাচার্য্য আপনাকে জ্ঞানান্ধ করিতে সচেষ্টিত রহিয়াছে, এজন্য তাহাদের অভিপ্রায় প্রকাশার্থ মারলিন-সদৃশ এক ব্যক্তির আবশ্যক হইয়াছে, নচেৎ উহাদিগের পরামর্শানুবর্ত্তী হইয়া ডাওক্লিসিয়ানের প্রাণ সংহার পরিবর্ত্তে পুরস্কার করিবেন।

পরে তাহারা সময় পাইলে তব জীবন নাশ করিয়া রোম রাজ্যে অত্যাচার আরম্ভ করিবে, রাজা কহিলেন, আমি এবিপদ উদ্ধারহেতু রজনী প্রভাতেই সন্তান এবং সপ্ত শিক্ষকের প্রাণ বধ করিব।

এক স্ত্রী মদন উন্মাদিনা হইয়া এক পুরোহিতের সহিত ভ্রষ্টা হইতে চেষ্টা করিলে এবং তৎ স্বামী তাহার রক্তমোক্ষণ করিয়াছিলেন চতুর্থ শিক্ষক মালকুইড্রেক এই ইতিহাস কহিয়া ডাওক্লিসিয়ানের মৃত্যু স্থকিত রাখেন।

পরদিবস প্রভাতে রাজা রাজপুত্রকে বধ করিতে আদেশ করিলে মালকুইড্রেক নামা চতুর্থ আচার্য্য নৃপতির নিকট আগমন করিলেন, রাজা তাহাকে যথোচিত তিরস্কার পুরঃসর কহি-

লেন, তোমাদিগের কুপরামর্শে মম অপত্য ঐ অকথ্য গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এজন্য তাহাকে আমি নিশ্চয় নিধন করিব, শিক্ষক কহিলেন, হে চক্রেশ্বর! ডাওক্লিসিয়ান যে মহিষীর সহিত এরূপ ব্যবহার করিবেন ইহা আমার বোধগম্য হইতেছে না, অতএব স্ত্রৈণতাপ্রযুক্ত পুত্রের প্রাণদণ্ড করিলে এক বৃদ্ধ সাধু এক যুবতীকে বিবাহ করিয়া যেরূপ বিপদগ্রস্থ হইয়াছিলেন আপনারও ততোধিক দুর্দশা ঘটিবে, রাজা কহিলেন, হে পণ্ডিতবর! সেই সাধু এবং সাধুপত্নীর ইতিহাস বিস্তারিতরূপে বর্ণন কর, আচার্য্য কহিলেন, আপনি যদি ডাওক্লিসিয়ানের প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখেন তবে আমি সেই উপখ্যানের উপক্রম করি, অনন্তর রাজা সম্মত হইলে তিনি নিম্নলিখিত আখ্যায়িকা আরম্ভ করিলেন।

ইতিহাস।

এক নগরে এক বৃদ্ধ যোদ্ধকুলীন বাস করিতেন, তাঁহাকে জ্ঞাতিবর্গ সকলে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলে, অবশেষ তিনি সম্মত হইয়া অসামান্য রূপ লাবণ্যযুতা এক রোমান দুহিতা বিবাহ করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে ঐ কন্যার মাতা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বৎসে! তুমি এই পরিণীতাবস্থায় সুখে আছ কি না? সে কহিল, জননি! সুখের লেশমাত্র নাই, তুমি আমাকে পিতৃ বয়সাধিক যে পাত্রের সহিত পরিণয় দিয়াছ, তাহাতে আমি অন্য এক যুবা পুরুষের সহিত প্রণয় না করিয়া কদাচ জীবন ধারণ করিতে পারিব না। প্রসূ কহিল, কন্যা! এমত কুকর্ম্মে প্রবৃত্তা হইও না, দেখ আমি তোমার জনকের সহিত এতকাল বাস করিতেছি, ইহাতে আমার এরূপ দুর্ম্মতি কখন হয় নাই। দুহিতা উত্তর করিল,

মাতঃ! এ বড় আশ্চর্য্য নহে! কারণ তোমরা উভয় দম্পতি যুবা এবং যুবতী থাকিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিয়াছ, কিন্তু আমার দুরবস্থার কথা কি কহিব, স্বামী কেবল স্থাবর বস্তু সদৃশ শয়ন করিয়া থাকে, তাহার মাতা কহিল, তনয়ে! তুমি যদি একান্তই একর্ম্মে প্রবৃত্তা হইবা, তবে কাহাকে ইহার উপযুক্ত পাত্র স্থির করিয়াছ তাহা বল, সে কহিল, জননি! আমি এক পুরোহিতকে নবযৌবন সমর্পণ করিতে মনঃস্থ করিয়াছি, তদ্গর্ভধারিণী কহিল, তুমি এক ভদ্র কুলোদ্ভব ধনস্বামির প্রণয়ে পরাঙ্মুখ হইয়া এক সামান্য যাজকের প্রেমানুরাগিণী হইতে যে ইচ্ছা করিলা তাহার কারণ কি? কন্যা কহিল, এক সংকুলোদ্ভব ধনী ব্যক্তি কিঞ্চিৎকাল পরে ত্যাগ করিয়া অবশেষ আমার এই কুযশঃ দেশেং প্রচার করিবে কিন্তু পুরোহিত ব্যক্তি আপন মানসম্ভ্রম রক্ষার্থ এবিষয় সর্ব্বদাই গোপনে রাখিবে।

তাহার জননী কহিল, বৎসে! আমার এক সন্দেহ এই যে বৃদ্ধ হইলে প্রায় সকল ব্যক্তিই দ্বেষী এবং ক্রোধী হইয়া থাকে, কিন্তু তোমার স্বামির স্বভাব কিরূপ তাহা সবিশেষ জ্ঞাত নহি, অতএব প্রথমতঃ তিনি শান্তস্বভাব এবং দয়ার্দ্রচিত্ত কি না, তাহা পরীক্ষা করা অত্যাবশক। কন্যা কহিল, মাতঃ তাহা কি প্রকারে পরীক্ষা করিব, সে কহিল, "তোমার পতির উদ্যানে এক মনোহর লরেল বৃক্ষ আছে ঐ মহীরুহ তাঁহার অতিপ্রিয়তম অতএব তাহা ছেদন করিয়া তৎকাষ্ঠে এক অগ্নি প্রস্তুত কর পরে সাধু গৃহে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর করিবা যে মহাশয় অত্যন্ত শীতার্ত্ত হইয়া আসিবেন জানিয়া এই বহ্নিকুণ্ড করিয়াছি, ইহাতে তিনি যদি তোমাকে ক্ষমা করেন তবে তুমি পুরোহিতের সহিত প্রেম করিও," যুবতী

তাহার মাতার বুদ্ধি কৌশলেরপ্রতি অসংখ্য ধন্যবাদ করিয়া কহিল, আমি কল্যই ইহা করিব।

পরদিবস তাহার স্বামী মৃগয়ায় গমন করিলে সে উদ্যান রক্ষককে কহিল, তুমি এই লরেল বৃক্ষচ্ছেদন কর, মম পতি মৃগয়াহইতে প্রত্যাগমন করিলে এই কাষ্ঠজাত অগ্নিদ্বারা তাঁহার শীত নিবারণ করিব, কিন্তু মালী অস্বীকার হইয়া কহিল, "প্রভু সকল বৃক্ষাপেক্ষা এই বিটপিকে অত্যন্ত যত্ন করেন, ইহা আমি কদাচ নষ্ট করিতে পরিব না," ইহাতে সাধুপত্নী ক্রুদ্ধা হইয়া তাহাকে অশেষ তিরস্কার করিতে লাগিলেন, পরে স্বয়ং কুঠার গ্রহণপূর্ব্বক শাখিকে সমূলে নির্ম্মূল করিলেন, পরে প্রদোষকাল উপস্থিত হইলে তৎ শাখা খণ্ড করিয়া বৃহৎ বহ্নি প্রস্তুত করত পতির আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মহাজন নিকেতনে আগমন করিয়া লরেল বৃক্ষজাত অগ্নি দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলেন, পরে সন্দেহপ্রযুক্ত উদ্যান পরিচারককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার মনোহর লরেল বৃক্ষতে এনহে? মালী কহিল, প্রভু! সে এই বৃক্ষ, ইহাতে তিনি অত্যন্ত ক্রোধিত হইয়া কহিলেন, যে মম মনোরম মহীরুহের মূলোৎপাটন করিয়াছে, এইদণ্ডে তাহার সমুচিত দণ্ড বিধান করিব," এই কথা শ্রবণে তৎপত্নী ভটস্থা হইয়া গৃহ প্রবেশপূর্ব্বক পতিকে কহিল, যদি আপনি প্রতিহিংসা করেন তবে আমিই ইহার প্রকৃত অপরাধিনী কারণ আমি স্বহস্তে এইতরু নষ্ট করিয়াছি, সাধু কহিলেন, তুমি এমত গর্হিত কর্ম্ম কি নিমিত্ত করিলা? সে উত্তর করিল, আপনি এই দুরন্ত হেমন্তকালে মৃগয়াহইতে শীতার্ত্ত হইয়া আসিবেন এজন্য এই অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, তিনি কহিলেন, তুমি অত্যন্ত কুকর্ম্ম করিয়াছ, দেখ

আমার গৃহে অন্যান্য কাষ্ঠ অনেক আছে, আর যদি তুমি উপবনের সকল বৃক্ষ নির্ম্মূল করিতা তাহাতেও আমার এতাদৃশ দুঃখ হইত না, সে যাহা হউক, এক্ষণে নিরুপায়, এবার তোমাকে ক্ষমা করিলাম কিন্তু পুনর্ব্বার আমাকে এপ্রকার বিরক্ত করিও না, মহাজনের ক্রোধ সম্বরণ হইলে দুষ্টা আহ্লাদসাগরে নিমগ্না হইয়া এই সকল বিবরণ মাতার নিকট পরিচয় দিবার জন্য ব্যগ্রচিত্তা রহিল।

পরদিবস তাহার স্বামী মৃগয়ায় গমন করিলে সে তাহার মাতার নিকট আসিয়া পূর্ব্বাপর তাবদ্বৃত্তান্ত বর্ণন করিল, জননী কহিল, কন্যা! ইহাতে আমি পরমাহ্লাদিতা হইলাম, কিন্তু বৃদ্ধ লোকের স্বভাব সর্ব্বসময় সমভাবে থাকে না, তাহারা একবার ক্ষমা করিয়া পুনর্ব্বার দোষ দেখিলে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড দেয়, অতএব আমার যুক্তি এই যে আর একবার তাহার স্বভাব পরীক্ষা করা উচিত, নন্দিনী কহিল, প্রসু! আমি পুরোহিতের প্রেমাসক্ত হইয়াও এপর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলাম, কিন্তু এইক্ষণে অধৈর্য্য হইয়াছি, বুঝি তব আজ্ঞা আমাকে লঙ্ঘন করিতে হইল, জননী নন্দিনীকে নিতান্ত অধীরা দেখিয়া বহুবিধ বিনয় বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, বৎসে! আমার অনুরোধে এবার পরীক্ষা করিতে হইবে, পরে তোমার মনে যাহা আছে তাহা করিও, সে কিঞ্চিৎকাল নিরুত্তরা থাকিয়া কহিল, সহিষ্ণুতা মৃত্যু অপেক্ষাও ক্লেশদায়িনী হইলেও তোমার আজ্ঞানুসারে আমাকে থাকিতে হইল, এইক্ষণে কিপ্রকারে তাহাকে পরীক্ষা করি তাহা ব্যক্ত কর, তিনি কহিলেন, তোমার স্বামির এক কুক্কুর আছে, তিনি তাহাকে প্রাণাধিক স্নেহ করেন অতএব ঐ শ্বান লইয়া তাঁহার সম্মুখে বধ কর, ইহাতে তিনি যদি

তোমাকে অনায়াসে ক্ষমা করেন তবে তুমি পুরোহিতের সহিত প্রেম করিও ইহাতে কোন বাধা নাই, কন্যা কহিল, এবারও তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলাম না, ইহা বলিয়া উভয়ে স্বস্ব গৃহে গমন করিলেন।

কিয়দ্দিনানন্তর মহাজন প্রিয় কুক্কুরকে লইয়া পর্য্যটন স্পৃহায় গমন করিলে গৃহিণী শয়নাগার পরিস্কার করিয়া পর্য্যঙ্কস্থ শয্যোপরি এক বহুমূল্য চাদর বিস্তৃত করিয়া রাখিলেন, পরে অগ্নিকুণ্ডের নিকট উপবিষ্টা হইয়া পতির প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, সাধু নির্দ্ধারিত সময়ে বাটীতে আগমন করিলে কুক্কুরও তৎসহিত আসিয়া শয্যাপরি লম্ফ প্রদান করিয়া সমুদায় অপরিস্কৃত করিল, তদ্দর্শনে যুবতী তাহার দুই পশ্চাৎপদ ধরিয়া এমত বলপূর্ব্বক প্রাচীরে প্রক্ষেপ করিল, যে তাহার মস্তক এককালে চূর্ণ হইয়া গেল, ইহাতে মহাজন কোপে পরিপূর্ণ হইয়া পত্নীকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে সে কহিল, দেখ এই উত্তম শয্যা সমুদয় কর্দ্দমদ্বারা অপরিস্কৃত করিয়াছে, সাধু কহিলেন, তুমি কি জান না যে আমি শয্যাপেক্ষা কুক্কুরকে অধিক কিম্মতীয় বোধ করি, তাহার স্ত্রী ছলপূর্ব্বক রোদন করিয়া কহিল, তোমার মনোদুঃখ দিয়া আমি সহস্র অপরাধিনী হইয়াছি, ইহাতে তাঁহার কিঞ্চিৎ ক্রোধ সম্বরণ হইলে তিনি কহিলেন, এবারও তোমাকে ক্ষমা করিলাম, কিন্তু পুনর্ব্বার এপ্রকার বিরক্ত করিলে সমুচিত প্রতিফল পাইবা।

পরদিবস প্রভাতে দুষ্টা তন্মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া আদ্যন্ত সকল বর্ণন করিয়া কহিল, "দেখ মম স্বামির এমত শান্ত স্বভাব, এইক্ষণে তব অনুমত্যনুসারে যাজকের সহিত সুখ সম্ভোগ করিতে পারি," তাহাতে তোমার কোন বাধা নাই, তাহার মাতা

মৌখিক অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া কহিল, তনয়ে! এইবার তাহার চরিত্র দেখ ইহাতে যদি জামাতা এইরূপ থাকেন তবে আমি স্বীকার করিতেছি তব মতাবলম্বিনী হইয়া তুমি যাহা বলিবা তাহাই করিব, কন্যা কহিল, মাতঃ! আমি অত্যন্ত অধীরা হইয়াছি, সহিষ্ণুতা করা যে কি পর্য্যন্ত ক্লেশ তাহা এক মুখে ব্যক্ত করিতে পারি না, কিন্তু তথাচ পতিকে পরীক্ষার্থ তব আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব, জননী কহিল, আমি শ্রুত আছি, আগত রবিবারে সাধু তব পিতাকে ও আমাকে এবং তাহার অন্যান্য বন্ধুবর্গকে নিমন্ত্রণ করিবে, অতএব যৎকালীন নানা বিধ খাদ্যদ্রব্যে টেবিল পরিপূর্ণ হইবে ঐ সময়ে তুমি অতি গোপনে উক্ত টেবিল আচ্ছাদিত বস্ত্রে তব কটিদেশস্থ চাবী বন্ধন করিয়া রাখিবা, পরে কোন কার্য্যান্তর ব্যপদেশে দ্রুতগমন করিবা, ইহাতে নিঃসন্দেহ ঐ টেবিল এবং তদুপরিস্থিত খাদ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ পাত্রসকল পতিত হইবে, ইহাতে যদি তব ভর্ত্তা অনায়াসে এই অপরাধ মার্জ্জনা করে, তবে আমি শপথ করিতেছি যে তোমার অভিপ্রেত আশাতে কদাচ বাধা দিব না।

উক্ত রবিবার আগত হইলে তাহার মাতা পিতা এবং সাধুর আত্মীয়গণ নিমন্ত্রণে আইল এবং টেবিলও বহুবিধ মিষ্টান্ন আধারে শোভিত হইল, পরে যুবতী তাহার মাতৃমন্ত্রণানুসারে টেবিল আচ্ছাদক বস্ত্রে চাবী বন্ধন করিয়া কোন বস্তু বিস্মৃতচ্ছলে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ঝটিতি গমনোদ্যত হইবামাত্র টেবিল এবং টেবিলস্থ পাত্র সমুদয় ভূতলে পতিত হইল, তদ্দৃষ্টে মহাজন কুপিতহইয়াও তাহার নিমন্ত্রিত বন্ধুগণের ভোজনে ব্যাঘাত হইবার আশঙ্কায় তৎকালীন কোন প্রতীকার না করিয়া ধৈর্য্য হইয়া রহিলেন,

এবং ভৃত্যবর্গকে টেবিল উত্তোলন ও পুনর্ব্বার দ্রব্য সামগ্রী আনয়নের আদেশ করিলেন, আহারারম্ভে তাঁহাদিগের সহিত কৌতুকাহ্লাদে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

পরদিবস প্রভাত হইবামাত্র সাধু এক নরসুন্দরের বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি রক্ত মোক্ষণ করিতে পার? সে কহিল, মহাশয়! আমি অধিক কি কহিব, মনুষ্যের শরীরে যত শিরা আছে তাহা আমার অগোচর নাই, তৎশ্রবণে যোদ্ধকুলীন কহিলেন, তুমি আমার সহিত আইস, অনন্তর অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক গৃহিণীকে কহিলেন, তোমার শরীরের কিঞ্চিৎ শোণিত নির্গত করণার্থ এই বিচক্ষণ ব্যক্তিকে আনিয়াছি, তদ্বণিতা বিস্ময় হইয়া কহিল, কি নিমিত্ত তুমি আমার রক্ত মোক্ষণ করিবা? পরমেশ্বর কৃপায় আমি এক্ষণে সুস্থ এবং সবল আছি, তাহার স্বামী উত্তর করিলেন, তুমি অত্যন্ত বলবতী হইয়াছ এজন্য সকলকেই ঘৃণা এবং তুচ্ছ বোধ কর, এবং যৌবন মদে উন্মত্তা হইয়া আমার নিকট বারম্বার এইরূপ ব্যবহার করিতেছ, তোমার কি স্মরণ নাই, যে উদ্যানের তাবদ্বৃক্ষ অপেক্ষা আমার যে মনোরম লরেল মহীরুহ তাহাকে তুমি নির্ম্মূল করিলা, এবং তাহার কতিপয় দিবসানন্তর মম পুরীর পশু শ্রেষ্ঠ জীবন সদৃশ যে শ্বা তাহাকেও নিধন করিলা, আর গত কল্য তুমি ভক্ষ্য দ্রব্য সহিত টেবিল নিঃক্ষেপ করিয়া আমাকে যে কিপর্য্যন্ত লজ্জিত করিয়াছ তাহা আমি প্রকাশ করি নাই, অতএব এবার যদি তোমাকে সমুচিত শাসন না করি তবে তোমার উত্তরং বৃদ্ধি হইবে এজন্য তোমাকে আরোগ্য করণার্থ এই সুবিজ্ঞ নরসুন্দরকে আনিয়াছি।

ইহা শুনিয়া সাধুপত্নী বহুবিধ বিনয় বাক্যে কহিতে লাগিল,

প্রভো! এই বার আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আপনাকে এপ্রকার বিরক্ত আর কদাচ করিব না, ভর্ত্তা কহিল, এইক্ষণে বৃথা বিলাপ করিতেছ, তুমি আমার বশীভূতা না হইলে তোমার বক্ষঃস্থলের রুধির দর্শন করিব।

অনন্তর এক হস্তের রক্ত মোক্ষণ করিতে লাগিলেন, ইহাতে তাহার পাণ্ডুবর্ণ সদৃশ বর্ণ হইলে তিনি নাপিতকে অপর হস্তের শোণিত নির্গত করিতে আদেশ করিলেন, ইহাতে তাহার ভার্য্যা মূর্চ্ছিতা হইলে তিনি বৈদ্যকে বিরত হইতে কহিলেন, কিঞ্চিৎ চৈতন্য প্রাপ্ত হইলে তাহাকে শয্যায় শয়ন করাইতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, তোমার এপ্রকার দুশ্চরিত্র পরিত্যাগ না হইলে হৃদয়ের রুধির লইব।

অনন্তর সহচরীগণ শয্যাতে শয়ন করাইলে সে তাহার মাতাকে সংবাদ দেওনার্থ এক জনকে আহ্বান করিয়া কহিল, জননীর নিকট একজন দূত প্রেরণ কর, ও কহিয়া দেও যে তব নন্দিনী মৃত্যুকালীন তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, প্রসূ সংবাদ পাইবামাত্র অনুমানদ্বারা এই সকল ঘটনা স্থির করিয়া অচিরে কন্যার নিকট উপস্থিতা হইলেন, যুবতী মাতাকে দেখিয়া মৃদুস্বরে কহিতে লাগিল, জননি! আমার শরীরহইতে এমত রক্ত মোক্ষণ করিয়াছে যে আমি মৃত্যুপ্রায় হইয়াছি, তাহার মাতা কহিল, তোমাকে কি আমি পূর্ব্বে কহি নাই? যে প্রাচীন ব্যক্তিরা স্বভাবতঃ নিষ্ঠুরও চঞ্চলচিত্ত, সে যাহা হউক, তুমি কি এক্ষণে সেই পুরোহিতকে চাহ? বল আমি অবিলম্বে তাহার নিকট গমন করিয়া তোমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করি, দুহিতা কহিল, সে প্রিয়জনকে আমার আর প্রয়োজন নাই, এ প্রেম সম্ভাষণের সময় নহে, সবল করিবার কোন উপায় দেখ।

তাৎপর্য্য।

এই প্রস্তাব সমাপনানন্তর শিক্ষক কহিল, মহারাজ! এই ইতিহাসদ্বারা প্রতীত হইতেছে যে স্ত্রীজাতিরা অসম্ভব আশাতে উন্মত্তা হইলে, উক্ত আশাপূর্ণ করা যদি নিতান্ত দুরূহ হয় তবে শাসনই তাহাদের যুক্তিসিদ্ধ ব্যবস্থা, সদ্ব্যক্তিরা অল্প দোষ গ্রহণ করেন না বটে, কিন্তু গুরুতর দোষ দেখিলে অবশ্যই তাহার প্রতীকার দিয়া থাকেন। সম্রাটের অদ্বিতীয় অঙ্গজকে নিধন করা অতি নিষ্ঠুর কর্ম্ম, আমি নিশ্চয় কহিতেছি, যে নৃপনন্দনের নির্দ্দোষতা অনতিবিলম্বে প্রকাশ হইবে এবং যাহারা তাহাকে বধার্থ মন্ত্রণা দিতেছে তাহাদিগেরও দোষ গুপ্ত থাকিবে না।

ইহা শুনিয়া রাজা নন্দনকে নিধন করিতে নিষেধ করিয়া আচার্য্যকে কহিলেন, তোমার উপাখ্যানের অনুরোধে অদ্য অপত্যকে বধ করিলাম না।

তিন জন পণ্ডিতের কৌশলক্রমে এক রাজ্য নির্ব্বংশ হইয়াছিল, এই ইতিহাসদ্বারা রাণী ভূপালকে পুনশ্চ পুত্রবধে উৎসাহ প্রদান করেন।

রাজকুমার বধ হয় নাই শ্রবণ করিয়া অভিমানিনী জনককে এই সকল বার্ত্তা জ্ঞাত করিবার জন্য পিত্রালয় গমনার্থ ছলে সহচরীগণকে যান আনয়নের আদেশ করিলেন, ইহা দেখিয়া রাজভৃত্যেরা রাজসমীপে নিবেদন করিল, মহারাজ! মহিষী পিতৃগৃহ গমনোদ্যতা হইয়াছেন, রাজা এই অসম্ভাবিত গমনের অভিপ্রায় না জানিয়া স্বয়ং অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক মহিলাকে কহিলেন, আমার এপর্য্যন্ত জ্ঞান ছিল, তুমি এমত পতিপরা-

য়ণা যে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন স্থানে অবস্থিতি করিতে পার না।

রাজ্ঞী উত্তর করিলেন, আপনি যাহা কহিতেছেন তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু ধূর্ত্ত আচার্য্যদিগের চাতুরীদ্বারা তব সর্ব্বনাশ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা অপেক্ষা বরং কর্ণে শ্রবণ করা ভাল, রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! এতদিবসাবধি একত্র থাকিয়া অবশেষে অনাথ করিও না, রাণী কহিলেন, নাথ! এ অপরাধ আমার নহে, রাজ-পুত্র আমার প্রতি অত্যাচার করিলে আপনি স্বীকার করি-লেন, যে এমত তনয়কে অচিরে বিনাশ করিব, কিন্তু সে এপ-র্য্যন্ত আমার কলঙ্কের মূল কারণ স্বরূপ হইয়া জীবিত রহি-য়াছে, রাজা কহিলেন, দেখ সামান্য প্রাণি বধ করিতে হইলে তাহার আদ্যন্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতে হয়, তাহাতে এরাজ-কুমার এবং আমার এক তনয়মাত্র বিশেষ বিচার করিয়া তাহার প্রাণদণ্ড করিতে হয়, ইহাতে তোমার যুক্তি অনুসারে যাহা হয় তাহাই করিব, রাণী কহিল, মহারাজ! আমি এক অদ্ভুত উপাখ্যান আরম্ভ করি, অবধান করুন, ইহা হৃদয়ঙ্গম হইলে, আর শিক্ষকগণের গল্পে মনোনিবেশ করিবেন না।

ইতিহাস।

রোমনগরে আক্‌টভিয়স্‌নামা এক অসীম ঐশ্বর্য্যশালী রাজা বাস করিতেন, তিনি অত্যন্ত কাঞ্চন-প্রিয় ছিলেন, তাঁহার রাজত্ব সময়ে রোমানেরা নিকটস্থ সকল জাতিকে পরাভূত করিয়া তাহাদিগের প্রতি এমত অত্যাচার আরম্ভ করিল যে তাহারা সকলে একত্র মিলিত হইয়া রোমানদের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু বার্জ্জিল নামা এক দৈবজ্ঞের কৌশলদ্বারা তাহারা সকলেই পরাজিত হইল কারণ যখন যে

জাতি রণ করিতে উপক্রম করিত সে তৎক্ষণাৎ তাহা জ্ঞাত হইয়া প্রকাশ করিত।

এতদ্ভিন্ন তিনি এক বৃহৎমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া জগন্মণ্ডলে যত দেশ আছে সেইং দেশীয় লোকের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া তাহাদিগের প্রত্যেকের হস্তে এক এক ঘণ্টা রাখিয়াছিলেন, ইহার অভিপ্রায় এই, যে তত্তদ্দেশের লোকেরা তাহাদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ করিবার উপক্রম করিবামাত্র সেই দেশের প্রতিমূর্ত্তির হস্তের ঘণ্টাধ্বনি হইত, ইহা শ্রবণমাত্র রোমানেরা সুসজ্জিত হইয়া উক্ত অরিদিগকে অচিরে আক্রমণ করিত, এজন্য মণ্ডপস্থ সমস্ত লোকই রোমানদের প্রতি ভয় করিত।

তিনি দীন দরিদ্রের উপকারার্থ এক চিরস্থায়ী বহ্নি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সাধারণ জনগণ অত্যন্ত শীতার্ত্ত হইলে তৎসেবন দ্বারা শীত নিবারণ করিত, ঐ অগ্নির পার্শ্বে পিত্তল নির্ম্মিত এক মূর্ত্তি ছিল, তাহার বাম হস্তে কোদণ্ড এবং দক্ষিণ হস্তে শর সন্ধান ছিল, আর উক্ত ধনুতে এই খোদিত ছিল,

সর্ব্ব সাধারণে কহি শুন বিবরণ।
আমারে করিলে স্পর্শ হইবা নিধন॥

এই মূর্ত্তি বহুকাল ছিল, অবশেষ এক মদ্যপ তন্নিকট দিয়া গমন করিতেং ঐ লিপিপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মনেং বিবেচনা করিতে লাগিল, ইহার নিম্নে অসংখ্য ধন আছে তাহার সন্দেহ নাই, একারণ সকলকে ভয় প্রদর্শনার্থ এই লিপিবদ্ধ করিয়াছে, ইহা নিশ্চয় করিয়া এমত বলপূর্ব্বক ঐ প্রতিমূর্ত্তিতে আঘাত করিল যে তাহা ভগ্ন হইয়া ভূতলস্থ হইল এবং হুতাশন এক-কালে এমত অদর্শন হইল যে তাহার চিহ্নমাত্র রহিল না, তদ্দৃষ্টে

সে বিস্ময় এবং শঙ্কিতচিত্ত হইয়া পলায়ন করিল, এইরূপে বহু-কালিক বহ্নি নির্ব্বাণ হইলে নগরবাসি সকলে তাহাকে অভিশাপ করিতে লাগিল।

ইহার কিয়ৎকাল পরে তিন জন ভূপতি রোমানদের শাসনে বিরক্ত হইয়া যুদ্ধ করিবার কল্পনা করিতে লাগিলেন, ইহাদিগের মধ্যে এক রাজা কহিলেন, রোমানদের মন্দিরস্থ প্রতিমূর্ত্তি যাবৎ মূর্ত্তিমান থাকিবে তাবৎ আমাদের এ কল্পনা বৃথা হইবে, ইহা শুনিয়া সভাস্থ তিন জন চতুর পণ্ডিত গাত্রোত্থান করিয়া কহিল, হে ভূপতিত্রয়! আমরা তিন টন অর্থাৎ নব্বই মোন স্বর্ণ পাইলে ঐ দেবালয়সহিত প্রতিমূর্ত্তি সকল এককালে সমভূমি করিতে পারি, রাজারা তাহাতে সম্মত হইয়া উক্ত ধন প্রদান করিলেন।

পণ্ডিতেরা এই কাঞ্চন মৃত্তিকা ও পিত্তলোহ এবং রৌপ্য এই পাত্রত্রয়ে পূর্ণ করিয়া এক অর্ণব পোতারোহণে রোম নগরী যাত্রা করিলেন, পরে উক্ত নগরে উপস্থিত হইলে রাজধানীর অনতিদূরে মৃত্তিকা খনন করিয়া একপাত্র তন্মধ্যে গোপন করিয়া রাখিলেন, অপর পাত্রদ্বয় পুরীর প্রধান মন্দিরের নিকট গুপ্ত করিলেন, পরে কি প্রকারে কৃতকার্য্য হইবেন তাহার যুক্তি করিতে লাগিলেন, অবশেষ এই উপায় স্থির করিলেন।

রজনী প্রভাতা হইলে আচার্য্যেরা আকটেভিয়স্ সম্রাট সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমরা জ্যোতির্ব্বেত্তা ভূত ভবিষ্যদ্বর্ত্তমান আমাদের অগোচর নাই, অতএব এই রোমপুরী গুপ্তধনে পরিপূর্ণা আছে জানিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি অনুমতি হইলে ঐ সকল বিভব বাহির করি, অনন্তর আপনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যাহা দিবেন তাহাতেই আমরা সন্তোষ হইব, শ্রবণ-মাত্র মহীপাল অত্যাহ্লাদিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের প্রার্থ-

নায় সম্মত হইলেন, রজনী উপস্থিতা হইলে রাজার শয়নাগারে গমনকালীন গণকেরা কহিল, অধীশ্বর! আমাদিগের জ্যেষ্ঠ অদ্য যামিনীতে যে স্বপ্ন দেখিবেন তাহার ভাবার্থ পরশ্ব দিবস মহারাজকে সবিশেষ কহিব।

নির্দ্ধারিত দিন আগত হইলে আচার্য্যেরা অধিপতির নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, ভূপাল! আমরা নগরপ্রান্তে এক ধনাকর নির্দ্ধার্য্য করিয়াছি, তদ্দারা বোধ হইতেছে যে পুরীমধ্যে অসীম হেম আছে, এই কথা শ্রুতিগোচর হইলে রাজা সন্তোষ চিত্তে স্বয়ং তাহাদিগের সংহতি গমন করিতে লাগিলেন পরে যে স্থানে তাহারা স্বর্ণাধার গুপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল তন্নিকটে আগত হইলেন।

অনন্তর গণকগণ গ্রহনক্ষত্র পরিমাণ যন্ত্রদ্বারা উক্ত ভূমি নির্ণয় করিয়া খনন করিতে কহিলেন, কিঞ্চিৎ খনন করিবামাত্র এক পাত্র দৃষ্টিগোচর হইল, রাজা স্বয়ং তাহা উত্তোলন করিয়া দেখিলেন যে বুধগণের বাক্য যথার্থ বটে. পরে সভায় প্রত্যাগমনানন্তর তাহাদের সমুচিত পারিতোষিক প্রদান করিয়া বিবেচনা করিলেন যে এই পণ্ডিতগণের দ্বারা অচিরে কুবের সদৃশ ধনাধিপতি হইব।

পরদিবস প্রভাতে আর এক আচার্য্য কহিল, মহারাজ গতকল্য যে ধন পাইয়াছি, তদ্দ্বিগুণ বিভব এই নগরমধ্যে আছে. অনন্তর মন্দির নিকট যে কাঞ্চন পাত্র লুক্কাইয়া রাখিয়াছিল, সেই স্থানে খনন করিতে কহিল, এবং কিঞ্চিৎ খনন করিবামাত্র, দুই সুবর্ণপূর্ণ কুম্ভ প্রাপ্ত হইল।

ইহাতে পণ্ডিতেরা এমত রাজপ্রিয়ভাজন হইল যে পৃথিবী পাল তাহাদিগের পরামর্শব্যতীত কোন কার্য্য করিতেন না

এবং তাহাদিগের যথোচিত পুরস্কার করিয়া তৃতীয় পণ্ডিতের স্বপ্ন ফলের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, পরদিবস সূর্য্যোদয় হইলে উক্ত আচার্য্য অধিপতিসমীপে আবেদন করিল, মহারাজ এই সভার দ্বাত্রিংশৎ শত হস্তান্তরে অসীম হেম আছে, এবং পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রদ্বারা ভূমি পরিমাণ করিয়া কহিল, হে রাজন্! আপনার প্রতিমূর্ত্তিযুক্ত মন্দিরনিম্নে এই সকল ধন রহিয়াছে, রাজা ভীত হইয়া কহিলেন, এই মন্দির রোমরাজ্যের সৌভাগ্যের মূল কারণ, সামান্য সম্পত্তি লোভে ইহা নষ্ট করিতে পারিব না, পণ্ডিত কহিল, আপনি যাহা কহিলেন তাহা অপ্রমাণ নহে, অপকৃষ্ট ধনতৃষ্ণ হইয়া অমূল্য মন্দিরের মূলোৎপাটন করা উচিত নহে, কিন্তু যদি এই দেবালয়ের কোন অনিষ্ট ব্যতীত ঐ সম্পত্তি উত্তোলন করা যায় তবে তাহার কি হানি আছে, আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে এমত সতর্কতাপূর্ব্বক এই বিভব বাহির করিব যে মন্দিরের কিঞ্চিৎমাত্র অপচয় হইবে না।

ইহা শুনিয়া রাজা আহ্লাদপ্রবাহে নিমগ্ন হইয়া নিশীথ সময়ে খনন করিতে কহিলেন, অনন্তর তাহারা রাজাজ্ঞানুসারে উক্ত সময়ে মন্দিরপ্রবেশপূর্ব্বক যথাসাধ্য বুদ্ধিকৌশলদ্বারা তাহার চতুর্দ্দিগে খনন করিল, রজনী অবসন্না হইলে তাহারা সত্বর হইয়া শকটারোহণে স্বদেশে যাত্রা করিল এবং নগর পরিত্যাগ করিবামাত্র ঐ মন্দির ভগ্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

এইরূপে রোমানদের সুখসম্পত্তির আকরস্বরূপ দেবালয় হইলে তাহারা সম্রাটসমীপে উপস্থিত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে রাজা কহিলেন, তিন জন কৃতঘ্ন পণ্ডিত দৈবজ্ঞবেশে আসিয়া আমাকে কহিল, যে মন্দিরের অধোভাগে

অসংখ্য ধন আছে, অতএব মন্দিরের কোন হানি ব্যতিরেকে ঐ সকল ধন উত্তোলন করিতে পারি, পরিশেষ আমাকে এই প্রকার প্রবঞ্চনা করিয়া গিয়াছে, অনন্তর আচার্য্যেরা স্বদেশে উপনীত হইলে ভূপতিবৃন্দ আনন্দ পয়োধি জলে মগ্ন হইয়া তাঁহাদিগকে সমুচিত পারিতোষিক প্রদান করিলেন, এবং অবিলম্বে রোমনগরী আক্রমণ করিয়া রোমানদের পরাভব করিলেন ও আকুটভিয়স্ দণ্ডধরকে ধৃত করিয়া মারলিন দ্বীপের বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে নিযুক্ত করিলেন।

এইরূপে চিরস্থিত বহ্নি নির্ব্বোধ সুরাপের দ্বারা নির্ব্বাণ হইল ও মন্দিরও সুচতুর পণ্ডিতত্রয়ের কৌশলক্রমে সমভূমি হইল এবং আকুটভিয়স্ রাজা রাজ্যচ্যুত হইয়া অতিদীনসদৃশ দ্বীপে দিন পাত করিতে লাগিলেন।

তাৎপর্য্য।

মহারাজ! আপনি প্রতিমূর্ত্তিযুক্ত মন্দির সদৃশ হইয়াছেন অতএব আপনি যাবৎ জীবিত থাকিবেন তাবৎ প্রজাবর্গের কেহ অনিষ্ট করিতে পারিবে না, কিন্তু রাজপুত্র এবং সপ্তাচার্য্য অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল মহারাজার প্রাণ সংহারের উপায় দেখিতেছে আর মহারাজার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ হইয়াছে, অতএব পণ্ডিতেরা ইন্দ্রিয়পঞ্চককে অবশ করিয়া রাজকুমারকে রাজ্যেশ্বর করিবে, ভূপতি কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার উদাহরণে আমার জ্ঞান জন্মিল, এআসন্ন সঙ্কটার্ণব উত্তীর্ণ হওনজন্য নন্দনকে নিঃসন্দেহ নিধন করিব, রাজ্ঞী কহিল, তাহা হইলে বহুকাল নিষ্কণ্টকে একাধিপত্য করিতে পারিবেন।

জোসিফসনামক পঞ্চম শিক্ষক, (হিপক্রিটিস্‌নামক এক প্রসিদ্ধ বৈদ্য তাহার ভ্রাতৃপুত্র ততোধিক বিখ্যাত চিকিৎসক হইবার আশঙ্কায় বধ করেন) এই উপাখ্যানের উপক্রম করিয়া ডাও-ক্লিসিয়ান রাজকুমারের প্রাণরক্ষা করেন।

নৃপতি সভায় প্রত্যাবৃত্তি করিয়া নৃপনন্দনকে বধার্থ বধ্যভূমিতে লইয়া যাওনের আদেশ করিলেন, তদ্দৃষ্টে পঞ্চম শিক্ষক জোসিফস কালব্যাজ না করিয়া ভূপালসমীপে উপনীত হইলেন. চক্রেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, পুত্র যে গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছে, অচিরে তৎপ্রতিফল প্রদান করিব, শিক্ষক কহিল, হে নৃপতে! নৃপনন্দন যে এমত কুৎসিত ব্যবহার করিবেন, ইহা অসম্ভব বোধ হইতেছে, কারণ আমরা কখন তাহাকে এরূপ কুপরামর্শ ও কুশিক্ষা দিই নাই, আর তাহার মৌনাবলম্বনের যে কত গুণ তাহা এই অবশিষ্ট দিবস কতিপয় অতীত হইলেই তৎপ্রমুখাৎ স্বগোচর হইবেন, রাজকুমার পরম পণ্ডিত, তিনি যে অবশেন্দ্রিয় হইয়া মহিষীর সহিত এমত ব্যবহার করিবেন ইহা কোন ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নহে, অতএব অকৃতাপরাধে অঙ্গজকে নিধন করিলে পরমেশ্বর ইহার সমুচিত দণ্ড বিধান করিবেন, আর হিপক্রিটিস ভ্রাতৃপুত্র গলিএনসের প্রাণ বিয়োগ জন্য যে পরিতাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আপনারও তাদৃশী দশা ঘটিবে, রাজা এই প্রস্তাব শ্রবণাকাঙ্ক্ষী হইলে আচার্য কহিল, আমার এই ইতিহাস সমাপ্তির প্রাক্কালীন যদি নৃপনন্দন নিধন হয় তবে ইহাতে কি উপকার দর্শিবে, ইহাতে পৃথিবীপতি পুত্রকে প্রত্যানয়নের আদেশ করিলে শিক্ষক এই উপাখ্যানের উপক্রম করিলেন।

ইতিহাস।

হিপক্রিটিসনামক এক প্রসিদ্ধ বৈদ্য বিদ্যানুরাগ ও নিদান অনুশীলনদ্বারা বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃজ গলিএনসও তদ্রূপ বিদ্বান হইয়া উঠিলেন, ইহাতে তাহার পিতৃব্য-ততোধিক বিদিত বৈদ্য হইবার সম্ভাবনায় শঙ্কিত হইয়া তাহাকে সকল ঔষধ গোপন করিয়া রাখিতেন ইহা দেখিয়া গলিএনস কায়িক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তত্তাবৎ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, সুতরাং তাহাতে তাহার খুড়ার বৈরভাব জন্মিতে লাগিল।

এই সময়ে হঙ্গরিদেশাধিপতি নৃপনন্দন পীড়িত হইলে রাজা হিপক্রিটিসকে আনয়নার্থ এক দূত প্রেরণ করিলেন, কিন্তু উক্ত চিকিৎসক বার্দ্ধক্যদশাপ্রযুক্ত গমনে অশক্ত হইয়া গলিএনস্‌কে উপযুক্ত বোধে পাঠাইয়া দিলেন, অনন্তর তিনি রাজ্যে উপনীত হইলে রাজা ও রাণী বিহিত সম্মানপুরঃসর বসিতে আসন প্রদান করিলেন, পরে হঙ্গরিরাজ কবিরাজকে রাজপুত্রের নিকট উপস্থিত করিলে তিনি বিশেষরূপে সেই বিকারানুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং রাজ্ঞীকে বিজন প্রকোষ্ঠে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "এই পুত্রের যথার্থ জনক কে? অর্থাৎ কাহার ঔরসে উহার জন্ম হইয়াছে," রাণী বিস্ময় পাইয়া কহিলেন, ভূপতিব্যতীত এই তনয়ের তাত আর কে হইতে পারে? বৈদ্য কহিল, জনপতি ইহার প্রকৃত জনক নহেন তাহা আমি নিশ্চয় জানিয়াছি, ইহাতে মহিষী কুপিতা হইয়া কহিলেন, এমত বাক্য প্রয়োগ করিও না, গলিএনস্ কহিল, তুমি যদি সত্য না কহ তবে আমি তোমার সন্তানকে আরোগ্য করিতে

পারিব না, ইহা বলিয়া গমনোদ্যত হইলেন, নৃপপত্নী নিতান্ত নরুপায় হইয়া নিদানজ্ঞকে গোপন রাখিতে সত্য বদ্ধ করিয়া নম্নলিখিত আদ্যন্তবর্ণন করিতে লাগিলেন।

"আমি বহুকাল অপত্যবিহীনা থাকিলে সকলে আমাকে বন্ধ্যা বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিল, ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া মনেং বিবেচনা করিলাম যে এই দোষ আমার কি পৃথিবী-পতির তাহা পরীক্ষা করা উচিত, পরে এক দিবস এক কৃষক শস্য গৃহযাত করিতে বাটীতে আইলে আমি তাহাকে গোপনে আপনগৃহে আনিয়া মদনক্রীড়া সমাধা করিলাম এবং তাহা-তেই আমার এই পুত্র জন্মিল"।

ইহা শুনিয়া গলিএনস্ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, ভূপপত্নি ভীতা হইও না, আমি তোমার এ গুপ্ত কথা কদাচ ব্যক্ত করিব না এবং তব অপত্যকে অবশ্য আরোগ্য করিব। পরে যে ঔরসে রাজকুমারের জন্ম হইয়াছিল, তদুপযুক্ত নানা প্রকার ঔষধি ব্যবস্থা করিলে নৃপতনয় আরোগ্য পাইলেন, অনন্তর রাজারাণী উভয়ে অসঙ্খ্য ধন্যবাদ এবং সমুচিত পুরস্কার পুরঃসর বৈদ্যকে বিদায় করিলেন।

গলিএনস্ বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন, পরে হিপক্রিটস জজ্ঞাসা করিল, তুমি কিং ভেষজ ব্যবস্থা করিয়া ঐ বিকারের প্রতিকার করিলা, সে কহিল, মহাশয়! এইং ঔষধি সেবন করা-ইয়াছিলাম, তাহার খুড়া কহিল, কেন, রাণী কি পতিব্রতা সতী নহে? গলিএনস্ কহিল, আপনি যাহা কহিতেছেন তাহা অলীক নহে।

হিপক্রিটস ইহাতে আহ্লাদিত না হইয়া বরং তাহার প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং গোপনে নিধন করিবার

জন্য এক দিবস তাহাকে উদ্যানে সমভিব্যাহারে লইয়া কহিলেন, "দেখ, এই বৃক্ষলতার অসীম গুণ অতএব ইহা উত্তোলন কর," গলিএনস্ তাঁহার আদেশানুসারে যৎকালীন ঐ লতা উন্নমন করিতেছিলেন, সেই অবসরে ঐ নিষ্ঠুর দ্বেষী বৃদ্ধ অকস্মাৎ অসি বাহির করিয়া তৎপ্রহারে তাহার প্রাণ সংহার করিলেন, এবং অবশেষে মৃত্তিকা খনন করিয়া কবর দিয়া রাখিলেন।

কিয়ৎকালানন্তর হিপক্রিটিসের রক্তাতিসার পীড়া উপস্থিত হইলে তিনি নানা প্রকার ঔষধ সেবন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই সেই বিষম বিকারের উপশম বোধ হইল না, তাহার পূর্ব্ব ছাত্রগণ শ্রবণমাত্র উপস্থিত হইয়া তাহাকে আরোগ্য করণার্থে বহুবিধ উপায় চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সকল বিফল হইল, পরিশেষে হিপক্রিটিস তাহার শিষ্যগণকে এক বারিপূর্ণ মৃত্তিকাপাত্রে এক শত ছিদ্র করিতে কহিলেন, তাহারা তাহাই করিল, কিন্তু ঐ ছিদ্রদিয়া এক বিন্দু জলও নির্গত হইল না, তদ্দৃষ্টে তিনি কহিলেন, বৃক্ষলতাতে আর কোন ফল দর্শিবে না অতএব তোমরা বৃথা পরিশ্রম করিতেছ, আমি নিতান্ত কৃতান্তগ্রাসে পতিত হইব।

পরে সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হইলে তিনি মনেং বিবেচনা করিলেন যে ভ্রাতৃপুত্রহত্যা জন্য বিধাতা বিহিত দণ্ড বিধান করিয়াছেন, যদি সে জিবীত থাকিত তবে আমাকে অবশ্য আরোগ্য করিত ইত্যাদি পরিতাপ পরে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন।

তাৎপর্য্য।

এই আখ্যায়িকা সমাপ্ত করিয়া আচার্য্য কহিলেন, মহারাজ! ইহাতে স্পষ্ট হইতেছে যে মনুষ্য ক্রোধান্ধ হইয়া আশু কোন কার্য্যে

হস্তার্পণ করিবে না তাহা হইলে অবশেষ তাহাকে অনুতাপ করিতে হয়, যেমত হিপক্রিটিসের হইয়াছিল, আমি মহারাজকে বিনতি করিতেছি যে কাহার প্রতি কি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা বিশেষ বিবেচনা করিবেন, আর এইক্ষণে যাহাকে অত্যন্ত অপরাধি বোধ করিতেছেন পরিশেষ তাহার নির্দ্দোষতা এবং গুণ জ্ঞাত হইবেন, আপনি সর্ব্বগুণবিশিষ্ট শিষ্ট এবং সুবিজ্ঞ, অতএব বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন দেখুন বনিতা বহু হইতে পারে-কিন্তু এমত সুপণ্ডিত নম্র এবং দোষবর্জ্জিত পুত্র আর হইবে না, আচার্য্যবাক্যে রাজার এমত অপত্যস্নেহ প্রবল হইল যে তিনি ডাওক্লিসিয়ানের দণ্ডাজ্ঞা সে দিবস স্থগিত রাখিলেন।

এক রাজা তাহার সভাপণ্ডিতগণের প্রবঞ্চনাদ্বারা সবংশে নির্ব্বংশ হইয়াছিলেন এই ইতিহাস কহিয়া মহিষী মহীপালকে পুনশ্চ অপত্যবধে উৎসাহিত করেন।

মানবদিগের যে রূপ চঞ্চলচিত্ত তাহা পণ্টাএনস ভূপতিদ্বারাই প্রতীত হইতেছে, তিনি এক বিষয় দৃঢ় স্থির করিয়া বিপক্ষ বাক্যে পুনর্ব্বার নিরস্ত হইতেছেন।

জোসিফসকর্ত্তৃক নৃপকুমারের প্রাণরক্ষা শ্রবণ করিয়া রাণী ক্রোধে অধীরা হইলেন, তদ্দৃষ্টে রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! তোমাকে আজি কি নিমিত্ত এমন বিমনা দেখিতেছি, রাজ্ঞী উত্তর করিলেন, নাথ! আমি রাজার এক কন্যামাত্র, তাঁহার আর দ্বিতীয় সন্তান নাই এবং রাজার ভার্য্যা, তথাচ আমাকে এই অপমান স্বীকার করিয়া থাকিতে হইল, রাজা কহিলেন, আমি এবিষয়ের

কিছুই স্থির করিতে পারি নাই, তুমি পুত্রবধার্থ পরামর্শ দিতেছ, কিন্তু আচার্য্যেরা তদ্বিপরীত মন্ত্রণা দিতেছেন অতএব ইহার কি কর্ত্তব্য এবং কি করিলে বা যথার্থ বিচার হইবে তাহা বিবেচনা করা আমার দুঃসাধ্য হইয়াছে, রাণী কহিলেন, আপনি এক প্রকার স্বচক্ষুতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তথাচ মম বাক্যে অবিশ্বাস করিয়া বুধগণকে দৃঢ় বিশ্বাস করিতেছেন, ইহাতে বোধ হইতেছে যে পারশ্যরাজের আচার্য্য ত্রয়ের দ্বারা যেরূপ দুর্দশা হইয়াছিল আপনিও ততোধিক বিপদাপন্ন হইবেন।

রাজা এই ইতিহাস শ্রবণে ব্যগ্রচিত্ত হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আমাকে এই আশ্চর্য্য উপন্যাস শ্রবণ করাও, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে পুত্রসহিত পণ্ডিতগণের প্রাণ সংহার করিব, ইহাতে রাণী প্রীতিমতী হইয়া পশ্চাল্লিখিত উপাখ্যান আরম্ভ করিলেন।

ইতিহাস।

পারসিয়া দেশে ক্লেমন্টিন নামা এক রাজা ছিলেন, তিনি রাজ্য বিস্তারণার্থ নিকটস্থ সমস্ত দেশ জয় করিয়া পরিশেষ চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে কালডিয়া দেশে উপনীত হইয়া অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করিতে লাগিলেন, কালডিয়ানেরা শ্রবণমাত্র ত্রস্ত ও বিপদগ্রস্ত হইয়া হরনামক এক দৃঢ় দুর্গে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে বরং এই স্থানে মৃত্যু হয় সেও মঙ্গল, তথাচ পারসিয়ানদের হস্তগত হইব না।

কিন্তু পারসিয়ানেরা এমত রূপে ঐ দুর্গের চতুর্দ্দিগ বেষ্টন করিয়া রহিল যে তাহাদিগের বহির্গত হইবার কোন সম্ভাবনা রহিল না, কেবল তন্নিকটস্থ এক গিরি শিখরদ্বারা অতিকষ্টে গমনাগমন করিতেন।

এরূপে কতিপয় মাস অতীত হইল, কিন্তু পারসিয়ানদের বলের হ্রাসতা না হওয়াতে এবং যথোচিত খাদ্যদ্রব্য থাকাতে তাহাদিগের তিন জন সুবিজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট ইহার সৎপরামর্শ চাহিলেন।

অনন্তর আচার্য্যগণ যুক্তি করিল, যে কালডিয়ানেরা দেশের সমস্ত ধন আনিয়া এই হর নগরে রাখিয়াছে, অতএব রাজাকে প্রবঞ্চনা করিয়া এই অর্থ হস্তগত করিতে হইবে, মনেং এই সঙ্কল্প করিয়া ভূপালসমীপে আবেদন করিল, মহারাজ! অনুমতি হইলে আমরা শিবির পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রান্তরে যাইয়া ইন্টদেবের আরাধনা করি, তিনিপ্রসন্ন হইলেই আমরা কালডিয়ানদের পরাভব করিবার সদসৎ যুক্তি পাইব, রাজা সম্মত হইয়া কহিলেন, তোমরা ঐকান্তিক মনে ত্রিদশের অর্চ্চনা করিবা দেখ যেন কিঞ্চিৎ মাত্র ত্রুটি হয় না।

আচার্য্যগণ শিবির পরিত্যাগকালীন পারস্য ভূপতিকে কহিলেন, "মহারাজ! যাবৎ আমরা না প্রত্যাগমন করি তাবৎ আপনি কালডিয়ানদের প্রতি অন্য কোন অত্যাচার না করিয়া কেবল চতুর্দ্দিগে আক্রমণ করিয়া থাকিবেন," অনন্তর বুধেরা ভূধরোপরি আরোহণ করিয়া যামিনী প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং রজনী উপস্থিতা হইলে পরে ঐ গুপ্ত সোপানদ্বারা গমন করিতে লাগিলেন, প্রহরী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কে এবং কি অভিপ্রায়ে বা এখানে আসিয়াচ? তাহারা উত্তর করিল, আমরা রাজার স্বজন, বিশেষ প্রয়োজনানুসারে রাজার নিকট যাইতেছি অতএব তথায় লইয়া চল, পুররক্ষকগণ দেখিল যে কেবল তিন জন নিরস্ত্রধারী পুরুষ, এজন্য কোন সন্দেহ না করিয়া তাহাদের সমভিব্যাহারে রাজসমীপে উপ-

স্থিত হইয়া তাহাদিগের প্রার্থনা জানাইল, পরে নৃপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিল, মহারাজ! আপনার সহিত বিশেষ গোপনীয় কথা আছে, তৎপরে এক নির্জ্জনগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া কহিল, মহারাজ! আমরা এই নগরবাসিদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি অতএব সমুচিত পুরস্কার পাইলে এই প্রবল শক্রহস্তহইতে পরিত্রাণ করিতে পারি, রাজা তাহাদের ধনলাভের অভিপ্রায়ে আসা নিশ্চয় করিয়া ত্রিংশৎ সহস্র পাউণ্ড অর্থাৎ তিন লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিলেন।

পণ্ডিতেরা অর্থপ্রাপ্তে পরম সন্তোষ হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনাদিগের আর ভীত হইবার আবশ্যক নাই আমরা পঞ্চদিবস মধ্যেই এই আসন্ন বিপদহইতে মুক্ত করিব, এবং কি প্রকারে তাহারা কৃতকার্য্য হইলেন তাহা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

হরনগরে এক বৃহৎ উচ্চ মন্দির ছিল, আচার্য্যেরা তদুপরি তাহাদের অভিপ্রেত মানস পূর্ণ করিবার কল্পনা করিয়া এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন এবং তাহাকে নানা বর্ণের কাঁচ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দুই স্বর্ণ পক্ষ এবং দুই করাল করবাল প্রস্তুত করিলেন, তৎপরে বৃহৎ বজ্রধ্বনি করণার্থ বারুদদ্বারা এক আশ্চর্য্য বাজী নির্ম্মাণ করিলেন।

এই সমস্ত প্রস্তুত হইলে দুই জন পণ্ডিত প্রত্যাবর্ত্তন করিল অপর এক জন ঐ সকল কৌশল সমাধা করণার্থ সেই স্থানে রহিল, পরদিবস প্রাতে উক্ত আচার্য্য মূর্ত্তিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দুই স্কন্ধে দুই স্বর্ণ পক্ষ, মস্তকোপরি এক হেম মুকুট এবং উভয় হস্তে রক্তবর্ণ অসি ধারণ করিলেন, পরে ঐ অদ্ভুত বাজীতে অগ্নিপ্রদান করিবামাত্র এমত এক ভয়ানক শব্দ হইল

যেন হরপুরী এককালে ভস্মসাৎ হইল, অনন্তর ঐ মন্দিরোপরি আরোহণ করিয়া এমতরূপে দুই পক্ষ এবং অসিসঞ্চালন করিতে লাগিলেন, সর্ব্বসাধারণে বোধ করিল যে কালডিয়ানদের উপাস্য দেবতা স্বয়ং যুদ্ধার্থে আসিয়াছেন।

পারসিয়ানেরা এই অদ্ভুত এবং আশ্চর্য্য ব্যাপারের কোন কারণ না জানিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইলেন, ইতিমধ্যে আচার্য্যদ্বয় নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজশিবিরে উপস্থিত হইয়া কহিল, "মহারাজ! আমরা সকলেই প্রাণ হারাইলাম," রাজা ইহার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে তাহারা কহিল, মহারাজ! কি দেখিতেছেন কালডিয়ানদের রক্ষার্থ তাহাদিগের দেবতা স্বয়ং স্বর্গহইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অতএব আমরা ক্ষণকাল বিলম্ব করিলে সকলেই নিধন হইব এজন্য আমাদের শীঘ্র পলায়ন করা কর্ত্তব্য হইয়াছে, নচেৎ ঐ দেবের ক্রোধানলে পতিত হইব, আমাদের এক আচার্য্য পূজার দ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে গিয়া অকস্মাৎ বজ্রপাতে নিপাত হইয়াছেন, তদ্দৃষ্টে আমরা ত্রস্ত ও বিপদগ্রস্ত হইয়া আপনাকে সম্বাদ দিতে আসিয়াছি যদি অদ্য এই স্থান পরিত্যাগ না করেন তবে কাহারও নিস্তার থাকিবে না।

শ্রবণমাত্র রাজা এবং অন্যান্য সকলে পণ্ডিতগণের বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন, সুতরাং এক ঘণ্টার মধ্যেই কালডিয়ানেরা বিপদ উত্তীর্ণ হইলেন এবং শত্রুদিগের পলায়ন দেখিয়া পশ্চাৎধাবন করিলেন হতবুদ্ধি পারসিয়ানেরা কালডিয়ানদিগের ত্রিদশকে পশ্চাদ্বর্ত্তি বোধে চতুর্দ্দিগে পলায়ন করিল।

অনন্তর কালডিয়ানেরা তাহাদিগের শিবির ও সমস্ত ধন

সংগ্রহ করিয়া নগরে প্রত্যাগমন করিলেন, এদিগে পণ্ডিতেরা প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক অন্য পথাবলম্বনে হর নগরী উপস্থিত হইলেন, কালডিয়ানেরা তাঁহাদিগকে যথোচিত পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকারানুযায়ী পুরস্কার প্রদান করিলেন।

এইরূপে স্বার্থপর কৃতঘ্ন আচার্য্যগণ অর্থলোভে পারস্য মহীপালের সর্ব্বনাশ করিলেন।

তাৎপর্য্য।

মহারাজ! এই কৃতঘ্ন স্বার্থপর পণ্ডিতেরা অর্থলোভে পারস্য মহীপালের যেরূপ সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, সপ্ত আচার্য্য সেইরূপ কৌশল করিতেছে, উহারা আপনাকে বঞ্চনা করিয়া রাজপুত্রকে সাম্রাজ্যের অধিপতি করিবে. রাজা কহিলেন, এবিপদ উদ্ধারহেতু কল্যই পুত্রকে বধ করিব।

পরদিবস প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া রাজকুমারের মস্তক ছেদন করিতে আজ্ঞা দিলেন।

ষষ্ঠম শিক্ষক ক্লিওফিস ডাওক্লিসিয়ানের প্রাণ রক্ষণার্থ (এক সাধু স্ত্রীপরতন্ত্র হইয়া তিন জন মহাজন ও এক উকীলের প্রাণ সংহার করেন) এই ইতিহাস আরম্ভ করিলেন।

ক্লিওফিসনামক ষষ্ঠম শিক্ষক নৃপনন্দনের নিধন বার্ত্তা অবগত হইয়া অচিরাৎ রাজসভায় আগমনপূর্ব্বক পৃথ্বীপালকে প্রণাম করিলেন, রাজা তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রোধপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, তোমরা আমার পুত্রকে লম্পট করিয়াছ, অতএব পুত্রসহিত তোমাদেরও প্রাণসংহার করিব,

শিক্ষক কহিল, হে ভূপতে! কিয়ৎকাল ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, রাজপুত্র এই অবশিষ্ট দিবসত্রয় অতীত হইলেই স্বয়ং বক্তৃতা করিয়া এই অপবাদহইতে বিমুক্ত হইবেন, নচেৎ স্ত্রৈণতাপ্রযুক্ত পুত্রকে বধ করিলে এক স্ত্রীপরতন্ত্র বণিক যেমন অশ্বের লেজে বন্ধি হইয়া নগর প্রদক্ষিণপূর্ব্বক ফাঁসি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আপনিও ততোধিক বিপদাপন্ন হইবেন, রাজা কহিলেন, আমি এই ইতিহাস শ্রবণে অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়াছি অতএব ইহার উপক্রম কর।

ইতিহাস।

রোমাধিপতি এক মহীপালের অতিপ্রিয়তম তিন জন মন্ত্রী ছিলেন, এবং ঐ নগরবাসি কোন বণিকের পরমসুন্দরী এক পত্নী ছিল, মহারাজার সদৃশ তিনিও আপন ভার্য্যাকে প্রাণাধিক স্নেহ করিতেন, ঐ যুবতীর এমত আশ্চর্য্য স্বর ছিল যে তাহা শ্রবণমাত্র সকলেই মোহিত হইত, এক দিবস এক মন্ত্রী অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতে২ ঐ বণিকপত্নীর মধুর স্বর শ্রবণে স্মর শরে পীড়িত হইলেন এবং তাহার সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমাকে দেখিয়া অবশেন্দ্রিয় হইয়াছি, অতএব তোমার সহিত এক যামিনী যাপন করিতে ইচ্ছা করি, তুমি কি প্রার্থনা কর, সে উত্তর করিল, আমি এক সহস্র মুদ্রা চাহি। মন্ত্রী তাহাতেই সম্মত হইয়া কহিল, আমাকে নির্দ্ধারিত সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া কহ, যুবতী কহিল, আমি উপযুক্ত সময় দেখিয়া তোমাকে সমাচার পাঠাইব, পরদিবস যখন ঐ স্ত্রী তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া গান করিতেছিল, সেই সময়ে দ্বিতীয় মন্ত্রী যাইতে২ তাহার মধুর স্বরে মুগ্ধ হইয়া এক সহস্র মুদ্রা প্রদানে স্বীকৃত

হইলেন, তৃতীয় দিবসে তৃতীয় মন্ত্রী আসিয়া উক্ত মুদ্রা দিতে সম্মত হইলেন কিন্তু অমাত্যগণ এবিষয় এমত গোপনে রাখিয়াছিলেন যে পরস্পর কেহই ইহা জানিতেন না।

অনন্তর বণিক বণিতা আপনি স্বামিকে কহিল, নাথ! আপনার সহিত আমার এক বিশেষ গোপনীয় কথা আছে, মম মন্ত্রণানুসারে কার্য্য করিলে পরম সুখে দিনপাত করিতে পারিবেন, পরে তাহার স্বামী সম্মত হইলে সে কহিল, রাজার তিন প্রিয় মন্ত্রী আমার প্রেমে পতিত হইয়া প্রত্যেকে এক সহস্র মুদ্রা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, কিন্তু এবিষয় পরস্পর কেহই জ্ঞাত নহেন, অতএব সতীত্ব ধর্ম্ম নষ্ট না করিয়া এই ধন গ্রহণ করিতে হইবে, তন্নিমিত্তে আমার পরামর্শ এই যে আপনি এক তীক্ষ্ণ তরবারি লইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকুন পরে তাহারা একে২ প্রবিষ্ট হইলে সকলের শিরশ্ছেদন করিবেন, তাহার পতি কহিল, প্রিয়ে! হত্যা কদাচ অপ্রকাশ থাকে না, অতএব ইহা প্রকাশ হইলে আমরা প্রাণ মান উভয়ই হারাইব, তাহার ভার্য্যা কহিল, তুমি যদি ইহাতে শঙ্কিত হও তবে আমি স্বয়ং এই কার্য্যে প্রবৃত্তা হইব, ইহাতে তাহার স্বামী অগত্যা সম্মত হইলেন।

নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইলে পর, এক অমাত্য গৃহান্তর্গত হইয়া উক্ত অর্থ দিবামাত্র বণিক সেই খড়্গাঘাতে তাহার প্রাণ সংহার করিলেন, অনতিবিলম্বে দ্বিতীয় মন্ত্রী উপনীত হইলে তাহাকেও বধ করিলেন, এবং তৃতীয় নৃপসচিবও তাহাদের অনুগামী হইলেন, পরে তাঁহারা ঐ শব সকল এক নির্জ্জন গৃহে লুক্কায়িত রাখিলেন।

এক নগরপালাধ্যক্ষ ঐ দুষ্টার ভ্রাতা ছিল, সে সঙ্গিগণ সংহতি

পুরী প্রদক্ষিণার্থ বহির্গত হইলে তাহার ভগিনী ডাকিয়া কহিল, ভ্রাতঃ! তোমার সহিত আমার সবিশেষ কথা আছে, ইহা শুনিয়া প্রহরীপতি প্রহরীদিগকে বিদায় করিয়া কহিল, ভগিনি! তোমার কি কথা আছে নির্ভয় হইয়া ব্যক্ত কর, আমার দুঃসাধ্য না হইলে আমি অবশ্য করিব, যুবতী কহিল, গত কল্য আমার স্বামির এক আত্মীয় মহাজন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল কিন্তু আমার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া কুবাক্য প্রয়োগ করিবাতে পতি ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া তাহাকে নিধন করিয়াছেন, কিন্তু ঐ শব গোপন করিবার কোন উপায় না পাইয়া গৃহেতে রাখিয়াছি, সে কহিল, ভগিনি! তোমার ভীতা হইবার আবশ্যক নাই, আমাকে একটা থলিয়া দেহ, আমি ঐ শবকে আচ্ছাদিত করিয়া টাইবর নদীতে নিঃক্ষেপ করিয়া আসি, তাহার দ্রুত স্রোতোদ্বারা এককালে সমুদ্রে পতিত হইবে, তাহা হইলে এবিষয় আর প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

অনন্তর ঐ শব লইয়া উক্ত নদীতে নিঃক্ষেপ করিল, এবং প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সহোদরার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল, আমি সেই মৃত দেহ স্রোতস্বতীতে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, বোধ হয় এতক্ষণ সরিৎপতিতে পতিত হইয়াছে, কিন্তু আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি অতএব কিঞ্চিৎ সুরা দেহ পান করিয়া শ্রম দূর করি, ইহাতে তাহার স্বসা মদিরা আনয়নছলে গৃহে প্রবিষ্টা হইয়া চিৎকার ছলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কহিল, ভ্রাতঃ! আমি আশঙ্কায় মৃত্যুপ্রায় হইয়াছি, "যে শব তুমি নদীতে প্রক্ষেপ করিয়া আসিয়াছ, তাহা পুনর্ব্বার গৃহে দেখিতেছি," ইহাতে তাহার সহোদর চমৎকৃত হইয়া কহিল, পুনর্ব্বার আমাকে ঐ মৃতদেহ দেহ, এবার কি প্রকারে আইসে তাহা দেখিব, ইহা বলিয়া দ্বিতীয়

মৃতমন্ত্রিকে প্রথম জ্ঞানে স্কন্ধে করিয়া নদীতীরে উপনীত হইল, এবং এক প্রস্তর বন্ধনপূর্ব্বক গভীর জলে নিঃক্ষেপ করিল।

পরে স্বসার নিকট আসিয়া কহিল, এবার আমাকে এক পাত্র সুরা দেহ, আমি সেই শবের গলদেশে প্রস্তর বন্ধনপূর্ব্বক গভীর বারিতে বিসর্জ্জন করিয়াছি সে এবার কদাচ উঠিয়া আসিতে পারিবে না, তাহার সহোদরা পূর্ব্ববৎ সভয়চিত্তে গৃহ বহির্গত হইয়া কহিল, ভ্রাতঃ! সেই মৃত কলেবর সমুদ্রোথিত হইয়া গৃহে উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে তাহার সহোদর পূর্ব্বাধিক বিস্মিত হইয়া কহিল, কি আমি দুইবার নিঃক্ষেপ করিলাম, তথাচ ইহা আসিয়াছে! অতএব ও কেমন দানব তাহা দেখিব, এইবার তাহাকে আমার নিকট লইয়া আইস, ইহাতে তাহার স্বসা তৃতীয় মন্ত্রির শবকে আনয়ন করিয়া ভ্রাতৃহস্তে সমর্পণ করিল, তিনি তাহা প্রথম বোধে স্কন্ধে করিয়া নগরান্তরে এক অরণ্যান্তরালে উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় এক বৃহৎ বহ্নিকুণ্ড করিয়া তদুপরি তাহাকে নিঃক্ষেপ করিলেন ও যখন তাহা প্রায় ভস্মসাৎ হইল তখন তিনি কোন কার্য্যান্তরে কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিলেন, ইতি মধ্যে এক মহাজন অশ্বারোহণে আসিতেছিলেন, এবং অত্যন্ত শীতার্ত্ত হইয়া অগ্নিদর্শনে তন্নিকট উপস্থিত হইলেন, প্রহরীপতির দৃষ্টিপথে পতিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমিকে? পথিক উত্তর করিলেন, আমি এক মহাজন, ইহা শুনিয়া নগররক্ষকাধ্যক্ষ তাহাকে ভগিনীপতির আত্মীয় মহাজন বোধে কহিলেন তুমি সেই মহাজন! এইক্ষণে পিশাচ যোনিপ্রাপ্ত হইয়াছ, আমি তোমাকে প্রথমতঃ নদীতে নিঃক্ষেপ করিয়াছিলাম, দ্বিতীয়তঃ তোমাকে শিলা বন্ধনপূর্ব্বক অগাধ নদীজলে বর্জ্জন করিলাম, এবং অবশেষে তোমাকে এই প্রজ্বলিত ভীষণ হুতা-

শনপূর্ণ চুল্লীতে নিঃক্ষেপ করিয়া বোধ করিলাম যে তুমি ভস্মসাৎ হইয়াছ, কিন্তু তদ্বিপরীতে তুমি দণ্ডায়মান রহিয়াছ, ভাল, এইবার তোমার প্রতীকারার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া দেখিব, ইহা বলিয়া অশ্বসহিত পান্থ মহাজনকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিঃক্ষেপ করিল, এবং যে পর্য্যন্ত তাহার দেহ ভস্মরাশি না হইল, তাবৎ তিনি তন্নিকটে দণ্ডায়মান রহিলেন।

ঐ দুষ্টা নারী এইরূপে বহু লম্পটের প্রাণ নষ্ট করিল, অবশেষ এক উকীল আসিয়া এক রজনী সম্ভোগ করণার্থ তিন সহস্র মুদ্রা দিতে স্বীকৃত হইলেন, এবং ঐ নির্দ্দিষ্ট দিবস আগত হইলে তিনি উপস্থিত হইয়া উক্ত তঙ্কা প্রদানানন্তর ইষ্টসিদ্ধির ইচ্ছা করিলে তাহার স্বামী এক বৃহৎ যষ্ঠীর আঘাতে তাহার প্রাণ বধ করিল।

অনন্তর সেই শব কিপ্রকারে গোপন করিবেন তাহার পরামর্শ করিতে লাগিলেন এবং অবশেষ তাহাকে তাঁহার নিজগৃহে আনয়ন করত উপবিষ্ট করিয়া রাখিলেন, উকীলের বন্ধু এই ব্যাপারের সূত্র জানিতেন, তিনি গাত্রোত্থান করিয়া বন্ধুর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, পরিশেষ ঐ গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, যেন এক ব্যক্তি উপবিষ্ট রহিয়াছে এবং ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া বিশেষ বীক্ষণদ্বারা জ্ঞাত হইলেন যে সেই তাঁহার প্রিয় সখা, পরে তাহার নাম উল্লেখ করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, অবশেষ উত্তর নাপাওয়াতে তাহাকে নিদ্রিত নিশ্চয় করিয়া তাহার বস্ত্র ধরিয়া টানিতে লাগিলেন, কিন্তু বসনে হস্তার্পণ করিবামাত্র সে ভূতলে পতিত হইলে পরে দেখিলেন যে সে জীবিত নাই, ইহাতে ঐ বণিকের প্রতি সন্দেহ জন্মিলে তিনি তাহার মৃত বন্ধুকে স্কন্ধে

করিয়া তাহার বাটীর দ্বারদেশে উপবিষ্ট রাখিয়া আপনগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

হত্যাকারিণী প্রায় দুই প্রহর রজনীতে গাত্রোত্থান করিয়া কোন কার্য্যান্তরে বহির্দেশে গমনার্থ উক্ত দ্বার মুক্ত করিবামাত্র মৃত উকীল তাহার সম্মুখে পতিত হইল, তদ্দৃষ্টে সে তাহার পতিকে ডাকিয়া দেখাইল, তিনি ঐ শবকে নদীতে নিঃক্ষেপার্থ গমন করিতে লাগিলেন, রাজপথে যাইতে২ দেখিলেন, যে কতকগুলিন মনুষ্য কথোপকথন করিতে২ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের কথাদ্বারা নিশ্চয় করিলেন যে ইহারা তস্কর হইবে।

ঐ চোরেরা থলিয়াস্থ কোন দ্রব্য আনিয়াছিল, পরে অত্যন্ত মদিরা পিপাসু হইয়া তাহা এক দোকানে মঞ্চোপরি রাখিয়া এক সরাইয়ে গমন করিল, চোরেরা যাবৎ না গমন করিল তাবৎ তিনি লুক্কায়িত রহিলেন, পরে উক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া থলিয়া মোচন করিয়া দেখিলেন যে দুইখণ্ড শূকরের মাংস রহিয়াছে, ইহাতে তিনি ঐ আমিষ বাহির করত উকীল শবকে তন্মধ্যে রাখিয়া স্বীয় সদনে প্রত্যাগমন করিলেন, বণিকপত্নী তাহার স্কন্ধে ঐ দ্রব্য দেখিয়া মনে২ বিবেচনা করিল, যে উকীলকে বুঝি প্রত্যানয়ন করিতেছে, পরে তাহার স্বামী গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া শূকর পলল দেখাইলে উভয়ে আহ্লাদিত হইয়া যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন।

দস্যুরা পরিতোষরূপে মদ্যপান করিল, কিন্তু এমত অর্থ নাই যে তাহার মূল্য দেয়, পরে সুরার অধ্যক্ষকে কহিল, মহাশয়! যদি আমাদের শূকরমাংস ক্রয় করেন তবে অল্প মূল্য লইয়া আপনার ঋণ পরিশোধ করিতে পারি শুঁড়ি কহিল, ভাল, আম-

য়ন কর, আমি তাহার যথার্থ মূল্য দিয়া গ্রহণ করিব, ইহাতে অন্যতম তস্কর ঐ থলিয়া আনয়ন করিল, পরে তাহারা মুক্ত করিয়া দেখিল যে শূকরমাংসপরিবর্ত্তে এক শব রহিয়াছে তদ্দৃষ্টে ঐ শুঁড়ি ও তাহারা সকলেই চমৎকৃত হইল, চোরেরা মদ্য-বিক্রেতাকে কহিল, মহাশয়! ধৈর্য্য হউন, ইহার সকল বিবরণ আপনাকে জ্ঞাত করিতেছি, আমরা এই থলিয়া যে মাংস ব্যবসায়ির গৃহহইতে অপহরণ করিয়া আনিয়াছি সেই স্থানে পুনর্ব্বার রাখিয়া আসিব, শুঁড়ি সংসর্গ দোষ বিপদ আশঙ্কায় সম্মত হইল, অনন্তর তাহারা ব্যবসায়ির বাটীতে গমন করিয়া যে স্থানহইতে ঐ থলিয়া আনয়ন করিয়াছিল সেই স্থানে রাখিয়া আইল।

পরদিবস প্রভাত হইলে ব্যবসায়ী তাহার ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিল, তুমি শস্য লইয়া পেষণযন্ত্রে গমন কর, কিন্তু তাহার দাস ক্ষুধিত হইয়া প্রাতর্ভোজন করণার্থ এক খণ্ড শূকরপলল অভিলাষী হইয়া ঐ থলিয়া মুক্ত করিল, পরে তন্মধ্যে হস্ত দিবা-মাত্র উকীল শবের মস্তকে পতিত হইল, ইহাতে সে অত্যন্ত শঙ্কিত-চিত্ত হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, তৎ শ্রবণে তাহার প্রভু উপস্থিত হইয়া বিবেচনা করিল, যে কোন ব্যক্তি মাংস লইয়া এই মৃত্যুদেহ রাখিয়া গিয়াছে, অবশেষ ভৃত্যকে কহিল, তুমি ইহা লইয়া পেষণযন্ত্রে গমন কর সময় পাইলে কোন স্থানে নিঃক্ষেপ করিবা, তাহার দাস তাহাই করিল, কিন্তু মনুষ্যের গমনাগমন প্রযুক্ত সময় না পাইয়া সুতরাং পেষণযন্ত্রে উপনীত হইল এবং তথায় গিয়া দেখিল যে এক ব্যক্তি শকটোপরি কতকগুলিন শস্য ছালা লইয়া বিক্রয়ার্থ হট্টে গমন করিতেছে, কিঞ্চিৎ অন্ধকার থাকাতে সে তদুপরি ঐ থলিয়া রাখিয়া তৎ পরিবর্ত্তে

অন্য একটা লইল, অনন্তর আপনগৃহে রাখিয়া প্রভু ভবনে প্রত্যাগমন করিল।

হট্টে উপনীত হইলে পর ঐ সব থলিয়ার সহিত শব থলিয়াও বিক্রয়ার্থ রহিল অনতিবিলম্বে বিধির নির্ব্বন্ধক্রমে বণিক এবং বণিকপত্নী যাহারা উকীলের প্রাণবধ করিয়াছিল তাহারাই শস্য ক্রয়ার্থ হট্টে উপস্থিত হইল।

বণিকপত্নী একটি থলিয়া মোচন করিয়া তাহা উত্তমবোধে ক্রয় করিলেন পরে ব্যবসায়িকে কহিলেন আমি আর এক বস্তা ক্রয় করিব, ইহাতে ব্যাবসায়ী কহিল, আমার সকল বস্তাই এক প্রকার আপনার যাহাতে অভিরুচি হয় তাহাই গ্রহণ করুন, বণিক ভার্য্যা শবযুক্ত থলিয়ায় হস্ত দিবামাত্র মৃত উকীলের কেশ হস্তে পতিত হইল, ইহাতে বিক্রেতাকে কহিল, তুমি কি আমাকে প্রতারণা করিতেছ ইহা পূর্ব্ববৎ উত্তম শস্য নহে, তৎপরে বিশেষ পরীক্ষার্থ কিয়দংশের শস্য বাহির করিতে উকীলশবের মস্তক দৃষ্টিগোচর হইল, তদ্দৃষ্টে বণিককে ডাকিয়া কহিল, স্বামিন্! আপনি যে উকীলকে বধ করিয়াছিলেন এ সেই উকীল দেখিতেছি, এই কথা সকলের কর্ণগোচর হইলে তাহারা বিচারপতির নিকট আনীত হইল এবং বিচারানুসারে বধার্হ দোষী হইলে তিনি তাহাদের বধার্থ আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

তাৎপর্য্য।

মহারাজ! স্ত্রীজাতির কিরূপ ব্যবহার তাহা এই ইতিহাসদ্বারা প্রতীত হইতেছে দেখুন ঐ স্ত্রী আপন সতীত্ব ধর্ম্মরক্ষার্থ ততোধিক অপকৃষ্ট অধর্ম্ম করিল অতএব মনুষ্যের কৃত্রিম ধর্ম্ম দেখিয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা উচিত নহে রাজা কহিলেন, তোমার অনু-

রোধে পুত্রকে অদ্য বধ করিলাম না, অনন্তর আচার্য্য অধী-শ্বরকে অশেষ প্রকার প্রশংসা করিয়া নির্দ্দিষ্ট আবাসে গমন করিলেন।

এক রাজা অজ্ঞাতসারে তাঁহার প্রধান মন্ত্রিকে নিজমহিষী প্রদান করেন, এই ইতিহাস আরম্ভ করিয়া রাণী পুনর্ব্বার রাজাকে নৃপনন্দন নিধন করিতে উৎসাহ প্রদান করেন।

রাজপুত্রের জীবিত থাকা শ্রবণে শ্রবণ করিয়া নৃপপত্নী উন্মত্তা-প্রায় হইয়া চিৎকার করত বিলাপ করিতে লাগিলেন, হায়! আমি কি অভাগিনী যে এই অপমান স্বীকার করিয়াও জীবন ধারণ করিতেছি, অতএব নিতান্ত আত্মঘাতিনী হইব, রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! কিয়ৎকাল ধৈর্য্যাবলম্বন কর, আমি বিচার করিয়া ইহার প্রতীকার অবশ্য করিব, মহিষী কহিলেন, মহারাজ! অপনি বারম্বার স্বীকার করিতেছেন বটে কিন্তু প্রকৃতে কিছুই দেখি না, ইহাতে বোধ হইতেছে যে এক রাজা তাঁহার অমাত্যকর্ত্তৃক যেরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছিলেন মহারাজেরও তাদৃশী দশা ঘটিবে, রাজা এই উপাখ্যান শ্রবণে চঞ্চলচিত্ত হইলে রাণী কহিলেন, মহারাজ! আমার এই উদাহরণে কোন ফল দর্শিবে না, কারণ কল্য সপ্তম শিক্ষক বক্তৃতা করিয়া রাজকুমারের প্রাণ রক্ষা করিবে, অনন্তর আত্মজের কথা শুনিয়া আহ্লাদার্ণবে নিমগ্ন হইয়া আমার স্নেহ সকল বিস্মৃত হইবেন, রাজা কহিলেন, প্রাণোত্তমে! এরূপ বিরূপ বিবেচনা অন্তরহইতে অন্তর কর, রাণী কহিলেন, মহারাজ! তবে

অবধান করুন, ইহাতে আমাদের উভয় মঙ্গল হইতে পারিবে, ইহা বলিয়া পশ্চাৎ প্রকটিত উপাখ্যানের উপক্রম করিলেন।

ইতিহাস।

এক দেশের এক রাজার প্রাণাধিক প্রিয়া এক পত্নী ছিল, তিনি সন্দেহপ্রযুক্ত তাহাকে এক দৃঢ় অট্টালিকায় রুদ্ধ করিয়া রাখিতেন, এই সময়ে এক বীর যোদ্ধৃকুলীন স্বপ্ন দেখিলেন যেন এক অনুপমা নৃপকামিনী পাইয়া অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত হইয়াছেন। এই স্বপ্নে তাঁহার এমত বৈমনস্ক জন্মিল যে তিনি তাহাকে স্বচক্ষুতে প্রত্যক্ষ করণার্থ বিরাগী হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, রাণীও ঐ সময়ে যোদ্ধৃকুলীনকে স্বপ্নে দেখিলেন, কিন্তু পরস্পর কাহারও সহিত কোন কালে সাক্ষাৎ হয় নাই।

এইরূপে যোদ্ধৃকুলীন যুবতীর অনুসন্ধানার্থ নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে মহিষী যে নগরে কারারুদ্ধ আছেন তথায় উপনীত হইলেন, একদিবস যোদ্ধা যখন রাণীর অট্টালিকার নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন, তখন তাহাকে গবাক্ষহইতে দেখিবামাত্র নৃপপত্নীর স্মরণ হইল যে আমি যাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম সে এই ব্যক্তিই হইবে, এবং যোদ্ধা ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, যে সুপ্তাবস্থায় যাহাকে দেখিয়াছিলাম সে যে এই রমণী হইবে তাহার সন্দেহ নাই, অনন্তর যুবতী এক লিপি লিখিয়া নিম্নে নিঃক্ষেপ করিলেন তিনি তাহা উত্তোলন করত পাঠ করিয়া অভিপ্রেত মানস জ্ঞাত হইলেন এবং তাঁহার গৃহে প্রবিষ্ট হওনার্থ অহর্নিশি চিন্তাকুল রহিলেন।

এই বীর যোদ্ধা অস্ত্রবিদ্যায় অদ্বিতীয় ছিলেন এবিষয় রাজার কর্ণগোচর হইলে তিনি তাহাকে প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করি-

লেন, এবং সর্ব্বদা প্রয়োজন হইবে জানিয়া মহিষীর মন্দিরের প্রাচীর নিকট এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন।

যোদ্ধৃকুলীন এক বিচক্ষণ স্থপতিকে গোপনে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি যদি রাণীর মন্দির প্রবেশ হইবার এক দ্বার নির্ম্মাণ করিতে পার তবে তোমাকে সমুচিত পুরস্কার করিব, অনন্তর সে ঐ দ্বার প্রস্তুত করিলে বিহিত পারিতোষিক প্রদান করিয়া প্রকাশ হওন শঙ্কায় তাহাকে অন্য একদেশে পাঠাইয়া দিলেন।

অনন্তর রাণীর অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া উভয়ে অপরাপর কথোপকথন করিয়া অবশেষ পরস্পরের স্বপ্নের আদ্যন্ত বর্ণন করিলেন, এবং রজনী উপস্থিতা হইলে তিনি মহিষীর সহিত সম্ভোগ ইচ্ছা করিলে যুবতী স্ত্রীজাতির স্বভাবানুসারে প্রথম অসম্মতা হইয়া পরে সম্মতা হইলেন।

রজনী প্রভাতা হইলে তাহার প্রত্যাগমনকালীন মহিষী প্রণয় স্মরণার্থ নিজ বিবাহাঙ্গুরীয়ক প্রদান করিলেন, রাজা কৃতঘ্ন মন্ত্রির এরূপ বিরূপ ব্যবহারের বিন্দু বিসর্গও না জানিয়া তাহাকে কর্ম্মাধ্যক্ষ এবং সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিলেন।

এক দিবস রাজা মৃগয়ায় গমনাভিলাষে সেনাপতিকে সমভিব্যাহারে লইয়া বনে গমন করিলেন, এবং নানা প্রকার বন্যপশু হিংসায় দিনপাত করিয়া অবশেষ শ্রমদূরকরণার্থ এক প্রস্রবণ নিকটে বসিলেন, সেনাপতিও ভূপতির দক্ষিণপার্শ্বে বসিলেন এবং শ্রমপ্রযুক্ত কিয়ৎকাল পরে নিদ্রিত হইলেন, রাজা মহিষীর অঙ্গুরীয়ক মন্ত্রিহস্তে দেখিয়া অতিশয় বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন, সেনানী নিদ্রোত্থিত হইয়া মনেং বিবেচনা করিলেন বোধ হয় অধিপতি ঐ অঙ্গুরীয়ক দেখিয়াছেন, অতএব ইহার উপায় কি।

পরে রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! আমার বিষম পীড়া উপস্থিত হইয়াছে অতএব শীঘ্র সদনে গমন না করিয়া যদি এই বিকারের প্রতীকার না করি তবে আমার নিশ্চয় মৃত্যু হইবে, রাজা কহিলেন, বয়স্য! তুমি অচিরে গৃহে গমন কর, আর তোমার আরোগ্যহেতু আমার রাজ্যের যে বস্তু প্রয়োজন হইবে তাহাই লইবা, কদাচ ত্রুটী করিবা না।

অনন্তর সেনাপতি পৃথ্বীপতির নিকট বিদায় লইয়া রাজ্ঞীর নিকটে উপনীত হইলেন এবং কহিলেন, প্রিয়ে! এই অঙ্গুরীয়ক গ্রহণ কর বোধ হয় মম সুপ্তাবস্থায় মণ্ডলেশ্বর ইহা দেখিয়া থাকিবেন, এজন্য আমি পীড়ার ছল করিয়া ইহা তোমাকে দিতে আসিয়াছি, অতএব মহীপাল অঙ্গুরীয়ক দেখিতে চাহিলে তুমি তাঁহাকে দেখাইবা, ইহা বলিয়া নিজ বাসস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনতিবিলম্বে মহীপাল মহিষীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইলে যুবতী সম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আসন প্রদান করিলেন, অনন্তর উভয়ে কিয়ৎকাল অন্যান্য কথোপকথন করিয়া রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার বিবাহাঙ্গুরীয়ক দেখিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে অতএব আমাকে তাহা একবার দেখাইতে হইবে, রাণী কহিলেন, নাথ! আপনি কি নিমিত্ত অদ্য ঐ অঙ্গুরীয়ক দেখিতে উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, ভূপতি কহিলেন, তদ্দৃষ্টে আমি সন্তোষ প্রাপ্ত হইব, ইহাতে মহিষী গৃহহইতে ঐ অঙ্গুরীয়ক আনয়ন করিয়া চক্রেশ্বর হস্তে প্রদান করিলেন, রাজা কিয়ৎকাল ঐ অঙ্গুরী নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, রাজ্ঞি! আমার সেনাপতির হস্তে এইরূপ এক অঙ্গুরীয়ক দেখিয়া আমার সন্দেহ হইয়াছিল, মহিলা কহিল, মহারাজ! দুই বস্তু এক প্রকার হইতে পারে, কারণ

কারুকরেরা যে একটি এক প্রকার গঠন করে এমত নহে, অধিকন্তু অপর এক জনও তৎ সদৃশ নির্ম্মাণ করিতে পারে, আপনার এরূপ সন্দেহ করা অনুচিত? কারণ আপনি আমাকে এই দৃঢ় অট্টালিকায় রুদ্ধ রাখিয়া স্বয়ং চাবী রাখিয়াছেন, আমার এমত কুমতি হইলেও আপনার বিশ্বাস করা উচিত নহে, কিন্তু পরমেশ্বর এমত দুর্ম্মতি যেন কখন না দেন।

কতিপয় দিবসানন্তর সেনাপতি এক মহোৎসবোপলক্ষে রাজাকে নিমন্ত্রণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এক লোকাতীত রূপলাবণ্যযুতা যুবতীর সহিত আমার অতিশয় প্রণয় ছিল, অতএব সে আমার বিরহে অত্যন্ত অধীরা হইয়া দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক মহারাজের রাজ্যে উপনীতা হইয়াছে, তদুপলক্ষে আমি এক সমারোহ করিয়াছি, এইক্ষণে প্রার্থনা এই যে আপনি এদাসের প্রতি প্রসন্ন হইয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হই, অনন্তর ভূপতি সম্মত হইলে তিনি ঐ গুপ্ত দ্বারদ্বারা রাজদারার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, প্রেয়সি! তোমাকে অদ্য মম দেশাচার সদৃশ বসন এবং রত্নাভরণ পরিধান করিয়া আমার আবাসে যাইতে হইবে, আমি অদ্য নৃপতিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, অতএব তোমাকে রাজার সহিত একত্র বসিয়া ভোজন করিতে হইবে, রাণী কহিলেন, তুমি যাহা বলিবা তাহাই করিব, পরে উক্ত বসন ভূষণ পরিধানানন্তর সেনাপতির আবাসে উপস্থিত হইয়া অধিপতির আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, অনতিবিলম্বে জনপতি উপনীত হইলে মহিষী সম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মহীপালকে আহ্বান করিলেন, রাজাও তাহার রূপলাবণ্য অশেষ প্রকার প্রশংসা করিয়া কহিলেন, মম অধিকারে তব অধিষ্ঠান জন্য আমি পরম আপ্যায়িত হইলাম অন-

স্তর অপনি টেবিলের নিকট বসিয়া ছদ্মবেশিনী রাণীকে বসিতে আদেশ করিলেন এবং বিশেষ বীক্ষণ করিয়া মনেং বিবেচনা করিলেন যে এই আমার রাজ্ঞী হইবে কিন্তু তাহার বৈদেশিক বসন ভূষণ দেখিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, ভোজনান্তে সেনাপতি যুবতীকে এক গান করিতে কহিলে তিনি এক গান আরম্ভ করিলেন, তৎশ্রবণে রাজা চমৎকৃত হইয়া নিশ্চয় করিলেন যে এই আমার সেই প্রেয়সী মহিষী হইবে, কিন্তু তাহাই বা কিপ্রকারে বিশ্বাস করিব, কারণ আমি তাহাকে রুদ্ধ করিয়া স্বয়ং চাবী রাখিয়াছি।

রাজা এই বিষম চিন্তার্ণবে পতিত হইলেন এবং অবশেষ ধৈর্য্যাবলম্বনে অশক্ত হইয়া কহিলেন, আমার মনঃ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, অতএব আমি ত্বরায় বাটীতে গমন করিব, সেনাপতি কহিলেন, মহারাজ! আপনি কি নিমিত্ত এমত উত্তরল হইয়াছেন? রাণী কিঞ্চিৎভীতা হইয়া কহিলেন, মহারাজ! কিয়ৎকাল বিলম্ব করিলে মাস্করেডনামক ক্রীড়া আরম্ভ করিয়া আপনাকে সন্তোষ করিতে পারি, ইহাতে পৃথ্বীপতির পূর্ব্বাধিক সন্দেহ বৃদ্ধি হইলে তিনি ক্রোধপূর্ব্বক কহিলেন, টেবিল উত্তোলন কর, আমার মনঃস্থির নহে, আমি এইক্ষণেই ভবন গমন করিব, সেনাপতি নরপতিবাক্য শিরোধারণপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজের শুভাগমনে আমি চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইলাম ইহা বলিয়া চক্রেশ্বরকে বিদায় করিলেন।

রাজা মন্ত্রির বাসস্থানহইতে বহির্গত হইয়া মহিষী আপন অন্তঃপুরে আছেন কি না ইহার অনুসন্ধানার্থ শীঘ্র তথায় গমন করিলেন, ইতিমধ্যে রাণী ঐ গুপ্ত দ্বারদিয়া আপন ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক উক্ত বস্ত্রাভরণ পরিত্যাগ করিয়া রাজকীয় বসন

পরিধান করিলেন, পরে রাজা অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে রাণীর যে বস্ত্র পরিধান ছিল তাহাই রহিয়াছে, তদ্দৃষ্টে তাঁহার মনের সকল অন্ধকার দূর হইল, অনন্তর রাণীকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আমার সেনাপতির স্বদেশহইতে এক পরম রূপবতী এবং গুণবতী কামিনী আসিয়াছে তন্নিমিত্তে মন্ত্রী আমাকে অদ্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, ঐ বামলোচনা অবিকল তব সদৃশ কিঞ্চিন্মাত্র প্রভেদ বোধ হইল না, ইহাতে আমি বিস্ময় হইয়া সন্দেহপ্রযুক্ত তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি, রাজ্ঞী কহিলেন, নাথ! তোমার এরূপ সন্দেহ করা অতি অকর্ত্তব্য, কারণ তুমি আমাকে এমত দৃঢ় গৃহে রুদ্ধ রাখিয়াছ যে মনুষ্যেয় কথা দূরে থাকুক পতঙ্গও প্রবিষ্ট হইতে পারে না, আর এক দিবস মন্ত্রিহস্তে মম বিবাহাঙ্গুরীয়ক সদৃশ এক অঙ্গুরীয়ক দেখিয়া আমার প্রতি মহারাজের অবিশ্বাস হইয়াছিল, বোধ হয় তাহাও আপনার স্মরণ থাকিবে। আর আমাকে এরূপ অবস্থায় রাখিয়াও আপনার মনের দ্বিধা দূর হইল না, অতএব তিন দিবসের মধ্যে যদি আমাকে এই কারাহইতে মুক্ত না করেন তবে আমি নিশ্চয় আত্মহত্যা হইব, রাজা কহিলেন, তোমার প্রার্থনা প্রকৃত বটে, কিন্তু আর কিছুকাল এঅবস্থায় থাকিতে হইবে, তুমি পুত্রবতী হইলেই তোমাকে মুক্ত করিব ইহা বলিয়া প্রেয়সীর নিকট বিদায় লইয়া গমন করিলেন।

ইহার দিবসদ্বয় পরে সেনাপতি জনপতিকে কহিলেন, বহু দিবস হইল আপনার দাসত্ব স্বীকার করিয়াছি, এইক্ষণে স্বদেশে যাইবার অভিলাষ হইয়াছে, অতএব মহারাজের নিকট আমার প্রার্থনা এই যে মম দেশস্থ রমণীর সহিত আমার পরিণয়

প্রদান করেন তাহা হইলে আমি মহারাজের নিকট যাবজ্জীবন বিক্রীত হইয়া থাকিব, রাজা সম্মত হইয়া কহিলেন, তুমি যদি ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রার্থনা করিতে তাহাতেও আমি অস্বীকার হইতাম না।

বিবাহের দিবস আগত হইলে পর রাজা সুসজ্জিত হইয়া স্বয়ং পুরোহিত সমভিব্যাহারে দেবালয়ে আগমন করিলেন, রাণীও সেনাপতির দেশাচার মত বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া উক্ত মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, অনন্তর পুরোহিত রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কন্যাকে কি মন্ত্রিকে দান করিতেছেন? রাজা উত্তর করিলেন, আমি এই শশিমুখীকে সরলান্তঃকরণে প্রিয় সখাকে সম্প্রদান করিতেছি, ইহা বলিয়া স্বহস্তে মহিষীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সেনাপতির হস্তে প্রদান করিলেন এবং পুরোধাও মন্ত্রপূত করিয়া বিবাহ সমাধা করিলেন।

বিবাহাঙ্গ সাঙ্গ হইলে সেনানী নিবেদন করিল, মহারাজ! আমার স্বদেশ গমনার্থ এক অর্ণবপোত প্রস্তুত হইয়াছে, অতএব আপনি অনুমতি করিলে সস্ত্রীক হইয়া স্বদেশে গমন করি, রাজা তাহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া আপনি অগ্রসর পুরঃসর জলধিযানের সমীপে গেলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, পরমেশ্বরের কৃপায় তোমরা নিরাপদে স্বদেশে উপনীত হইবা।

অনন্তর অর্ণবযান দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হইলে রাজা মহিষী মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন, যে রাণী তথায় নাই এবং অবশেষে ঐ গুপ্তদ্বার দেখিয়া নিশ্চয় করিলেন যে সেনাপতি আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া গিয়াছে,

অনন্তর তদুপলক্ষে তাঁহার বিরহ বিকার উপস্থিত হইলে তিনি শমনভবনে আতিথ্য স্বীকার করিলেন।

তাৎপর্য্য।

এই উপাখ্যান সমাপ্ত করিয়া রাণী কহিলেন, মহারাজ! ঐ রাজা আপন সেনাপতিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন, তথাচ ঐ কৃতঘ্ন তাঁহাকে প্রতারণা করিল, আপনিও তদ্রূপ আচার্য্যগণকে বিশ্বাস করিতেছেন কিন্তু উহারা আমাদের উভয়ের প্রাণ সংহারে সচেষ্টিত রহিয়াছে, মহারাজ স্বচক্ষুতে দেখিয়াছেন যে রাজপুত্র কি প্রকার আমার অপমান করিয়াছে, তথাচ আচার্য্যদিগের বক্তৃতাতে নিরস্ত রহিয়াছেন এজন্য আশঙ্কা এই যে পাছে উক্ত রাজা অপেক্ষা আপনাকে অধিক বিপদাপন্ন হইতে হয়, রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার এই অপূর্ব্ব ইতিহাসে আমার জ্ঞান জন্মিল, আমি কল্যই নন্দনকে নিধন করিব।

ইরেষ্টস্‌নামক সপ্তম শিক্ষক (এক ইফিসিয়ান স্ত্রী তাহার স্বামিকে প্রাণাধিক স্নেহ করিতেন, কিন্তু তাহার মৃত্যু হইলে পরে তদ্দেহ প্রতি সে কি প্রকার নিষ্ঠুরতা ব্যবহার করিয়াছিল) এই গল্প করিয়া ডাওক্লিসিয়ানের দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত রাখেন।

পর দিবস ভূপতি পুত্রের বধার্থ আজ্ঞা প্রদান করিলে ইরেষ্টস্‌ নামা সপ্তম আচার্য্য অচিরে সম্রাটসমীক্ষে উপনীত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন, রাজা শিক্ষককে সম্মুখে দেখিবামাত্র ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া কহিলেন, আমি তোমাদিগকে নির্দ্দোষি

এবং আজ্ঞাধীন জানিয়া পুত্রকে বিদ্যাভ্যাসনিমিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা তৎপরিবর্ত্তে তাহাকে মূক এবং লম্পট করিয়া উপস্থিত করিয়াছ, একারণ তোমাদের এবং মম কুপুত্রেরও প্রাণ দণ্ড করিব।

শিক্ষক কহিলেন, "মহারাজ! অদ্যহইতে কল্য দিবা দুই প্রহর অধিক সময় নহে, ইতিমধ্যে যদি রাজপুত্রের প্রমুখাৎ পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত না হয়েন তবে তাহার এবং আমাদের সকলের প্রাণ সংহার করিবেন," রাজা কহিলেন, ইহা সত্য হইলেও আমি এত কাল বিলম্ব করিব না, আচার্য্য উত্তর করিলেন, মহারাজ! এসময় অধিক নহে, ইতিমধ্যেই আপনি সবিশেষ জ্ঞাত হইবেন, নচেৎ ভার্য্যার কুমন্ত্রণা বশতঃ প্রাণাধিক পুত্রের প্রাণ বধ করিলে এক যোদ্ধ কুলীনসদৃশ দুরদৃষ্টভাগী হইবেন (ঐ ব্যক্তি তাহার পত্নীকে এমত ভাল বাসিতেন, যে তাহার হস্তের কিঞ্চিৎ রক্ত দর্শনে তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল,) তাহার মৃত্যু হইলে পর তদ্বনিতা উক্ত শবপ্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিল।

রাজা এই ইতিহাস শ্রবণে ব্যগ্র হইলে আচার্য্য কহিলেন, মহারাজ! যদি নৃপকুমারকে শ্মশানহইতে প্রত্যানয়ন করেন, তবে আমি এই স্ত্রীর কাহিনী পূর্ব্বাপর বর্ণন করি, রাজা কহিলেন, ভাল আমি অদ্য পুত্রকে নষ্ট করিলাম না, যেহেতু তুমি স্বীকার করিতেছ যে সে কল্য কথা কহিবে, শিক্ষক কহিল, মহারাজ! ইহা করিলেই সমস্ত জ্ঞাত হইবেন, ইহা বলিয়া নিম্ন লিখিত ইতিহাস আরম্ভ করিলেন।

ইতিহাস।

এক সাধুর এক ভুবনমোহিনী ভার্য্যা ছিল, তিনি তাহাকে

অতিশয় ভাল বাসিতেন, এক দিবস উভয়ে শতরঞ্জ ক্রীড়া করিতেং অকস্মাৎ যুবতীর হস্তে আঘাত হইলে কিঞ্চিৎ রুধির নির্গত হইল, তদ্দৃষ্টে তাহার স্বামী মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন, পরে যুবতী তন্মুখে জীবন প্রদান করিলে কিয়ৎকাল পরে তাঁহার চৈতনা হইল, কিন্তু তদুপলক্ষেই তাহার মৃত্যু হইল, অনন্তর তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধা হইলে, প্রিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল যে বরং এই কবরে দেহ পতন করিব কিন্তু কদাচ আর গৃহে গমন করিব না।

তাহার আত্মীয় স্বজন তাহাকে ভবনে আনয়ন জন্য নানাবিধ উপায় চেষ্টা করিয়া দেখিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার মতান্তর হইল না অবশেষ তাহারা এক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে তাহাকে রাখিয়া আইলেন, এবং মনেং বিবেচনা করিলেন, যে কিয়ৎদিবস পরে অবশ্য গৃহে প্রত্যাগমন করিবে।

ঐ নগরের এই নিয়ম ছিল যে কোন দোষির প্রাণ দণ্ড হইলে নগরস্থ সরিফ ঐ শবকে সমস্ত রজনী রক্ষা করিবেন, কিন্তু উক্ত দেহ হরণ হইলে তিনি ধন প্রাণ সর্ব্বস্ব হারাইবেন।

সাধুর লোকান্তরের দিবস কতিপয় পরে এক দোষির প্রাণ দণ্ড হইলে সরিফ সেই দেহ রক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু শীতের প্রাদুর্ভাবে মৃত্যুপ্রায় হইয়া রহিলেন, পরে দেখিলেন যে মন্দির নিকটস্থ এক পর্ণশালাহইতে ধূম নির্গত হইতেছে ইহাতে ঐস্থানে উপস্থিত হইয়া দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন, তৎশ্রবণে দুঃখিনী কামিনী জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? কিনিমিত্তে আমার দ্বারে আঘাত করিতেছ? সরিফ উত্তর করিল, আমি নগরস্থ সরিফ. অত্যন্ত শীতার্ত্ত হইয়া অগ্নি সেবনার্থ তোমার নিকট আসিয়াছি. যুবতী কহিল, আমার শঙ্কা এই যে পাছে তুমি মম দুরবস্থার বিষয়

জিজ্ঞাসা করিয়া শোকানল প্রদীপ্ত কর, সরিফ কহিল; আমি শপথ করিতেছি যে তোমার যাহাতে দুঃখ বোধ হইবে এমত বাক্য কদাচ উল্লেখ করিব না।

অনন্তর অগ্নির উত্তাপে শীত দূর হইলে তিনি কহিলেন, হে সতি! তোমার অনুমতি হইলে আমি এক কথা জিজ্ঞাসা করি, সাধুপত্নী কহিল, কি কথা ব্যক্ত কর, ইহাতে তিনি কহিলেন, তোমাকে পূর্ণযৌবনা কামিনী দেখিতেছি, তুমি বাটীতে না থাকিয়া কি নিমিত্তে এখানে এমত দুঃখে কাল যাপন করিতেছ, ইহাতে ঐ স্ত্রী কহিল, তুমি আমার সকল বিবরণ জ্ঞাত হইলে এমত বাক্য প্রয়োগ করিতে না, পরে তাহাকে পূর্ব্বাপর সমস্ত অবগত করাইলেন, সরিফ তাহাকে এমত পতিপরায়ণা দেখিয়া নানা প্রকার প্রশংসা করিয়া কহিলেন, তোমার দুঃখ দেখিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, অবশেষ বিদায় লইয়া ফাঁসি কাষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে শব তথায় নাই, ইহাতে তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে ঐ বিধবা সাধুপত্নীর নিকট গমন করিয়া কহিলেন, হায়! আমার কি দশা হইবে, যুবতী কহিল, তুমি কি নিমিত্ত এমত বাতুল প্রায় হইয়া রোদন করিতেছ।

সরিফ কহিল, নগরের নিয়ম এই যে, যদি কোন দোষী ব্যক্তি ফাঁসি কাষ্ঠহইতে চুরি যায়, তবে সরিফের ধন প্রাণ সর্ব্বস্ব রাজ হস্তগত হইবে, অতএব যখন আমি এখানে আসিয়াছিলাম, ঐ অবসরে তস্করেরা শব চুরি করিয়াছে, এইক্ষণে উপায় কি বল, সাধুপত্নী তাহাকে পরমসুন্দর পুরুষ দেখিয়া কহিল, তুমি রোদন সম্বরণ করিয়া আমার পরামর্শানুসার কর্ম্ম কর, তাহা হইলে অনায়াসে এবিপদহইতে মুক্ত হইতে পারিবা, তিনি

কহিলেন, কি উপায় আছে বল, যুবতী কহিল, তুমি যদি আমাকে বিবাহ করিতে স্বীকার কর তবে আমি ইহা ব্যক্ত করি, সরিফ উত্তর করিল, তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করিলে যে তোমাকে বিবাহ করিব ইহা অপেক্ষা আমার ভাগ্য কি।

অনন্তর পরস্পর পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বাগ্দান করিলে সাধুপত্নী কহিল, মম স্বামিকে এই কবরহইতে উত্তোলন করিয়া দোষির পরিবর্ত্তে ফাঁসি কাষ্ঠোপরি রাখিয়া আইস, সংপ্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, কেহ অনুভব করিতে পারিবে না, সরিফ তাহার পরামর্শানুসারে তৎস্বামিকে কবরহইতে বহিষ্কৃত করিয়া কহিলেন, দোষির সম্মুখের দুই দন্ত ছিল না এজন্য আমার আশঙ্কা এই যে কি জানি ইহা দ্বারা যদি প্রকাশ হয়, সাধুপত্নী কহিল, এক প্রস্তর লইয়া উহার সম্মুখস্থ দন্তদ্বয় ভগ্ন কর, সরিফ কহিলেন, প্রেয়সি! আমার অত্যন্ত দয়া হইতেছে আমি একর্ম্ম করিতে পারিব না, যুবতী কহিল, ইনি আমার প্রিয়পতি ছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি তব প্রেমাকাংক্ষিণী হইয়া একর্ম্মে প্রবৃত্তা হইতেছি, ইহা বলিয়া এক শিলার আঘাতে দুই দন্ত ভগ্ন করিয়া কহিলেন এইক্ষণে দোষির পরিবর্ত্তে তথায় রাখিয়া আইস।

ইহাতে সরিফ দুঃখিতান্তরে কহিলেন, এইক্ষণে উপায় কি? দোষির প্রাণ দণ্ডের পূর্ব্বে যথোচিত প্রহারপূর্ব্বক দুই কর্ণ ছেদন করা হইয়াছিল, তৎশ্রবণে দুষ্টা কহিল, তোমার ছুরিকা আমাকে দেহ তব প্রেমপাশে বদ্ধ হইয়া আমি ইহাও করিতে প্রস্তুত আছি, অনন্তর উক্ত অস্ত্রদ্বারা কর্ণদ্বয় ছেদন করিলে, সরিফ তস্করের বিনিময়ে তাহা তথায় রাখিয়া আইলেন, এইরূপে আসন্ন বিপদোত্তীর্ণ হইয়া উভয়ে পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগি-

লেন, ইহা কহিয়া শিক্ষক পশ্চাল্লিখিত কতিপয় পংক্তি বক্তৃতা করিতে লাগিলেন।

তাৎপর্য্য।

মহারাজ! স্ত্রীজাতির মনঃ স্বভাবতঃ চপলাবৎ চঞ্চল, বিশেষতঃ যখন তাহারা স্মরশরে অধীরা হয়, তখনকার কথা আর কি বলিব, অতএব তাহাদের বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যুক্তিযুক্ত নহে, আমার বোধ হইতেছে যে রাজ্ঞীর তাদৃশী দশা উপস্থিত হইয়াছে, তিনি পূর্ব্বে রাজকুমারের প্রেমানুরাগিণী হইয়া থাকিবেন কিন্তু উক্ত আশায় নিরাস হইয়া এইক্ষণে দ্বেষ প্রকাশ করিতেছেন, সে যাহা হউক, এইক্ষণে সে সব কথা উল্লেখের আবশ্যক নাই, কারণ কল্য আমরা রাজপুত্রপ্রমুখাৎ সবিশেষ জ্ঞাত হইব, ইহাতে ভূপতি নিরস্ত হইলে আচার্য্য নিজ আবাসে গমন করিলেন।

রজনী আগতা হইলে চক্রেশ্বর শয়নাগারে গমন করিলেন কিন্তু মনের চাঞ্চল্যপ্রযুক্ত প্রায় সমস্ত যামিনী জাগরুক থাকিলেন, পরে প্রত্যূষে কিঞ্চিৎ নিদ্রা আকর্ষণ হইবামাত্র স্বপ্ন দেখিলেন, যে দুগ্ধফেনবৎ এক শ্বেত কপোত আসিয়া নিকটে উপস্থিত হইল, রাজা আহ্লাদিত হইয়া তাহাকে পালন করিতে লাগিলেন, অনতিবিলম্বে এক অহিকা দৃষ্টিগোচরা হইল, রাজা তাহাকে সুদৃশ্যা দেখিয়া স্নেহ বশতঃ কখন বক্ষঃস্থলে কখন পার্শ্বে রাখিতে লাগিলেন, ঐ সর্পী কপোতের রূপ লাবণ্যে মোহিত হইয়া তৎসহিত প্রেম সম্ভাষণ করিতে ইচ্ছা করিলেন কিন্তু কপোত তাহাকে রাজপ্রিয়া জানিয়া অত্যন্ত মান্য করিত, সুতরাং অস্বীকৃত হইলে ভুজঙ্গ বলপূর্ব্বক তাহার মুখে চুম্বন করিলেন, ইহাতে কপোত শঙ্কিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল,

সর্পী অপমানিতা হইয়া দ্বেষপ্রযুক্ত তাহার প্রাণ সংহারে সচেষ্টিত রহিলে রাজাও তাহার সহকারী হইলেন, কপোত নিরুপায় দেখিয়া কেবল উর্দ্ধদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, ইহাতে বোধ হইল যেন সে পরমেশ্বরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে, কিয়ৎকাল পরে কপোতের প্রাণ রক্ষার্থ ক্রমশঃ সপ্ত পক্ষী উপস্থিত হইয়া রণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, এইরূপ সংগ্রামে সপ্ত দিবস গত হইলে রাজা যে পক্ষ জয়ী হয় সেই পক্ষে সাপেক্ষ হয়েন, অর্থাৎ পক্ষিপক্ষ পরাজিত হইলে তৎপ্রতি প্রতিকূল হইয়া সর্পীপ্রতি সানুকূল হয়েন এবং ভুজঙ্গ রণে ভঙ্গ হইলে তাহার প্রতি প্রতিকূল হয়েন, পরিশেষ তাহাদের কোলাহলে নিদ্রাভঙ্গ হইলে এই স্বপ্নের আদ্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, পরে বিষণ্নমনে শয্যাহইতে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং রাণীও তৎসহিত উঠিয়া নির্দোষি রাজকুমারের এবং সপ্তাচার্য্যের প্রাণ সংহারার্থে এমত ব্যাকুলা হইলেন যে এক মুহূর্ত্তও তাহার পক্ষে এক বৎসর সদৃশ জ্ঞান হইতে লাগিল।

ডাওক্লিসিয়ান রাজকুমার রাণীর গুণাগুণ বর্ণন করিয়া আপন প্রাণরক্ষা করেন।

সপ্ত দিবস অতীত হইলে পর নৃপনন্দন স্বয়ং বক্তৃতাদ্বারা এই অপযশঃহইতে মুক্ত হওনার্থ রাজসন্নিধানে দূত প্রেরণ করিলেন, রাজপুত্রের প্রমুখাৎ আদ্যন্ত বৃত্তান্ত শ্রবণে ব্যগ্রচিত্ত হইয়া রাজকুমারকে সভায় আনিতে আদেশ করিলেন।

নৃপাঙ্গজ বহুমূল্য বসনভূষণে ভূষিত হইয়া সপ্তাচার্য্য সমভি-

ব্যাহারে আগমন করিলেন, রাজসভায় উপনীত হইলে পর নৃপতি ডাওক্লিসিয়ানের বক্তৃতা শ্রবণার্থে মুখ্য মন্ত্রি এবং সম্ভ্রান্ত লোক সকলকে আহ্বান করিলেন, অনন্তর সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি নিরস্ত হইলে পর রাজপুত্র কহিলেন, মহারাজ! মম আত্মরক্ষার পূর্ব্বে প্রার্থনা এই যে রাজ্ঞী এবং তৎ সহচরীদিগকে সভায় আনয়ন করুন, রাজা মহিষীকে সভায় আসিতে আদেশ করিলে তিনি বয়স্যাগণ সংহতি রাজসভায় উপস্থিতা হইলেন, অনন্তর নৃপাঙ্গজ কহিলেন, তাত! রাণী এবং তৎপরিচারিকাগণকে আমার সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মানা থাকিতে আজ্ঞা করুন, পরে তাহারা রাজ আজ্ঞানুসারে সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ হইলে নৃপসুত কহিলেন, মহারাজ! ঐ নীলাম্বর পরিধানা যে তব প্রিয়ার প্রিয়সখী তাহাকে বিবস্ত্রা করুন তাহা হইলেই সবিশেষ জ্ঞাত হইবেন।

প্রিথ্বীপতি কহিলেন, বৎস! স্ত্রীলোককে সভামধ্যে উলঙ্গ করিলে অবনী অপযশে পূর্ণা হইবে, অতএব ইহা কি প্রকারে কর্ত্তব্য হইতে পারে? রাজপুত্র উত্তর করিলেন, পিতঃ! যদি এই ছদ্মবেশা রমণী প্রকৃত রমণী হয় তবে এই লজ্জাপযশঃ আমার হইবে নচেৎ মহিষীই এই উভয়ের পাত্রী হইবেন, অনন্তর তাহাকে বিবস্ত্রা করিবামাত্র পুংচিহ্ন দেখিয়া সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি চমৎকৃত হইলেন, নৃপাঙ্গজ কহিলেন, মহারাজ! এই দুরাত্মা লম্পট আপনাকে প্রতারণা করিয়া এতদিবস মহিষীর সহিত রস প্রসঙ্গে কাল যাপন করিতেছিল, কিন্তু মহারাজ ইহার বিন্দুবিসর্গও জ্ঞাত নহেন।

দৃষ্টিমাত্র রাজা ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া রাণী এবং তৎসহচরীবর্গকে অবিলম্বে অগ্নিতে ভস্মসাৎ করিতে আজ্ঞা প্রদান

করিলেন, ইহাতে নৃপনন্দন কহিলেন, মহারাজ! আমার প্রার্থনা এই যে আমি সম্যক্ প্রকারে এই অপকলঙ্কহইতে উত্তীর্ণ না হইলে ইহাদিগের প্রাণ নষ্ট করিবেন না, রাজা উত্তর করিলেন, হে প্রাণাধিক পুত্র! এই বিচারের ভার তোমাকে অর্পণ করিলাম, ইহার উচিত কর্ত্তব্য তুমিই কর, অনন্তর রাজকুমার পশ্চাৎ প্রকটিত বক্তৃতা করিয়া নিজ নির্দোষ প্রমাণ করিলেন।

ডাওক্লিসিয়ান রাজপুত্রের বক্তৃতা।

হে সসাগরা ধরাধীশ্বর! মহলার প্রার্থনানুসারে আপনি আমার আনয়নার্থ দূত প্রেরণ করিলে আমি এই সপ্ত আচার্য্য লইয়া শুভাশুভ লগ্ন নির্ণয়ার্থ গ্রহ নক্ষত্রাদি গণনা করিয়া স্থির করিলাম, যে যদি আমি সপ্ত দিবসের মধ্যে বাক্য প্রয়োগ করি তবে নিশ্চয় আমার মৃত্যু হইবে, তৎপ্রযুক্ত এপর্য্যন্ত মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছিলাম, আর রাণী অপবাদ করিয়াছেন যে আমি তাহার স্ত্রীধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছি, এসমস্তই মিথ্যা, তিনি স্মরশরে অধীরা হইয়া উক্ত জ্বালা নিবারণার্থ আমার নিকট আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমি লোকাচার বিরুদ্ধ কুকার্য্যে অসম্মত হইলে এবং পূর্ব্ব কারণপ্রযুক্ত বাক্য প্রয়োগ না করিলে তিনি লেখনী ও মস্যাধার এবং কাগজ আনিয়া কহিলেন, তুমি যদি বাক্য প্রয়োগ করিতে লজ্জিত হও তবে লিপিদ্বারা তোমার মনোগত ভাব প্রকাশ কর, অনন্তর আমি লিখিলাম, "যে আমি কোনক্রমেই বিমাতা হরণ করিয়া নিরয়গামী হইতে পারিব না," ইহাতে তিনি হরিষে

বিষাদ দেখিয়া, পরিধেয় বসন খণ্ড২ করিয়া আপন মুখে নখাঘাত পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া কহিলেন, যে আমি বলপূর্ব্বক তাহাকে আক্রমণ করিয়া দন্তাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছি।

শ্রবণমাত্র রাজা ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া বনিতা প্রতি দৃষ্টি পাত করত কহিলেন, ও রে দুষ্টা ব্যাভিচারিণি! তুমি কি এই গুপ্ত উপপতি লইয়াও সন্তোষ হও নাই, পুনশ্চ মম পুত্রের সহিত এই কুকর্ম্মে প্রবৃত্তা হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলা।

রাণী নিরুপায় দেখিয়া প্রাণভয়ে রাজার চরণে পতিতা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, রাজা কহিলেন, তুমি ক্ষমার পাত্রী নহ, অতএব তিন কারণপ্রযুক্ত তোমাকে অবশ্য বিনাশ করিব, প্রথমতঃ, তুমি ব্যাভিচারিণী হইয়াছ, দ্বিতীয়তঃ, তুমি কামানলে উন্মত্তা হইয়া পুত্রকে পাপ পঙ্কে নিমগ্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলা, তৃতীয়তঃ, তুমি প্রত্যহ পুত্রের বধার্থে উৎসাহ প্রদান করিতা, অতএব তোমার যেমত কর্ম্ম তদুপযুক্ত ফল অবশ্য প্রদান করিব।

ডাওক্লিসিয়ান কহিলেন, হে জগন্মান্য পিতঃ! রাজ্ঞী কহিয়াছিলেন, যে আমি আচার্য্যদিগের সাহায্যে আপনাকে রাজ্য চ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইব, মহারাজ! আমি পরমেশ্বর সাক্ষী করিয়া কহিতেছি যে তাঁহারা আমাকে এমত কুশিক্ষা কখন দীক্ষা করান নাই, অতএব জগদীশ্বরের নিকট আমার প্রার্থনা এই যে আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া রাজ্য করুন। মহারাজ! মহিষী এক সাধুর সদৃশ মম প্রতি দোষ প্রকাশ করিতেছেন, ঐ ব্যক্তি তাহার পুত্র ততোধিক বিখ্যাত হইবার আশঙ্কায় তাহাকে সমুদ্রে নিঃক্ষেপ করেন কিন্তু সে জগদীশ্বরের কৃপাতে

জীবন পাইয়া অবশেষ ঐ জনক জননীর সুখ সম্পত্তির আকর-স্বরূপ হইলেন।

রাজা এমত অশেষ গুণশালি পুত্র পাইয়া পরমেশ্বরকে অসঙ্খ্য ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, বৎস! তোমার বিদ্যা বুদ্ধি সন্দর্শনে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম, এইক্ষণে আমাকে এই অদ্ভুত ইতিহাস শ্রবণ করাও, অনন্তর সভাস্থ লোক সকল নিস্তব্ধ হইলে রাজকুমার পশ্চাল্লিখিত উপাখ্যানের উপক্রম করিলেন।

আলেকজণ্ডর এবং লডউইকের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব।

কারথেজ নগর নিবাসি কোন ধনি মহাজনের আলেকজণ্ডর-নামক এক পুত্র ছিল, তিনি তাহাকে সর্ব্বশাস্ত্রে নিপুণ করিয়া-ছিলেন।

সাধুপুত্রের বয়োবৃদ্ধি সহকারে রূপলাবণ্য এবং বুদ্ধির বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অনন্তর সপ্ত বৎসর এক আচার্য্যের নিকট বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত থাকিলে (মহারাজ যেমন আমাকে আনয়-নার্থে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন,) তাহার পিতাও এইরূপ তাহার নিকট এক দূত প্রেরণ করিলেন, পুত্র উপনীত হইলে পর মহা-জন নন্দনকে সর্ব্বশাস্ত্রে অদ্বিতীয় দেখিয়া আহ্লাদ পয়োধিতে নিমগ্ন হইলেন।

এক দিবস মহাজন এবং তৎপত্নী পুত্রকে লইয়া ভোজন করিতেছিলেন, এমত সময়ে এক বুলবুল পক্ষী গবাক্ষদ্বার সন্নিহিত এক বৃক্ষে বসিয়া গান করিতে লাগিল, তৎশ্রবণে মহা-জন মোহিত হইয়া কহিলেন, আমি কি প্রকারে এই গানের

ভাবার্থ সংগ্রহ করিব, পুত্র পিতার এমত ব্যগ্রতা দেখিয়া কহিল, তাত ! আমিই তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ করিব, ঐ বুলবুল আমার ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের বিষয় গান করিতেছে, তাহার অর্থ এই, যে আমি এক প্রসিদ্ধ অধীশ্বর হইব, পিতা আমার হস্ত প্রক্ষালনার্থ বারি আনয়ন করিবেন আর মাতা গাত্র মার্জ্জনী লইয়া দণ্ডায়মানা থাকিবেন, তাহার জনক এই গানের অর্থ শ্রবণমাত্র কুপিত হইয়া মনেং বিবেচনা করিলেন, যে এ অপমান স্বীকার করিয়া কদাচ জীবন ধারণ করিতে পারিব না, অনন্তর পুত্রকে লইয়া এক পয়োধিতে নিঃক্ষেপ করিয়া কহিলেন, ওরে অহঙ্কারি ! তুমি ঐ স্থানে শয়ন করিয়া থাক, কিন্তু ঐ বালক সন্তরণপূর্ব্বক বহু কষ্টে তীর প্রাপ্ত হইল, এইরূপে চারি দিবস অনাহারী থাকিলে পঞ্চম দিবস এক জাহাজ দৃষ্টিগোচর হইল, আলেকজণ্ডর আপন প্রাণ রক্ষার্থ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, শ্রবণমাত্র পোতবাহকেরা তাহাকে অনায়নার্থ অর্ণবপোতের পশ্চাদ্বর্ত্তি ক্ষুদ্রতরী পাঠাইয়া দিলেন, অনন্তর ইজিপ্টদেশে উপনীত হইয়া তাহাকে এক ডিউককে বিক্রয় করিলেন, তিনি উক্ত বালকের বিদ্যা বুদ্ধি এবং শীলতা দেখিয়া তাহাকে অত্যন্ত স্নেহপূর্ব্বক প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ইজিপ্টদেশের রাজার এক বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি রাজবাটীহইতে বহির্গত হইলেই তিন কাক তাঁহার চতুর্দ্দিগে বেষ্টনপূর্ব্বক ভয়ানকস্বরে কাকা ধ্বনি করিত, ভূপতি ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া রাজ্যে ঘোষণা করিলেন যে, যে এই কাকধ্বনি নিবারণ করিতে পারিবে তাহাকে দুহিতার সহিত বিবাহ দিব এবং সে মম মরণান্তর এই রাজ্যের অধিপতি হইবে।

এই ঘোষিত বিষয় আলেকজণ্ডরের কর্ণগোচর হইলে তিনি ডিউককে কহিলেন, মহাশয়! আমি রাজাকে এই বিপদ্‌হইতে মুক্ত করিব, ডিউক রাজাকে এই বিষয় জ্ঞাত করাইলে তিনি কহিলেন, আমি যাহা স্বীকার করিয়াছি তাহা অবশ্য করিব, অনন্তর আলেকজণ্ডর রাজসমীক্ষে উপনীত হইয়া কহিল, মহা-রাজ! ঐ কাকেদের মধ্যে একটী পুরুষ একটী স্ত্রী এবং তাহাদের এক শাবক আছে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হওয়াতে কাকী শাবককে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিয়াছিল, কিন্তু কাক এই বিপদকালে কায়িক কষ্ট স্বীকার করিয়াও আহার আহরণ-পূর্ব্বক তৎশাবকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল, অনন্তর এই মন্বন্তর উত্তীর্ণ হইলে পর কাকী শাবকের নিকট প্রত্যাগমন করিলে কাক কহিল, তুমি অতি নিষ্ঠুরা, এইপ্রযুক্ত দুর্ভিক্ষকালীন যে সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলে এইক্ষণে সেই সন্তানের অংশ পাইবা না।

উহাদিগের মধ্যে এই কলহ উপস্থিত হইয়াছে, এজন্য মহা রাজের নিকট বিচার প্রার্থনা করিতেছে, অতএব ইহার মীমাং সা করিলেই উহারা মহারাজকে আর বিরক্ত না করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিবে।

ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন, শাবক বিপদকালে তাহার পিতার সাহায্যে জীবন ধারণ করিয়াছিল, অতএব সে তাহারি অনুগত হইয়া থাকিবে, আর কাকী অত্যন্ত গর্হিত এবং লোকাচার বি-রুদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছে, এইহেতু তাহার সহিত কি প্রকার শাবকের সম্পর্ক থাকিতে পারে, রাজার এই নিষ্পত্তি শ্রবণমাত্র বায়সগণ স্বস্ব স্থানে গমন করিল, ইহা দেখিয়া সভাস্থ সমস্ত লোক চমৎ-কৃত হইলেন।

অনন্তর অধিপতি আলেক্জণ্ডরকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি আমার সন্তানতুল্য হইলে তোমার সহিত কন্যার বিবাহ দিব, আর আমার পরলোক প্রাপ্তি হইলে তুমিই এই রাজ্যের অধীশ্বর হইবা, এইরূপে আলেক্জণ্ডর স্নেহ এবং প্রশংসার পাত্র হইয়া রাজার নিকট কাল যাপন করিতে লাগিলেন, তাহাকে কোন দুরূহ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার মীমাংসা করিয়া দেন।

এই সময়ে টিটস নামা এক প্রসিদ্ধ সম্রাট ছিলেন, তিনি পৃথিবীর সমস্ত রাজাপেক্ষা সর্ব্বগুণে গুণশালীপ্রযুক্ত সকল ভূপাল তাঁহার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিতে আসিতেন, আলেক্জণ্ডর উক্ত রাজার যশঃ কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া ঐ রাজ্যে গমনার্থ রাজার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন, রাজা কহিলেন, তুমি এইক্ষণে রাজকুমার সদৃশ হইয়াছ অতএব তদুপযুক্ত উপঢৌকন না লইয়া কি প্রকারে চক্রেশ্বর সহিত সাক্ষাৎ করিবা, আর আমার কন্যাকে পরিণয় না করিয়া গমন করিতে পারিবা না, ইহাতে আলেক্জণ্ডর কহিলেন, মহারাজ! আপনি যদি সম্মত হয়েন তবে আমি প্রত্যাগমনানন্তর রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া জামাতৃপদ প্রাপ্তিতে কৃতার্থম্মন্য হইব।

অনন্তর রাজা সম্মত হইলে আলেক্জণ্ডর বহুবিধ হয় হস্তি পদাতি ইত্যাদি সমভিব্যাহারে সম্রাট সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করিলেন।

অনন্তর উক্ত নগরে উপনীত হইয়া রাজাকে যথাবিধ প্রণাম পুরঃসর কহিলেন, মহারাজ! আমি ইজিপ্ট দেশাধিপতি ভূপতির পুত্র, কর্ম্মের প্রার্থনায় মহারাজের নিকট আসিয়াছি, অতএব আপনি এদাসের প্রতি প্রসন্ন হইলে পরম চরিতার্থতা

প্রাপ্ত হই, ইহাতে রাজা সন্তোষ হইয়া কোষাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলেন, আলেক্জগুর তাহার সুনীতি এবং সচ্চরিত্র-দ্বারা সভাস্থ সমস্ত লোকেরই স্নেহের পাত্র হইলেন।

কিয়ৎকালানন্তর লডউইকনামক ফরাসী রাজকুমার রাজ-নীতি শিক্ষার্থ উক্ত স্থানে উপস্থিত হইলেন, নৃপতি তাহাকে পরম সমাদরপূর্ব্বক পানপাত্রবাহক ভৃত্য করিলেন, এই দুই রাজকুমার রূপলাবণ্যে এমত তুল্য ছিলেন, যে সহসা কেহ উহা-দের মধ্যে প্রভেদ বোধ করিতে পারিত না, এবং উভয়ে সম-বয়স্ক হওয়াতে পরস্পর অত্যন্ত প্রণয় জন্মিল।

সম্রাটের ফ্লোরেন্টিনা নাম্নী এক ভুবনমোহিনী নন্দিনী ছিল, তদ্ভিন্ন তাহার আর সন্তান হয় নাই, ঐ কন্যা সর্ব্বদা অন্তঃপুরে থাকিত, কিন্তু রাজা স্নেহ বশতঃ প্রত্যহ ভোজন সময়ে কিঞ্চিৎ২ খাদ্য দ্রব্য পাঠাইয়া দিতেন, আলেক্জগুর ঐ দ্রব্য লইয়া রাজদুহিতাকে প্রদান করিতেন, কন্যা তাহার রূপ গুণে মো-হিত হইয়া তৎপ্রেমানুরক্তা হইলেন।

দৈবাৎ এক দিবস আলেক্জগুর উপস্থিত না থাকাতে লড-উইক রাজপ্রসাদ লইয়া নৃপতনয়ার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহার লোকাতীত সৌন্দর্য্য দর্শনে মোহিত হইলেন।

কন্যা আলেক্জগুরের পরিবর্ত্তে তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তোমার নাম কি? লডউইক কহিলেন, আমি ফরাসী ভুপালতনয়, আমার নাম লডউইক, ইহা বলিয়া বিষন্ন বদনে প্রত্যাগমন করিলেন।

যামিনী আগতা হইলে তাহার বিরহ বিকার উপস্থিত হইল, আলেক্জগুর প্রিয় বয়স্যকে এরূপ বিরূপ দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, লডউইক কহিলেন, আমার সাংঘাতিক

পীড়া উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার বিশেষ কারণ কিছুই বলিতে পারি না, আলেকজণ্ডর তাহাকে কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, বয়স্য! তোমার বিকারের বিবরণ সমস্ত জ্ঞাত হইলাম, অদ্য যখন তুমি রাজপ্রসাদ লইয়া নৃপতনয়ার নিকট গমন করিয়াছিলে, ঐ সময়ে তাহার সৌন্দর্য্য স্বরূপ শর আসিয়া তব বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করিয়াছে, লডউইক কহিলেন, বন্ধু! এ রোগের নির্ণয় করা ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত ভেষজের অসাধ্য, তুমি ইহা কি প্রকারে জ্ঞাত হইলা, সে যাহা হউক, এক্ষণে এই উপলক্ষে আমার মৃত্যু হইবে, আলেকজণ্ডর কহিলেন, সখে ধৈর্য্য হও, আমি এবিকারের প্রতীকারার্থ সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব।

পরদিবস প্রভাত হইলে আলেকজণ্ডর লডউইকের আজ্ঞাতে এক বহুমূল্য মণি ক্রয় করিয়া রাজকন্যার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন, ফরাসীদেশের রাজপুত্র তোমার রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া বিরহ বিকারে অধীর হইয়াছেন, অতএব স্মরণার্থ তোমার নিকট এই রত্ন পাঠাইয়া দিলেন, গ্রহণ কর, নৃপসুতা কুপিতা হইয়া কহিলেন, তুমি সামান্য রত্ন দেখাইয়া আমাকে ভুলাইতেছ, পিতার সম্মতি ব্যতীত আমি কাহারও সহিত প্রেমালাপ করিব না।

আলেকজণ্ডর এই নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণে হতাশ হইয়া বিষন্নমনে বাসস্থানে আগমন করিলেন, পরদিবস পূর্ব্বাপেক্ষা কিম্মতীয় রত্ন কএকটি লইয়া লডউইকের নাম উল্লেখে কামিনীকে প্রদান করিলেন, যুবতী এই অমূল্য নিধি সন্দর্শনে কিয়ৎকাল আলেকজণ্ডরের প্রতি দৃঢ় দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, আমি সাশ্চর্য্যা হইয়াছি যে তুমি আপন জন্য ক্ষণমাত্র চেষ্টা না করিয়া অপরের নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছ, আলেকজণ্ডর কহিলেন,

রাজকুমারি! আমি রাজকুলোদ্ভব নহি, কি প্রকারে তোমার যোগ্য বর হইব, বিশেষতঃ ইজিপ্ট দেশাধিপতি রাজদুহিতা ব্যতীত আমার অন্য রমণীতে প্রয়াস নাই এবং তাহাকেই আমি বাক্‌দান করিয়াছি, সুতরাং তদ্দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমাকে তোমার নিকট আসিতে হইল, এইক্ষণে তুমি তাহার প্রতি কৃপাবলোকন না করিলে নিশ্চয় তাহার প্রাণ বিয়োগ হইবে, ইহাতে নৃপদুহিতার কিঞ্চিৎ দয়া উপস্থিত হইলে তিনি কহিলেন, এক্ষণে তুমি বিদায় হও আমি বিশেষ বিবেচনা না করিয়া ইহার উত্তর দিব না।

আলেকজণ্ডর সে দিবস বাটীতে আসিয়া তৃতীয় দিবস হীরক মুক্তা প্রবালাদিতে খচিত এক মনোহর বস্ত্র লইয়া রাজকুমারীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, মৃতকল্প লডউইক এই উপঢৌকন পাঠাইয়াছেন, কন্যা তদ্দর্শনে আহ্লাদিতা হইয়া কহিলেন, লডউইককে অদ্য একাদশ ঘটিকা যামিনীযোগে আসিতে কহিবা, আমি তাহার নিমিত্ত দ্বার মুক্ত রাখিয়া প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব, আলেকজণ্ডর তৎশ্রবণে হর্ষমনে নৃপনন্দিনীর নিকট বিদায় লইয়া লডউইকের নিকট উপনীত হইয়া কহিলেন, বয়স্য! রাজদুহিতা সম্মতা হইয়াছেন, অদ্য দুই প্রহর যামিনীর পূর্ব্বে গমন করিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে।

এই কথা কর্ণগোচর হইবামাত্র লডউইক যেন সহসা নিদ্রা-হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, বিকারের আকারমাত্র রহিল না, নির্দ্ধারিত সময় আগত হইলে তিনি আলেকজণ্ডরের সমভিব্যাহারে নৃপতনয়ার মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, যুবতী তাহাদিগকে দেখিয়া সমাদরপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া বসাইলেন, এই

অবধি লডউইক সর্ব্বদা রাজদুহিতার নিকট গমনাগমন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে রাজসভাস্থ সমস্ত লোকেরই কর্ণগোচর হইল, তাহারা লডউইককে এবং রাজদুহিতাকে একত্রে ধৃত করণার্থ সচেষ্টিত রহিলেন, কিন্তু আলেক্‌জণ্ডরের বুদ্ধিকৌশলে সে আশায় নিরাস হইলেন।

অনন্তর আলেক্‌জণ্ডর এক পত্রী প্রাপ্ত হইলেন তাহার মর্ম্ম এই, যে "ইজিপ্ট মহীপাল পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন অতএব আপনি অবিলম্বে আগমনপূর্ব্বক রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন," এই সমাচার লডউইক এবং নৃপবালাকে জ্ঞাত করাইলেন, পরিশেষ পৃথ্বীপতির নিকট আদ্যন্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমার এমত অভিলাষ যে রাজ্য লোভ সম্বরণ করিয়াও আপনার নিকট নিযুক্ত থাকি, রাজা কহিলেন, তুমি আমার প্রিয়তম, তোমাকে সরলান্তঃকরণে বিদায় দিতে পারিব না, কিন্তু অনুগত ব্যক্তির সৌভাগ্যে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে সুতরাং তোমাকে বিদায় দিতে হইল।

রাজার অনুমতি পাইলে সভাস্থ সমস্ত লোকের নিকট বিদায় লইতে গমন করিলে তাঁহারা প্রিয়বয়স্যের গমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইলেন।

লডউইক এবং ফ্লোরেণ্টিনা নৃপসুতা ভূপতির অনুমতি লইয়া প্রায় এক যোজনপর্য্যন্ত আলেক্‌জণ্ডরের সহিত গমন করিলেন।

পথিমধ্যে আলেক্‌জণ্ডর উভয়কে কহিলেন, তোমরা সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবা এই প্রেমের অঙ্কুর প্রকাশ হইলে প্রাণ মান উভয়ই হারাইবা, লডউইক কহিল, সখে! এনিমিত্ত তোমার কোন

চিন্তা নাই, অনন্তর আপন অঙ্গুরীয়ক আলেক্‌জণ্ডরের হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন, বন্ধো! আমাকে স্মরণ রাখিবার জন্য তোমাকে এই অঙ্গুরীয়ক দিতেছি, গ্রহণ কর, ইহাতে আলেক্‌জণ্ডর ঈষদ্‌হাস্য করিয়া কহিলেন, বয়স্য! আমাদের এপ্রণয় বিস্মৃত হইবার নহে, কিন্তু তথাপি তব প্রার্থনানুসারে এই অঙ্গুরীয়ক আমাকে লইতে হইল, ইহা বলিয়া উভয়কে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ইজিপ্ট দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কিয়দ্দিনানন্তর গাএডোনামক এস্পেইন দেশাধিপতি নৃপসুত আসিয়া উপনীত হইলেন, রাজা তাহাকে আলেক্‌জণ্ডরের কর্ম্মে নিযুক্ত করত তদীয় আবাস নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন, ইহাতে লডউইকের বৈরভাবের আবির্ভাব হইলে সুতরাং তাহারও দ্বেষ জন্মিতে লাগিল।

এই রূপে কিয়ৎকাল গত হইলে এক দিবস রাজা যৎকালীন লডউইকের শীলতা এবং বীর্য্যত্তাদি গুণের প্রশংসা করিতেছিলেন ইত্যবসরে গাএডো আসিয়া কহিল, মহারাজ! লডউইক কৃতঘ্ন এবং রাজদ্রোহী সে এপ্রশংসার যোগ্য পাত্র নহে, রাজা চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, তুমি কি নিমিত্ত এমত বাক্য প্রয়োগ করিতেছ, সে কহিল, মহারাজের এক কন্যামাত্র, লডউইক তাহার সতীত্ব ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে এবং অদ্যাপি তাহার নিকট গমনাগমন করিতেছে, ইহা শুনিয়া রাজা ক্রোধে হুতাশন সদৃশ হইয়া লডউইককে আহ্বান করিয়া কহিলেন, দেখ তোমার এইরূপ অপবাদ হইতেছে যদি ইহা সত্য হয় তবে নিতান্ত তোমাকে কৃতান্ত ভবনে গমন করিতে হইবে।

লডউইক আপন নির্দোষতার প্রামাণার্থ বহুবিধ বক্তৃতা করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে কহিলেন, হে রাজন্‌! আমি এ কু-

কর্ম্মান্বিত হইলে আমার বীর্য্য অবশ্য হ্রাস হইয়া থাকিবে, অতএব আমার বাহুবল দর্শাওনার্থ অপবাদকের সহিত যুদ্ধ করিব, এবং গাএডোও তাহাকে হীন বল জানিয়া সম্মত হইলে রাজা যুদ্ধার্থ এক নির্দ্ধারিত দিবস নির্দ্দিষ্ট করিলেন, কিন্তু লডউইক রাজকুমার নিজে হীনবলপ্রযুক্ত মনে ভীত হইয়া সেই বরাননাকে এই বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন এবং কহিলেন, দেখ, গাএডো অত্যন্ত বীর্য্যবন্ত, আমার বাহুবল পরাক্রম কিঞ্চিৎমাত্র নাই, অতএব এইক্ষণের উপায় কি? রাজকুমারী কহিলেন, নাথ! তুমি অবিলম্বে অধিপতির নিকট উপস্থিত হইয়া কহ, যে মহারাজ! মম জনকের সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ পাইয়াছি অতএব আপনার অনুমতি হইলে স্বদেশ গমন করি, ইহাতে রাজা নিঃসন্দেহ সম্মত হইবেন, ঐ অবসরে সত্বরে আলেকজণ্ডার নরেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহার বুদ্ধি কৌশলপ্রভাবে তুমি এই আসন্ন শঙ্কটোত্তীর্ণ হইতে পারিবা।

লডউইক প্রিয়তমার পরামর্শানুবর্ত্তী হইয়া রাজার নিকট বিদায় লইলেন, এবং অচিরে আলেকজণ্ডার নিকট উপস্থিত হইয়া আপন অভিপ্রেত আশা আদ্যন্ত বর্ণন করিলেন, তিনি প্রিয় সখাকে নয়ন গোচর করিয়া আহ্লাদ পয়োধিনীরে নিমগ্ন হইয়া কহিলেন, বয়স্য! তোমার উপকারার্থ প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছি, কিন্তু কি প্রকারে এই বিপদ সমুদ্রহইতে তোমাকে পারোত্তীর্ণ করিব তাহা স্থির করিতে পারি না, লডউইক কহিলেন, সখে! ইহার কেবল এক উপায় আছে, তুমি গোপনে ভূপাল সদনে গমন করিয়া আমার পরিবর্ত্তে যুদ্ধ করিবা তাহা হইলেই আমি কৃতকার্য্য হইব, ইহাতে আলেকজণ্ডার সম্মত হইলেন, কিন্তু দেখিলেন যে নির্দ্ধারিত যুদ্ধ দিবসের কেবল অষ্ট-

দিবস অপেক্ষা আছে, এপ্রযুক্ত তিনি সঙ্কটযুক্ত হইলেন, কারণ আগত কল্য তাঁহার বিবাহোপলক্ষে সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন কিন্তু ঐ দিবস বিলম্ব করিলে কোনক্রমেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে সম্রাটসমীপে উপস্থিত হইতে পারেন না।

এই উভয় সঙ্কটাপন্ন হইয়া উভয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন অবশেষ আলেকজণ্ডার প্রিয়মিত্রের উপকারার্থ ধন প্রাণ পত্নী রাজত্ব ইত্যাদি সমস্তকে তৃণ তুল্য জ্ঞান করিয়া এক উপায় স্থির করত লডউইককে কহিলেন, সখে! তুমি সর্ব্ব প্রকারে মম সদৃশ কিঞ্চিৎমাত্র বিভেদ নাই, অতএব মম পরিবর্ত্তে তুমি এই স্থানে থাকিয়া সমস্ত বিবাহাঙ্গ সাঙ্গ কর, কিন্তু আমার প্রার্থনা এই যে তুমি কেবল মম প্রেয়সী মহিষীর নিকট শয়ন করিয়া থাকিবা, ফলতঃ তাহার সহিত কোন বাক্যালাপ করিবা না, তাহা হইলে আমি ইজিপ্টদেশাধিপতির নিকট উপস্থিত হইয়া সেই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া যদি জয়ী হইতে পারি তবে প্রত্যাবর্ত্তন করিব, নচেৎ আমার এইপর্য্যন্ত জীবনের সীমা। এইরূপে লডউইককে সত্যবদ্ধ করিয়া যাত্রা করিলেন।

পরদিবস সম্ভ্রান্ত লোক সকল উপস্থিত হইয়া লডউইককে আলেকজণ্ডার রাজা বোধে রাজকন্যার সহিত পরিণয় প্রদান করিলেন এবং যামিনীযোগে ভোজন ব্যাপার সমাধা হইলে লডউইক মহিষীর শয়নাগারে গমন করিলেন, কিন্তু সত্য প্রতিপালনার্থ উভয়ের মধ্যে এক তীক্ষ্ণ অসি রাখিয়া শয়ন করিলেন, তদ্দৃষ্টে রাজদুহিতা চমৎকৃতা এবং ভীতা হইলেন, এইরূপে বন্ধুর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় দিনপাত্র করিতে লাগিলেন।

এদিগে রাজা আলেকজণ্ডার সম্রাটসভায় উপনীত হইয়া পৃথ্বীপালকে কহিলেন, মহারাজ! মম পিতার পীড়া কিঞ্চিৎমাত্র

উপসম হয় নাই কিন্তু আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন আশঙ্কায় আমাকে নির্দ্ধারিত যুদ্ধদিবসে প্রত্যাগমন করিতে হইল, রাজা তাহার রাজভক্তি সন্দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, এসংগ্রামে তুমিই জয়ী হইবা।

আলেকজণ্ডার লডউইকের নির্দ্দিষ্ট আবাসে গমন করিলে পর রাজবালা তৎসহিত সাক্ষাৎ করণার্থ গোপনে আগমন করিলে আলেকজণ্ডার তাহার নিকট আদ্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, যুবতী উভয়ের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব সন্দর্শনে আশ্চর্য্য বোধ করিয়া চিত্রার্পিতার ন্যায় দণ্ডায়মানা রহিলেন।

সংগ্রামদিবস আগত হইলে উভয় যোদ্ধা রণস্থলে প্রবিষ্ট হইলেন, পরে ছদ্মবেশী লডউইক রাজতনয়া এবং মন্ত্রিগণ সমীক্ষে নিম্নলিখিত বক্তৃতা করিতে লাগিলেন।

আমি রাজকুমারীর সতীত্ব ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছি বলিয়া গাএডো আমার অপমান করিতেছে, ইহা আমূলক মিথ্যা, আমি ইহার বিন্দুবিসর্গও জ্ঞাত নহি, আর আমিই যে কেবল এ অপমানভাগী হইব এমত নহে, ইহাতে মহারাজের এবং রাজনন্দিনীরও কুযশঃ প্রচার হইবে অতএব ইহার উত্তর আমি এই সম্মুখীন সংগ্রামে প্রদান করিব, ইহা শুনিয়া গাএডো উত্তর করিল, আমি যাহা কহিয়াছি তাহা সমস্তই সত্য ইহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে, এই খড়্গাঘাতদ্বারা তাহা সাক্ষাতে দেখাইব, ইহা বলিয়া উভয়ে অশ্বারোহণ করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন।

আলেকজণ্ডার গাএডো অপেক্ষা বীর এবং অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন, তিনি মুহূর্ত্তের মধ্যেই শত্রুমস্তক ছেদন করিয়া নৃপতনয়ার হস্তে অর্পণ করিলেন, ইহাতে রাজা এবং সভাস্থ

সমস্ত লোকেই লডউইক বোধে আলেকজণ্ডারের বাহুবলের প্রতি প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে আলেকজণ্ডার নৃপসুতার কলঙ্ক ভঞ্জন করিয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! আমি জনকের অত্যন্ত পীড়া দেখিয়া আসিয়াছি, এজন্য মম মনঃস্থির নহে অতএব আমি পুনর্ব্বার স্বদেশে গমন করিব।

অনন্তর আলেকজণ্ডার অধিপতির অনুমতি লইয়া আপন রাজ্যে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক প্রাণাধিক বয়স্যকে তাবদ্বৃত্তান্ত কহিলেন, তৎশ্রবণে লডউইক আহ্লাদার্ণবে নিমগ্ন হইয়া কহিলেন, সখে! তুমি আমার এবং রাজদুহিতার জীবন রক্ষা করিলা, এজন্য তোমার নিকট যাবজ্জীবন বিক্রীত রহিলাম, প্রাণ দিয়াও এ ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না, ইত্যাদি কথোপকথনানন্তর তিনি রাণীর সহিত যেপ্রকারে কালযাপন করিয়াছিলেন তাহা কহিলেন।

এইরূপে কতিপয় দিবস পরম আনন্দে একত্র অবস্থিতি করিয়া লডউইক পুনর্ব্বার সম্রাটসন্নিধানে গমন করিলেন, এবং আলেক্‌জণ্ডার আপন রাজ্যে থাকিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

রজনী উপস্থিতা হইলে আলেক্‌জণ্ডার অন্তঃপুরে গমন করিলেন, এবং পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া মহিষীকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক নানা প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন, রাজ্ঞী বিস্ময়াবিষ্টা হইয়া কহিলেন, নাথ! আপনি এতদিবস স্পর্শ করণাশঙ্কায় উভয়ের মধ্যে এক করাল করবাল রাখিয়া যামিনীযাপন করিতেন, কিন্তু অদ্য তদ্বিপরীত ভাব দেখিতেছি, রাজা উত্তর করিলেন, প্রেয়সি! আমার এক ব্রত ছিল, অদ্য তাহা উদ্‌যাপন হইয়াছে।

রাজার এই প্রতারণা বাক্যে রাণী প্রকাশ্য প্রবোধিতা হইয়াও অন্তরে দ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং তৎপ্রতিফল প্রদানার্থ সভাস্থ এক মুখ্য মন্ত্রির সহিত পরামর্শ করিয়া রাজার প্রাণ নাশের মানসে মিষ্টান্ন মিশ্রিত গরল প্রদান করিলেন, রাজা আলেক্‌জণ্ডার স্বভাবিক বীর ছিলেন, এজন্য সেই কাল-কূট ভক্ষণ করিয়াও মৃত হইলেন না, কিন্তু কুষ্ঠরোগগ্রস্থ হই-লেন, তদ্দৃষ্টে রাণী ঘৃণাপূর্ব্বক প্রজা সমূহের সম্মতি লইয়া তাহাকে রাজ্যহইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, এবং উক্ত মন্ত্রি-বরকে স্বামিত্বে বরণ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন।

আলেকজণ্ডার এইরূপ অপার দুঃখ পয়োধিনীরে নিমগ্ন হইয়া অতিদীন সদৃশ দিনপাত করিতে লাগিলেন, এদিগে লড-উইকের পিতার এবং টিটস মহীপালের পরলোক প্রাপ্তি হইলে তিনি ফ্রান্স এবং রোম রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন, এবং ফ্লোরেণ্টীনা রাজনন্দিনীকে বিবাহ করিয়া পরমসুখে কাল-যাপন করিতে লাগিলেন।

আলেকজণ্ডার প্রিয়সখার সৌভাগ্য শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া মনেং বিবেচনা করিলেন, যে তাহার নিকট গমন করিলে আমার যথেষ্ট উপকার হইতে পারিবে, অনন্তর এক সন্যাসির বেশধারণপূর্ব্বক নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া পরিশেষ নব রাজার রাজ্যে উপনীত হইলেন, কিন্তু রাজপুরী প্রবেশমাত্র দ্বারপাল তাহার কুরূপ দেখিয়া তাহাকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল, তি-নি হতাশ হইয়া এক রাজভৃত্যকে কহিলেন, রাজাকে সম্বাদ দেহ, যে আলেকজণ্ডার নরেশ্বরের নিকটহইতে বার্ত্তাবাহক এক কুষ্ঠরো-গী আসিয়াছে, তাহার অভিলাষ এই যে অদ্য অবস্থিতি করিয়া

মহারাজের সহিত একত্রে ভোজন করিবে, কিঙ্কর কহিল, তোমার এ প্রার্থনায় মহারাজ কদাচ সম্মত হইবেন না, কিন্তু তথাচ তোমার আশানিবৃত্ত্যর্থ নৃপতিকে কহিব, অনন্তর অধিপতির নিকট উপস্থিত হইয়া কুষ্ঠরোগির অভিপ্রায় আবেদন করিল, রাজা প্রাণাধিক প্রিয়তম মিত্রের নাম শ্রবণে বাতুলপ্রায় হইয়া শ্বিত্ররোগির সহিত ভোজনার্থ চতুর্বিধ মিষ্টান্নের আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন।

মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে মহীপাল এবং মন্ত্রিগণ কুষ্ঠরোগির সহিত ভোজনে বসিলেন, আহারান্তে শ্বিত্ররোগী এক ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিলেন, আমার রাজপ্রসাদ মদ্যপান করিতে স্পৃহা হইয়াছে, অতএব নৃপতির নিকটহইতে এক পাত্র মদিরা আনয়ন কর, রাজা তাহার মনোভিলাষ পূর্ণ করণার্থ পূর্ণ সুরাধার প্রদান করিলেন, তিনি ঐ সুরা পানানন্তর পাত্রমধ্যে রাজদত্ত অঙ্গুরীয়ক রাখিয়া কিঙ্করকে কহিলেন, এই পাত্র নৃপতিকে দেহ, পৃথ্বীপতি পাত্রমধ্যে স্বদত্ত অঙ্গুরীয়ক বীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং বিবেচনা করিলেন, যে উহার প্রমুখাৎ প্রাণাধিক প্রিয়তম সখার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বার্ত্তা অবগত হইব, এই অভিপ্রায়ে তাহাকে এক বিজন গৃহে লইয়া যাওনার্থ ভৃত্যদিগকে আদেশ করিলে আজ্ঞাবাহকেরা তাহাই করিল।

ভোজনান্তে ভূপতি আলেক্জণ্ডার রাজার নিকট গমন করিলেন, কিন্তু তাঁহার কুৎসিতাকারপ্রযুক্ত চিনিতে না পারিয়া কহিলেন, তুমি এই অঙ্গুরীয়ক কোথায় পাইলা, তিনি কহিলেন, এ অঙ্গুরীয়ক আমার, রাজা কহিলেন, আমি বিশেষ জানি ইহা আলেক্জণ্ডার রাজার, তোমার কদাচ নহে, তিনি কহিলেন,

ইহা আলেক্জণ্ডার রাজারও নহে কিন্তু ফরাসদেশাধিপতি লড্‌উইক মহীপালের এই অঙ্গুরীয়ক, তৎশ্রবণে ভূপতি কহিলেন, আমারই নাম লড্‌উইক ইহা পূর্ব্বে আমার ছিল বটে, কিন্তু আমি ইহা জীবনাধিক প্রিয়পাত্র আলেক্জণ্ডার বন্ধুকে দিয়াছিলাম, কুষ্ঠরোগী কহিলেন, তুমি যে আলেক্জণ্ডারকে প্রাণাধিক বলিয়া সম্বোধন করিতেছ, আমিই সেই আলেক্জণ্ডার, এই কথা শ্রবণমাত্র লড্‌উইক সাশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, তুমি কি আমার সহিত পরিহাস করিতেছ? তিনি কহিলেন, সখে! আমার এ কুরূপ দেখিয়া কিরূপে তোমার বিশ্বাস হইবে, কিন্তু আমি সত্যই তোমার সেই প্রিয় বন্ধু, তৎশ্রবণে নৃপতি নানাবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন, অনন্তর কিঞ্চিৎ শোক সম্বরণ করিয়া কহিলেন, বয়স্য! কি প্রকারে তোমার ঈদৃশী দশা হইল, আলেক্জণ্ডার কহিলেন, বন্ধো! তুমি নিরপরাধী হইয়াও আমার এই দুর্দশার প্রধান কারণ হইয়াছ, রাজা উত্তর করিলেন, আমাকে নির্দ্দোষী বলিতেছ অথচ দোষী কহিতেছ ইহার ভাব আমি কিছুই সংগ্রহ করিতে পারিলাম না, আলেক্জণ্ডার কহিলেন, আমার অবর্ত্তমানে তুমি মম ভার্য্যার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়া উভয় মধ্যে এক শানিত খড়্গ রাখিয়াছিলা এজন্য সেই দুর্ব্বিনীতা ক্রোধপ্রযুক্ত তৎপ্রতিফল প্রদানার্থ বিষ ভক্ষণ করাইয়া আমার এই দুর্গতি করিয়াছে, আমাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া প্রধান মন্ত্রির সহিত রসপ্রসঙ্গে কালযাপন করিতেছে, এইহেতু তুমি নির্দ্দোষী হইয়াও দোষী হইতেছ।

লডউইক আপনাকে ধিক্‌কারপূর্ব্বক বিলাপস্বরে কহিতে লাগিলেন, "হায়! আমি কি অভাজন যে বন্ধু জীবনাশা ত্যাগ করিয়াও আমার উপকার করিয়াছেন, আমি কি তাঁহার এই

প্রত্যুপকার করিলাম"। আলেকজণ্ডার লডউইককে শোকাকুল দেখিয়া কহিলেন, বয়স্য! তুমি বৃথা অনুতাপ করিতেছ এ সকলই ঈশ্বরাধীন, অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা অবশ্য ঘটিবে তোমার কিঞ্চিন্মাত্র দোষ নাই, রাজা কহিলেন, মিত্র! তোমার অসাধারণ গুণ নচেৎ এপর্য্যন্তও এমত বাক্য প্রয়োগ করিতে না, তোমার আরোগ্যহেতু এবং তব রিপুচয়কে সমুচিত দণ্ড দেওনার্থ আমি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব, এইরূপে আলেকজণ্ডার রাজা উপসম ঔষধি প্রত্যাশায় গোপনে লডউইক ভবনে বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর লডউইক পৃথ্বীপাল পৃথিবীস্থ বিখ্যাত বৈদ্যগণকে আনয়নার্থ চতুর্দ্দিগে দূত প্রেরণ করিলেন, তাহারা উপস্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ! এ রোগ আরোগ্য করা ভিষকের ভেষজ সাধ্য নহে, দৈবব্যতীত ইহার আর কোন উপায় দেখি না, তৎশ্রবণে আলেকজণ্ডার রাজা হতাশ হইয়া ঐকান্তিক চিত্তে পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে আরাধনা করিতে লাগিলেন।

জগদীশ্বর প্রসন্ন হইয়া তাঁহার স্বপ্নাবস্থায় কহিলেন, যে নৃপতির ফোরেন্টীনা গর্ভজাত যে দুই পুত্র আছে তদ্দ্বয়কে রাজা স্বহস্তে মস্তক চ্ছেদন করিয়া তদীয় রুধির দ্বারা স্নান করাইলেই তোমার আরোগ্য হইবে, এতদ্ভিন্ন ইহার আর কোন উপায় নাই, সুতরাং আলেকজণ্ডার এই অবক্তব্য উপায় জানিয়াও নিরুপায় হইয়া রহিলেন, এবং মনেং বিবেচনা করিলেন, যে আমি নরাধম! পূর্ব্ব জন্মান্তরীয় পাপজন্য আমার এই দশা হইয়াছে, এবার এই নিরপরাধি নৃপনন্দনদ্বয়ের প্রাণ নাশ করিলে আমাকে পরিণামে নিরয়গামী হইতে হইবেক।

কিন্তু নির্ব্বাহক বিধাতা তাহাকে নিরুৎসাহী দেখিয়া আর এক উপায় করিলেন। রাজা লডউইক অকৃত্রিম বন্ধুর কৃতজ্ঞ স্বীকারার্থ তাঁহাকে পুত্র কলত্রাধিক স্নেহ করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার সেই বিষম পীড়ার প্রতীকার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিয়া অবশেষ অনন্ত মহিমার্ণব অনন্তদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন, পরে ভগবান প্রসন্ন হইয়া আকাশবাণী উপলক্ষ্যে কহিলেন, তোমার বন্ধুই উপসম ঔষধ জ্ঞাত আছেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই সমস্ত অবগত হইবা, এই বাণী শ্রবণমাত্র রাজা আহ্লাদার্ণবে নিমগ্ন হইলেন এবং আলেকজণ্ডারের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, সখে! তুমি এই ব্যাধির উপসম ঔষধ জানিয়াও কি নিমিত্ত এদুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিতেছ, যদি তোমার অসাধ্য হয় তবে বল আমি প্রাণ পণ করিয়াও সম্পাদন করিব।

অনন্তর আলেকজণ্ডার অগত্যা ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, বয়স্য! তুমি এই দুর্ব্বিষহ কার্য্যে কদাচ প্রবৃত্ত হইও না, রাজা উত্তর করিলেন, দেখ, জগদীশ্বর স্বয়ং সদয় হইয়া যে ভেষজ বিধান করিয়াছেন তোমার সে বিষয়ে অনুরোধ করা কর্ত্তব্য নহে, তাহা হইলে পরমেশ্বরের আজ্ঞা অতিক্রম করা হইবে, ইহা বলিয়া সুপ্তস্থিত সন্তানদ্বয়ের সন্নিকটে গমনপূর্ব্বক স্বহস্তে তাহাদের শিরশ্ছেদন করিলেন, পরে ঐ শোণিতদ্বারা বন্ধুর সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ কন্দর্পসদৃশ কমনীয় রূপ প্রাপ্ত হইলেন, অনন্তর লডউইক অধিপতি অনন্ত মহিমার্ণব জগদীশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ পুরঃসর কহিতে লাগিলেন, বিধাতা অনুকূল হইয়া এই পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন, এজন্য প্রিয় মিত্রের যৎকিঞ্চিৎ প্রত্যুপকার করিলাম।

আলেকজণ্ডার আহ্লাদে গদ্‌গদ চিত্তে কহিতে লাগিলেন, আমি তোমার যে উপকার করিয়াছি এবং যাহা করিতে সক্ষম হইব বোধ হয় তাহা ইহার সহস্রাংশের একাংশও হইবে না, কিন্তু আমার দুঃখ এই যে আমিই তোমার প্রিয়তম দুই পুত্রের মৃত্যুর প্রধান কারণ হইলাম, রাজা উত্তর করিলেন, দেখ, ঈশ্বরের কৃপায় অনেক সন্তান জন্মিতে পারিবে কিন্তু এমত বন্ধু আর প্রাপ্ত হইব না, অতএব তোমাকে যে এই দুস্তর ব্যাধিহইতে নিস্তার করিলাম ইহা অপেক্ষা আমার আর কি সৌভাগ্য আছে, যে- হেতু তুমি বিধিমতে বারম্বার আমাদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছ।

অনন্তর আলেক্‌জণ্ডরের আরোগ্য হইলে লডউইক কহিলেন, বন্ধু! তুমি এইক্ষণে গোপনে গমন করিয়া গ্রামের অনতিদূরে অবস্থিতি কর, তৎপরে আমি অমাত্য সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইয়া তোমাকে যথা বিধি সম্মান পুরঃসর পুরীতে প্রত্যানীত করিব, এবং যাবৎ তোমার শত্রু সংহারার্থ সৈন্যসংগ্রহ না হয় তাবৎ তুমি মম আলয়ে অবস্থিতি করিবা, আলেকজণ্ডার সম্মত হইয়া তাহাই করিলেন, পরে এক দূত আসিয়া রাজাকে কহিল, মহারাজ! আলেকজণ্ডার রাজা আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন, এই কথা শ্রবণমাত্র মহিষী আহ্লাদ অর্ণবে নিমগ্না হইলেন, এবং পূর্ব্বাপর কারণ ও জীবিতা- ধিক নন্দনদ্বয়ের নিধন না জানিয়া রাজাকে এবং অমাত্যগণকে লইয়া অগ্রসর হইলেন, এবং সমাদরপূর্ব্বক আলেকজণ্ডারকে রাজভবনে আনয়ন করিলেন।

যামিনীযোগে ভোজন দ্রব্য সকল আয়োজন হইলে পর, রাজা এবং রাজ্ঞী আলেকজণ্ডারকে মধ্যে বসাইয়া উভয়ে উভয় পার্শ্বে বসিলেন, এবং তাঁহার অসাধারণ গুণের প্রশংসা করিতে

লাগিলেন, তৎশ্রবণে রাজা পত্নীকে কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি যে প্রিয় সখার গুণ বর্ণন করিতেছ, ইহাতে আমি পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম, রাজ্ঞী উত্তর করিলেন, উপকারক ব্যক্তির উপকার স্বীকার না করা নরাধমের কর্ম্ম, অতএব আলেকজণ্ডারের উপকার বিস্মৃতি হইলে অন্তে অধোগতি প্রাপ্ত হইতে হইবে।

অনন্তর অধিপতি ফ্লোরেন্টীনাকে কহিলেন, প্রেয়সি! দিবস কতিপয় গত হইল, রাজসভায় এক কুষ্ঠরোগী আসিয়াছিল, তাহা কি তোমার স্মরণ হয়? রাজ্ঞী কহিলেন, হাঁ, মহারাজ! সর্ব্বঘৃণীত এক মনুষ্য আসিয়াছিল বটে, রাজা কহিলেন, ভাল, যদি প্রিয় বয়স্যের তাদৃশী দশা হয় এবং আমাদিগের অপত্য দ্বয় নিধনব্যতীত আর কোন তাহার ভেষজ না থাকে, তাহা হইলে তুমি একর্ম্মে প্রবৃত্তা হইতে পার কি না? রাজ্ঞী উত্তর করিলেন, এপ্রশ্ন অতি দুরূহ বটে, কিন্তু প্রিয় মিত্রের উপকারার্থে আমার দশ পুত্র থাকিলেও তৎসমস্তকে স্বহস্তে বলিদান প্রদান করিতে পারি।

পৃথ্বীপতি পত্নীর প্রকৃত ধৈর্য্যের পরীক্ষার্থে নন্দনের নিধনাদি সমস্ত বার্ত্তা অবগত করাইলে রাণী স্বভাবিক সন্তান স্নেহ প্রবলতাপ্রযুক্ত জ্ঞানশূন্য হইয়া এককালে মূর্চ্ছিতা হইলেন, পরে নানা ভেষজদ্বারা চৈতন্য প্রাপ্ত হইলে বিলাপস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

ভক্তাধীন ভগবান ভক্তগণের প্রতি সর্ব্বদাই প্রসন্ন থাকেন, তিনি রাজার অকৃত্রিম প্রণয়সম্বলিত বন্ধুত্ব সন্দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া এক অদ্ভুত কীর্ত্তিদ্বারা তৎপুরস্কার প্রদান করিলেন, রাজভৃত্যেরা নৃপনন্দনদ্বয়ের মৃত্যু বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইত-

স্তুতঃ অন্বেষণ করিতে লাগিল এবং পরিশেষ ঐ গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল, যে তাহারা জীবিত থাকিয়া ঈশ্বরগুণ সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে, তাহাদের গলদেশে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন পরিবর্ত্তে স্বর্ণ-হার শোভিত রহিয়াছে।

এই সংবাদ রাজা ও রাণীর কর্ণগোচর হইলে তাঁহারা আ-হ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন, অনন্তর অগণ্য সৈন্য সংহতি ইজিপ্টদেশে উপনীত হইয়া দুষ্টা রাণী এবং তৎপ্রিয় মন্ত্রিশ্রেষ্ঠের প্রাণ সংহারপূর্ব্বক মিত্র শ্রেষ্ঠ-কে নরশ্রেষ্ঠ করিলেন।

অনন্তর লডউইক পৃথ্বীপাল প্রণয় রজ্জু দৃঢ় করণার্থ আপন অপরিণীতা সহোদরার সহিত প্রিয়সখার পরিণয় প্রদান করিলেন, এবং মহাসমারোহে সমস্ত বিবাহ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

আলেকজণ্ডার এইরূপে কিয়ৎকাল রাজ্য করিয়া পিতার নিকট এক দূত প্রেরণ করিলেন, কহিয়া দিলেন যে ইজিপ্ট দেশাধিপতি আলেকজণ্ডার রাজা মৃগয়ায় আসিয়া তোমার গৃহে অবস্থিতি করিবেন, দূত উপস্থিত হইয়া অধিপতির অভিপ্রেত আশা ব্যক্ত করিলে আলেকজণ্ডারের পিতা মাতা তাহাকে সমাদরপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া কহিলেন, ভূপতি এদীনের ভবনে অধিষ্ঠান হইয়া আতিথ্য স্বীকার করিবেন ইহা অপেক্ষা আমা-দের আর কি সৌভাগ্য আছে।

প্রেরিত চর প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পৃথ্বীপতিকে কহিলে তিনি সহচরগণ সংহতি পিতৃভবনে আগমন করিলেন, জনক জননী সম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে রাজা তাহা-দিগের হস্ত ধারণপূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন।

ভোজনের সময় হইলে তাঁহার জনক জলপাত্র হস্তে ও মাতা মার্জ্জনী হস্তে সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, প্রভো! ভোজন দ্রব্য সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করুন।

তদ্দৃষ্টে রাজার বুল্‌বুল পক্ষির ভাবি গান স্মরণ হইলে তিনি মনেং ঈষৎ হাস্য করিয়া পিতা মাতাকে কহিলেন, তোমরা আমার জনক জননীর সম বয়স্ক হইবা একর্ম্ম তোমাদের উচিত নহে, পরে এক কিঙ্করদ্বারা উক্ত কর্ম্ম সমাধাপূর্ব্বক উভয় পার্শ্বে পিতা মাতা লইয়া ভোজনে বসিলেন। ভোজনান্তে ভূপতি তাঁহার পিতা ও প্রসূকে বিজনগৃহে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদিগের সন্তান সন্ততি কি আছে? তাহারা কহিল, মহারাজ! উক্ত সুখে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি, রাজা কহিলেন, তোমাদের কি সন্তান হয় নাই? তাহারা কহিল, আমাদের এক পুত্রমাত্র হইয়াছিল, কিন্তু বহুকাল হইল তাহার কাল হইয়াছে, নৃপতি কহিলেন, ভাল, কি পীড়ায় তাহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে? তাঁহার পিতা কহিল, মহারাজ! আপনি কি নিমিত্ত ইহার সবিশেষ অনুসন্ধান করিতেছেন? রাজা কহিলেন, আমার প্রয়োজন আছে, অতএব তুমি সত্য করিয়া কহ যে কি প্রকারে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, তিনি ভূপতির বচনে ভীত এবং ভূতলে পতিত হইয়া কহিলেন, হে রাজন্! আপনি যদি মম অপরাধ মার্জ্জনা করেন তবে ব্যক্ত করি, রাজা উত্তর করিলেন, তুমি গাত্রোত্থান করিয়া সত্য কহ, আমি তোমার অপরাধ গ্রহণ করিব না, কিন্তু ইহাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে তুমি স্বয়ং সন্তানকে সংহার করিয়াছ, অনন্তর তাঁহার জনক কহিল, মহারাজ! আমার এক পরম পণ্ডিত পুত্র ছিল, এক দিবস সংকালীন তাহাকে

লইয়া ভোজন করিতেছিলাম, এক বুল্‌বুল্‌ পক্ষী গবাক্ষদ্বার সন্নিহিত এক বৃক্ষে বসিয়া মধুস্বরে গান করিতেছিল, পুত্র ঐ গানের ভাবি ভাবার্থ ব্যক্ত করিয়া কহিল, "আমি এক প্রসিদ্ধ পৃথ্বীপতি হইব, তোমরা উভয়ে বারি আধার এবং গাত্রমার্জ্জনী লইয়া দণ্ডায়মান থাকিবা," ইহাতে আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে সমুদ্রনীরে নিঃক্ষেপ করিয়াছি, রাজা কহিলেন, সে জীবিত থাকিয়া এসুখ সম্ভোগ করিলে তোমার কি হানি হইত? তিনি উত্তর করিলেন, আমার কোন অপকার না হইয়া বরং এই উপকার হইত, যে আমি এই নিষ্ঠুর কর্ম্মের পাপভাগী হইতাম না, নৃপতি কহিলেন, তুমি যে ইহাকে কুকর্ম্ম জ্ঞান এবং পরমেশ্বরের নীতিবহির্ভূত কর্ম্ম বোধ করিয়াছ, এজন্য আমি সন্তোষ হইয়া সমস্ত সত্য কহিতেছি, অবধান কর, তুমি যে অপত্যকে অর্ণবে বর্জ্জন করিয়াছিলা, আমিই তোমার সেই পুত্র, পরমেশ্বর মম প্রতি অনুকুল হইলে আমি কুলপ্রাপ্ত হইয়া তৎপ্রসাদাৎ এই অসীম সুখ সম্ভোগ করিতেছি।

এই সমস্ত শ্রবণমাত্র তাঁহার জনক জননী পুত্রের পদতলে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, মহীপাল তাহাদিগকে উত্তোলন করিয়া কহিলেন, শঙ্কা পরিত্যাগ কর, আমার সৌভাগ্যে তোমরাও সুখী হইবা, পরে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া আপন রাজ্যে আনয়নপূর্ব্বক পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এই আখ্যায়িকা সমাপন করিয়া ডাওক্লিসিয়ান পশ্চাৎ প্রকটিত কতিপয় পংক্তি বক্তৃতা করিতে লাগিলেন।

এই ইতিহাসদ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, যে বিধাতা যাহা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহা অবশ্য ঘটিবে, অতএব তাঁহার

আজ্ঞা উলঙ্ঘনের উপায় করা মনুষ্যের মূর্খতামাত্র, অনন্তর সম্রাটকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পিতঃ! আমি জগদীশ্বরের অনুগ্রহে যে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান ও বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহাতে আপনার অপকার না হইয়া বরং সম্পূর্ণ উপকার হইবে, যেমন আলেকজণ্ডারের সৌভাগ্যে তাহার পিতা মাতাও তৎফলভাগী হইয়াছিলেন।

রাজা পুত্রের প্রমুখাৎ সমস্ত অবগত হইলে তাঁহার গত নিশার স্বপ্ন স্মরণ হইল, এবং নন্দনকে নিতান্ত নিরপরাধী জানিয়া আশ্লেষপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তোমাকে আমি এ সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার সমর্পণ করিলাম, তোমার বাক্‌পটুতাতে বোধ হইতেছে যে তুমি এই রাজ্য পালনের উপযুক্ত পাত্র হইয়াছ, আমার এইক্ষণে বার্দ্ধক্যদশা হইয়াছে, অতএব আমার অভিলাষ এই যে নির্জ্জনে নির্ব্বিকার পরম প্রকৃতির আরাধনায় তৎপর হই।

ডাওক্লিসিয়ান কহিলেন, তাত! আপনার যাহা অভিরুচি তাহাই করুন, আমি সাধ্যানুসারে সকল রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়া মহারাজকে অবসৃত করিব।

রাণী ও তাহার উপপতির দণ্ডাজ্ঞা ও মৃত্যু।

ডাওক্লিসিয়ান কহিলেন, হে রাজন! আপনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনহেতু পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব বিচারপূর্ব্বক মহিষী এবং এই স্ত্রীবেশি লম্পটকে দণ্ড প্রদান করুন।

প্রথমতঃ, তিনি আমর সহিত এই অকথ্য কুকর্ম্মে প্রবৃত্তা হইতে অভিলাষ করিয়াছিলেন, দ্বিতীয়তঃ, অকৃতাপরাধে আমাকে

এই অপকলঙ্কভাগী করিয়াছিলেন, তৃতীয়তঃ, মহারাজকে বঞ্চনা করিয়া এই দুরাত্মার সহিত অবিরত রতা ছিলেন, এই সকল কারণপ্রযুক্ত মহিষীকে বিহিত দণ্ড প্রদান করিলে সর্ব্বসাধারণে জ্ঞাত হইবে যে নিরপরাধি ব্যক্তির কদাচ মন্দ হয় না, পরমেশ্বর স্বয়ং সানুকূল হইয়া তদ্বিপক্ষের প্রতি প্রতিকূল হয়েন।

ইহা শুনিয়া মহিষী রাজার পদতলে পতিতা হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সকল বিফল হইল, ডাওক্লিসিয়ান বারম্বার বিচার প্রার্থনা করিলে বিচারপতিরা পশ্চাল্লিখিত দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন।

"দুর্ব্বিনীতা রাণীর ব্যভিচার ইত্যাদি সকল দোষই স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, অতএব আমাদিগের বিচারানুসারে যুক্তি এই, যে তাহাকে চক্রবিহীন যানারোহণে নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া পরিশেষে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনোপরি প্রক্ষেপ করিয়া প্রাণ সংহার করা কর্ত্তব্য, আর ঐ দুরাত্মা লম্পটের দেহ সহস্রখণ্ডে বিভাগ করিয়া কুক্কুর শকুনি ইত্যাদি পশু পক্ষিকে তৃপ্ত করা অত্যাবশ্যক"।

প্রজাগণ এই দণ্ডাজ্ঞায় পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলে রাজা তৎক্ষণাৎ তাহা করাইলেন।

কালসহকারে নৃপতির লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে ডাওক্লিসিয়ান স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইয়া সপ্ত আচার্য্যকে মন্ত্রী করিলেন, এবং তাঁহাদিগের পরামর্শানুসারে রাজ্য পালন করিয়া সসাগরাধরামধ্যে একাধিপত্য করিতে লাগিলেন, অনন্তর বার্দ্ধক্যদশাপ্রযুক্ত দশমীদশা প্রাপ্ত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

সমাপ্তঃ।

অশুদ্ধশোধন।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১	৭	ডাওক্লিসিয়াননামক এক পুত্র জন্মিল	এক পুত্র জন্মিলে তাহার নাম ডাওক্লিসিয়ান রাখিলেন
৫	৯	শঙ্কটের উপরে	শঙ্কটোপরি
৮	১১	লেমটিউলস	লেনটিউলস
ঐ	১১,২৩	ক্রেটনমান, কুইড্রেক	ক্রেটন, মানকুইড্রেক
১৫	৪	বিহর্গত	বহির্গত
১৬	১৭	রম্য	বন্য
১৭	১	ঐ	ঐ
১৮	৪	শাখাতলে	শাখিতলে
১৯	১৭	অক্টেভিমান	অকটেভিমান
২৬	১০	স্বর্ণরাশি	সর্জ্জরস
২৯	১	শুকসারিকা	সারিকা
৩৪	৯	স্থানে গমন	স্থান গমন
ঐ	১১	ঐ	ঐ
৩৬	১৬	এবং তৎস্বামী	তৎস্বামী
৪৩	২	আহারারম্ভে	আহারান্তে
৪৭	৯	মণ্ডপস্থ	মণ্ডলস্থ
৫০	২২	দেবালয় হইলে	দেবালয় মন হইলে
৫৪	৩	নম্র লিখিত	নিম্ন লিখিত
ঐ	১৯	জজ্ঞাসা	জিজ্ঞাসা
৫৫	৯	তাহারা	তাহার
৭১	১	উভয়	উভয়েরই
৭৫	১	অপনি	আপনি
৯৩	১১	আজ্ঞাতে	অজ্ঞাতে